রোস্তম ঘোটকারোহণে রণ ভূমিতে গিয়া বিপক্ষদিগকে যুদ্ধার্থে আহ্বান করিলে; সকল সেনা রোস্তমের নাম শুনিয়াই ভীত হইয়াছিল তাহাকে দেখিয়া কাহারাও সাহস হইল না যে রোস্তমের সহিত কেহ যুদ্ধ করে, ইহা দেখিয়া হামাওয়ানের বাদসাহ আপন সেনাদিগেকে অনেক তিরস্কার ও ভৎসনা করিলে কয়েক জন বলবান্ অশ্বারূঢ় হইয়া রণস্থলে আইল তাহা দেখিয়া রোস্তম অগ্রসর হইল, তাহারা রোস্তমকে দেখিয়া পলায়ন করিল; তাহাতে মেছর ও বরবর দেশের বাদসাহরা লজ্জিত হইয়া আপনারা রোস্তমের সহিত যুদ্ধ করিতে ধাবমান হইবায় রোস্তম অতি শীঘ্র তাহাকে একগদা প্রহার করিল সে আপনাকে বাঁচাইয়া পলায়ন করিল; রোস্তম তাহার পশ্চাৎ তাড়না করিয়া কমন্দ ফেলিয়া তাহাকে ধরিয়া আপন সৈন্য মধ্যে রাখিয়া বরবর দেশের বাদসাহকে তাড়া করিল

তাহা দেখিয়া সে ও পলায়ন করিল। রোস্তম তাহার পশ্চাৎ২ কথক দূর গিয়া চল্লিশ জন প্রধানকে বেষ্টন করত আপন সৈন্য মধ্যে আনিয়া বদ্ধ করিল, তাহা দেখিয়া হামাওয়ান দেশের বাদসাহ ভীত হইয়া রোস্তমের নিকট আসিয়া পদানত হইয়া আশ্রয় প্রার্থনা করিল। রোস্তম কহিল কাউছসাহকে আমার নিকট আন নতুবা তোমার সপরিবারকে এখনি বিনাশ করিব ইহা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ লোক পাঠাইয়া কাউছসাহ, তুছ, গোদরজ, গেও, প্রভৃতি যে ২ বদ্ধছিল, তাহারদিগকে আনাইয়া রোস্তমের নিকটে সমর্পণ করিল, তখন রোস্তম কাউছসাহাকে ওস্থান হইতে হামাওয়ানের বাদসাহের বাটিতে লইয়া তক্তে বসাইলেন, আর ঐ তিনজন বাদসাহ উপঢৌকন প্রদান করত

শরণাগত হইল, তাহারদিগের রাজ্যে নিয়ম পূর্ব্বক কর নির্দ্ধারিত করিলেন। অপরঞ্চ আফরাছিয়াব বাদসাহ কাউছ হামাওরান দেশে বদ্ধ হইলে আপন সেনা সহিত তুরান হইতে আসিয়া ইরান অধিকার করিয়াছে, রোস্তম প্রভৃতি সকলের নিকটে শুনিয়া ঐতিনজন বাদসাহকে সসৈন্য আপনি সঙ্গে লইয়া ইরানে যাত্রা করিলেন। আফরাছিয়াব কাউছ বাদসাহের আগমনের সংবাদ শুনিয়া সমস্ত সেনাপতি ও প্রধান যোদ্ধাদিগকে ডাকাইয়া সকলের সাক্ষ্যাতে প্রতিজ্ঞা করিয়া কহিল যে কেহ রোস্তমকে মারিবে কিম্বা আমার নিকট ধৃত করিয়া আনিবেক তাহাকে আমার এক কন্যার সহিত বিবাহ দিব, আর আমার রাজ্যের চতুর্থাংশের এক অংশ তাহাকে দিব, এবং প্রধান সেনাপতি ও কর্ত্তাধ্যক্ষ তাহাকে করিব; ইহা শুনিয়া অনেকে মনে ২ করিলেন যে রোস্তমকে মারিবেন কেহবা ধৃত করিবেন, ইতোমধ্যে যখন কাউছ বাদসাহ রোস্তমকে অগ্রে করিয়া ইরানে আসিয়া পৌঁছিল ইহা শুনিয়া আফরাছিয়াবের প্রধান সেনাপতি ও বলবানেরা রোস্তমের সহিত যুদ্ধ করিতে আইল, রোস্তম অতি তৎপর হইয়া তাহারদিগের কয়েকজনকে নষ্ট করিল অবশিষ্ট যে কয়েক জন ছিল তাহারা ভয়ে ভীত হওত পলায়ন করিয়া আফরাছিয়াবের নিকট গিয়া যুদ্ধের সমস্ত বৃত্তান্ত বিস্তারিত রূপে জানাইয়া সকলে একত্রিত হইয়া পরামর্শ করিল আফরাছিয়াব সকল সৈন্য লইয়া রোস্তমকে বেষ্টন করিল, তাহা দেখিয়া রোস্তম গদা পাণি হইয়া আফরাছিয়াবের প্রতি ধাবমান হইল তদ্দৃষ্টে আফরাছিয়াব

ভীত হইরা পলায়ন করিল, তখন আর আর সেনা সকলে ও পলায়ন করিয়া পরে রোস্তম, গেও, গোদরজ প্রভৃতি সেনাপতিদিগের সেনা সহিত আফরাছিয়াবের পশ্চাত২ বেগে গমন করিয়া অনেক সেনা নষ্ট করিল, কিন্তু এতসেনা হত হইল যে লোকেরদিগের গমনা গমনের পথ একেবারে রুদ্ধ হইল। আফরাছিয়াব অতি দ্রুত গামি হইয়া প্রাণ রক্ষা করিয়া আপন বাদসাহি তুরানে পৌছিল। কাউছ বাদসাহ ইরানেআসিয়া তক্তেবসিয়া বাদসাহি করিতেলাগি- লেন, অনেক বাদসাহ, এবং দৈত্যও পরি ভয়ে কাউছ বাদসাহের নিকট আশ্রিত হইয়া থাকিলেন, পরে রোস্তমকে জাবলস্তানে বিদায় করিয়া সুখে বাদসাহি করেণ। একদিন কাউছ বাদসাহ দৈত্যদিগকে ডাকাইয়া আজ্ঞা করিলেন যে আলবোজ পর্ব্বতের উপরিভাগে আমার নিমিত্তে রত্নাদির একঅট্টালিকা নির্ম্মাণ করহ, তাহারা এই সকল অসম্ভাবনীয় অনুজ্ঞা শ্রবণ করত ভীত হইয়া তাহারদিগের গুরু ইবলিছ সয়াতন তাহাকে এই সকল জানাইলে সে তাহাদিগকে কহিল যে তোমরা কাউছ কে কহ যে আপনি কেবল পৃথিবীর বাদসাহ হইয়াছ তোমার তুল্য বাদসাহ আর কেহ নাই দৈত্য ও পরী প্রভৃতি তোমার আজ্ঞাবহ কিন্তু এঅতি খেদের বিষয় যে এতদ্রূপ বাদসাহহইয়া স্বর্গের আশ্চর্য্য শোভা প্রভৃতি কিছুই আপনি দেখিলেন না, যখন এই কথা শুনিয়া স্বর্গ দেখিবার বাঞ্ছিত হইবেতখন আ- মাকে জানাইবা এমন উপায় করিয়া দিব যে তাহাতেই কাউছ অনায়াসে বিনাশ হইবেক, ইহা শুনিয়া দজখিন নামে দৈত্য দিগের একজন প্রধান এক দিন কাউছের সভায় নানাবিধ

কএখাপ কথক্তার ইবলিছের উপদেশ মত স্বর্গের প্রসঙ্গউপ স্থিত করিল, তাহা শুনিয়া কাউছ অতি চঞ্চল হইয়া ময়ুদ্দিন দৈত্যকে কহিলেন যদি আমাকে স্বর্গে লইয়া তথাকার শোভা সন্দর্শন করাইতে পার তবে তোমাকে অনেক পুরস্কার করিব, সে কহিল অতি শীঘ্র তাহার উপায় করিব। তৎপরে বিদায় হইয়া ইবলিছ সয়তানকে জানাইয়া উপায় জিজ্ঞাসা করাতে সে কহিল কয়েকটা করগছ পক্ষেরসাবক (অর্থাৎ কোনবৃহদ পক্ষ বিশেষ) আনাইয়া প্রতিপালন ও শিক্ষা করাও তাহারা আজ্ঞাবহ হয়, যখনঐপক্ষ শাবক সকল বশীভুত হই বেক তখন তাহার দিগের পৃষ্ঠদেশে রজ্জু সংলগ্ন করিয়া এক খান ক্ষুদ্র তক্ত ঝুলাইয়া তাহাতে কাউছ বসিবেন, আর ঐ তক্তের চারিকোণে অতিউচ্চতর চারিটা লৌহশলাকা তাহাতে মাংস বান্ধিয়া পূর্ব্বদিন ঐ পক্ষিদিগকে ক্ষুদিত রাখিয়া কথিত তক্তেউপবেশন করিলে পক্ষেরা মাংসের লোভে উর্দ্ধেতেউড্ডী য়মান হইবেক, পরে তাহারা কথকক্ষণ উড়িয়া ক্লান্ত হইয়া কাউছশাহকে তক্ত সহিত পৃথিবীতে পাড়িবে উচ্চ হইতে পাড় লে কাউছ মরিবেক। দৈত্যগণ কাউছকে ইবলিছের কথিত মত কহিয়া কয়েকটা করগছ পক্ষের শাবক আনাইয়া এমত শিক্ষা করাইতে আজ্ঞা করিলেন, যখন পক্ষীগণ সুশিক্ষিত হইল তখন একখান ক্ষুদ্র তক্ত তাহারদিগের পৃষ্ঠে ঝুলাইয়া উড়িতে শিক্ষাইলেন ॥

কাউছ বাদশাহর উড়িবার বিবরণ ॥

পক্ষিদিগেরে একদিন উপবাসি রাখিয়া শলাকায় মাংসবান্ধিয়া

কাউছকাহ সহস্রমের উপদেশ মত তক্তে বসিয়া সর্গ দেখিতে চলিলেন (মতান্তরে স্বর্গে ঈশ্বরের সহিত যুদ্ধ করিয়া স্বর্গাধিকার করিতে গেলেন) ঐ পক্ষি সকল পূর্ব্বদিবসের উপবাসি আহারের লোভে লোভাবিষ্ট হইয়া শিকেতে মাংসখণ্ড দেখিয়া ঐ মাংস লইবার মানসে ক্ষণেককাল উড্ডীয়মান হইয়া ক্ষুধায় কাতর প্রযুক্ত তক্তসহিত ভূমে পড়িতে লাগিল, কাউছ ঐ সময়ে অতি তৎপর হইয়া উক্ত তক্তের একটা পায়া ধরিয়া থাকিল। পক্ষি সকল কাউছসাহকে তক্ত সহিত চিন দেশের এক বনমধ্যে পড়িল কিন্তু কাউছসাহ তক্তধরিয়া ঝুলিয়াছিল এনিমিত্তে মরিলনা, চল্লিশ দিন পর্য্যন্ত ঐ বনের মধ্যে ফল মূল আহার করিয়া দিবা রাত্রি ঈশ্বরের নিকট আপনার অপরাধ মার্জ্জনার প্রার্থনা করিয়া রোদন করিতে লাগিল। এখানে যখন প্রধানেরা দুইতিন দিবস গতে হইল বাদসাহ আইলেন না তখন উজীর আমীর প্রভৃতি সকলে উদ্বিগ্ন হইয়া পরামর্শ করিয়া যেই দৈত্য বাধ্য ছিল তাহারদিগকে ডাকাইয়া বাদসাহের অন্বেষণে করিতে আজ্ঞা করিলেন। তাহারা নানা দেশ দেশান্তরীয় বন, পাহাড় পর্ব্বত, নদ, নদী প্রভৃতি স্থানেই ভ্রমণ করিয়া বাদসাহের অনুসন্ধান নাপাইয়া ফিরিয়া আইল, কিন্তু তন্মধ্যের একজন আইলনা; তাহারা তখন সকলে এই সমাচার রোস্তমকে লিখিয়া পাঠাইল। রোস্তম পত্র পাইয়া অত্যন্ত ভাবিত হইয়া ইরানে আইল; সেই সময়ে ঐ দৈত্য আসিয়া কহিল যে কাউছ বাদসাহ চিন দেশের এক বনের মধ্যে পড়িয়াছিলেন মরেন নাই জীবদ্দশায় আছেন। ইহা শুনিয়া কুথক গুলাবি অশ্বারোহি সেনা ঐ দৈত্যের সঙ্গে দিয়া

চিন, দেশ হইতে বাদসাহকে ইরানে আনিয়া তক্তে বসাইলেন রোস্তম কাউছকে বিস্তর ভৎর্সনা করিয়া কহিল যে সমুদয় পৃথিবী তুমি বাহুবলে জয় করিয়া শাসিত করিয়াছ এই নিমিত্তে স্বর্গ শাসিত করিতে গিয়াছিলা; কাউছ অতিশয় লজ্জিত হইয়া রোস্তমকে সন্তুষ্ট করিয়া জাবলস্তানে বিদায় করিল আর আপনি তক্তে বসিয়া উজির আমিরদিগের পরামর্শ ক্রমে প্রজাদিগের প্রতি সুবিচার দ্বারা প্রতিপালন করিতে লাগিল এবং অনেক দান করাতে ফরেদূ অপেক্ষা কাউছের সুখ্যাতি হইল

রোস্তমের পুত্র ছোরাবের বিবরণ ॥

রোস্তম কোন সময়ে একদিন অশ্বারূঢ় হইয়া মৃগয়া করিতে তুরানের অন্তপাতি ছমনগান দেশের নিকটস্থ একবনে একাকি প্রবেশ করত একটা গোরখর শীকার করিয়া কাবব করত আহার করিয়া ঘোটককে মাঠে ছাড়িয়া আপনি এক বৃক্ষের ছায়ায় শয়ন করিল। কিছুকাল পরে সেই দেশের কয়েকজন সেনাপতি ঐ স্থানে শীকার করিতে আসিয়া রোস্তমের ঘোটক চরে চরিতেছে তাহা দেখিয়া তাহার নিকটে গিয়া কমন্দ ফেলিয়া ধৃতকরিল; কিন্তু ঘোটক পদাঘাতে তাহারদিগের দুইতিন জনকে গুরুতর আঘাত করিল কিন্তু তথাপি তাহারা ঐ অশ্বকে না ছাড়িয়া আর দুইতিন কমন্দ ফেলিয়া বান্ধিয়া লইয়া এক অশ্বিনীর সহিত সংগম করাইল। পরে রোস্তমের নিদ্রাভঙ্গ হইল চারিদিগে ঘোটকের অন্বেষন করিতে২ একস্থানে অনেক অশ্বের পদচিহ্ন ও রুধির দেখিয়া জানিল যে কেহ অশ্ব কে লইয়া গিয়াছে; তখন ঐ পদচিহ্ন লক্ষ করিয়া যাইতে যাইতে ছমনগান নগরের মধ্যে প্রবেশ করিল; তথাকার রক্ষকেরা রোস্ত-

মকে দেখিয়া তাহারদিগের বাদশাহকে জানাইল যে রোস্তম একাপদব্রজে আসিয়া নগর মধ্যে পৌছিয়াছে; বাদসাহ এই বাক্যশুনিয়া তৎক্ষনাৎ আপনিআমীরদিগেকে সঙ্গেলইয়াঅগ্রসর হইয়া রোস্তমের সহিত সাক্ষ্যাৎ করিয়া অনেক শিষ্টাচারি করিলেন। রোস্তম বাদশাহকে কহিল আমি শীকার করিতে আসিয়া ঘোটককে তৃণাহার করিতেদিয়া শয়নকরিয়াছিলাম তোমার নগরস্থ লোক আমার ঘোটক চুরিকরিয়া আনিয়াছে তাহারি পদচিহ্ন দৃষ্টে আমি এখানে আসিয়াছি আমার অশ্ব শীঘ্র আনিয়া দেও নতুবা আমি তোমার দেশনষ্টকরিব ২ বাদসাহ কহিল আপনি স্বাগত নাহইয়া অদ্য আমার বাটিতে বিশ্রাম কর আমি ঘোটক তত্তকরিয়া আনিয়া দিব ইহাকহিয়া তৎক্ষনাৎ নানাস্থানে ঘোটকের অন্বেষনে অনেকলোক পাঠাইল; রোস্তম তুষ্ট হইয়া তাহার বাটীতে আইল; পরেবাদশাহ নানা প্রকার আহারের দ্রব্য ও মদিরা আনাইয়া একত্রে বসিয়া আহারাদি করিল কথক রাত্রি পর্য্যন্ত নৃত্যগীত দ্বারা রোস্তমকেতুষ্ট করিয়া রাত্রি দুই প্রহরের সময়ে বাদসাহের অন্তঃপুরস্থ এক উত্তম স্থানে শয্যা প্রস্তুত করিয়া রোস্তমকে শয়ন করিতে আজ্ঞা করিলেন; রোস্তম তথায় শয়ন করিল তাহারিই কিঞ্চিৎ পরে এক বিদ্যুতাকার পরমাসুন্দরী যুবতী দুইদিগে দুইদাশি বাতি ধরিয়া ঐ গৃহে আসিয়া রোস্তমের শয্যোপরি বসিল; রোস্তম তাহাকে দেখিয়া বিষ্ময়াপন্ন হইয়া অনেক কাল পরে কহিল আপনি যুবতী কুলবতী বোধ হইতেছে আপনি কে এবং রাত্রিকালে একা অজ্ঞাত পুরুষের নিকটে কি নিমিত্তে আইলে তাহা বল ? তখন সেই যুবতী

কহিল আমি এই বাদশাহের কন্যা আমার নাম তহমিনা, আমি আপনকার গুনানুবাদ ও বীরত্ব শ্রবণ করিয়া আপনাকে বিবাহ করিব এই মানসে আপনাকে বহুদিবসাবধি মনেতে বরণ করিয়া আপনকার অন্যাসনে লোক রাখিয়াছিলাম, তাহারা আপনাকে একথা জানাইতে নাপারিয়া আপনকার অশ্ব ধৃত করিয়া আনিয়াছে বুঝি ঈশ্বর আমাকে অনুকূল হইয়া আপনাকে এখানে আনিয়াছেন যদি আপনার মতহয় তবে কন্য আমার পিতাকে জানাইয়া বিবাহ কর। রোস্তম ইহা শুনিয়া সম্মত হইয়া তহমিনাকে বিদায় করিয়া নিদ্রা গেল, প্রাতে গাত্রোত্থান করিয়া বাদশাহের কোন সভাসদকে ডাকাইয়া রাত্রের বিবরণ কহিয়া বাদশাহকে জানাইতে কহিল, বাদশাহ শুনিয়া তুষ্ট হইয়া রোস্তমের সঙ্গে আপন কন্যা তহমিনার বিবাহ দিলেন। রোস্তম কিছুদিন সেইস্থানে অধিকবাস করিল তহমিনার গর্ভ প্রকাশ হইলে আপন চিহ্নিত অঙ্গুরী ও আরং অনেক রত্নালঙ্কার আপনার চিহ্নযুক্ত তহমিনাকে দিয়া কহিল যদি পুত্র হয় তবে উপযুক্ত হইলে আমার সচিহ্ন অঙ্গুরী যাহা তোমাকে দিতেছি ঐ পুত্রের হস্তেদিয়া আমার নিকট পাঠাইবা, আর যদি কন্যা হয় তবে সুপাত্র দেখিয়া বিবাহ দিবা, তহমিনাকে ইহা কহিয়া বাদশাহের নিকট বিদায় হইয়া আপনার দেশে আইল। কিছু দিন পরে তহমিনার এক পুত্র সন্তান হইল ক্রমে ঐ পুত্র নয় দশ বৎসরের হইল তখন তাহার সম বয়স্ক বালকেরা দূরে থাকুক যুবাপুরুষেরাও তাহার পরাক্রমে স্থির হইতে পারিতনা,

তাহার নাম বাদসাহ ছোহরাব রাখিলেন। এক দিবস ছোহরাব আপন মাতা তহমিনাকে কহিল আমার পিতা কে; তাহার নাম কি, এবং কোথায় আছেন, তাহা বিস্তারিত করিয়া আমাকে বল? সে কহিল তোমার পিতার নাম রোস্তম জাবলস্তানে তাহার বাটি এবং জাল প্রভৃতি সকলের বৃত্তান্ত বিস্তারিত রূপে ছোহরাবকে কহিলে ছোহরাব কহিল আমার পিতাকে দেখিতে বাঞ্ছা হইয়াছে আমি তাঁহাকে পত্র লিখিয়া পাঠাই তিনি তাহার উত্তর যেমত লেখেন সেই মত করিব। তহমিনা কহিল এমত অন্তঃকরণে কখন করিবনা তোমার পিতা শুনিবা মাত্র এখান হইতে তোমাকে লইয়া জাইবেক; আমি তোমায় না দেখিয়া কান্দিয়া ২ প্রাণত্যাগ করিব। রোস্তম এই দশ বার বৎসরের মধ্যে তিন চারি বার নানা প্রকার দ্রব্য অলঙ্কার বস্ত্র ও পত্রাদি লিখিয়াছিলেন যে কি সন্তান হইয়াছে, পরন্তু আমি তাহা গোপন করিয়াছি কারণ পুত্র হইয়াছে শুনিলে লইয়া জাইবে এই ভয় প্রযুক্ত পুনঃ পুনঃ কন্যা হইয়াছে উত্তর লিখিয়া রোস্তমের নিকট পাঠাইয়াছি এ নিমিত্তে রোস্তম মনযোগ করিত না; পরে তহমিনা ছোহরাবকে কহিল তুমি রোস্তমের পুত্র এ কথা প্রকাশ করিবানা যেহেতু আফরাছিয়াব বাদসাহ রোস্তমের শত্রু সে শুনিতে পাইলে তোমাকে ধৃত করিয়া লইয়া যাইবেক ছোহরাব কহিল আমি আপন পিতার নাম কখন গোপন করিবনা এবং তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে জাইব ইহা শুনিয়া তহমিনা [illegible] বিস্তর নিষেধ করিল কোনমতে শুনিলনা ॥

ছোহরাবের ইরানের যুদ্ধে যাত্রা ও মৃত্যু ॥

ছোহরাব আপন মাতাকে কহিল আমাকে উত্তম এক ঘোটক আনাইয়া দেও তখন রোস্তমের ঘোটকের বৎস আনাইয়া দিল, তাহা দেখিয়া তুষ্ট হইয়া আপন মনোমত অস্ত্র শস্ত্র প্রস্তুত করিয়া আপনার মাতামহের সেনা ও আর কথক গুলীন সেনা সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিল যে কাউছ বাদসাহের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইব; আপন মাতাকে কহিল যে আমি কাউছ ও আফরাছিয়াব দুই বাদসাহকে রণে হত করিয়া রোস্তমকে বাদসাহ করিয়া তক্তে বসাইব, ইহা শুনিয়া তাহার মাতা কহিল তুমি এমত বাঞ্ছা কখন করিবানা, আর ইরানে কাউছ বাদসাহেরসহিত যুদ্ধ করিলে রোস্তম কাউছের পুরুষানুক্রমের প্রতিপালিত আশ্রিত এবং ইরানেরসেনাপতি সে অবস্য যুদ্ধ করিবে, তবে তোমার অদৃষ্টে কি ঘটনা ঘটে তাহা আমি কহিতে পারিনা; তুমি আমার বাক্য হেলন করিও না ছোহরাব তাহা কোন মতে গ্রাহ্য নাকরিয়া ইরানে যাইবার আয়োজন করিতে প্রধানদিগেকে আজ্ঞা করিল ।

এই জনরব আফরাছিয়াব শ্রবণ করত আনন্দিত হইয়া আপনার দুইজনপ্রধান সেনাপতি বারমান ও হোমান এই দুই জনকে অনেক সেনা সমভিব্যাহারে ছোহরাবের নিকটে কহিয়া পাঠাইল যে কাউছ সাহ আমার সত্রু হয়; আমি এ যুদ্ধে তোমার সর্ব্ব প্রকারে সাহায্য করিব; ছোহরাব ইহা শুনিয়া তুষ্ট হইয়া সম্মত হইল । ঐ দুইজন সেনাপতি তথা হইতে তুরাণে আফরাছিয়াবকে জানাইলে তিনি তুষ্টহইয়া তাহার

দিগকে কহিলেন যে তোমরা এমত সতর্ক থাকিবা যে ইহারা পিতা পুত্র তাহা উভয়ে জানিতে নাপারে এবং উভয়ে যুদ্ধ করে; ছোহরাব যুবক রোস্তম বৃদ্ধ ছোহরাব যদি রোস্তমকে নষ্ট করে তখন তোমরা কোন কৌশলে ছোহরাবকে বধ করিবা। ইহারা দুইজন হত হইলে অনায়াসে ইরানদেশ আমি অধিকার করিতে পারিব, এই পরামর্শ স্থির করিয়া তাহারদিগেকে ছোহরাবের সহিত ইরানের যুদ্ধে পাঠাইল কয়েক দিবস পরে ইরান রাজ্য সীমানায় পৌঁছিল।

ছোহরাবের সহিত হজিরের যুদ্ধ॥

ইরানের রক্ষ্যার্থে সেইস্থানে এক দুর্গছিল তথায় কথক গুলীন সেনাসহিত হজির নামে একজন সেনাপতি রক্ষকরূপে থাকিত, যখন ছোহরাব সসৈন্যে ঐ স্থানে পৌঁছিল তখন হজির তাহা দেখিয়া সেনা সঙ্গে করিয়া পথ রুদ্ধ করিল, ইহা দেখিয়া ছোহরাব তাহার নিকট আসিয়া তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিল সে কহিল আমার নাম হজির ইরানের রক্ষক; যদি তুমি ইরানের মধ্যে প্রবেশ কর তবে এইক্ষণে তোমার মস্তক ছেদন করিব ইহা শুনিয়া ছোহরাব হাস্য করিতে লাগিল; হজির এক বরছি ছোহরাবের কটি দেশে বিদ্ধ করিয়া অনেক চেষ্টা করিল কোনমতে তাহাকে চালনা করিতে পারিল না; ছোহরাব তাহাকে বরছি বিদ্ধিয়া ঘোটক হইতে ভূমে ফেলিয়া বান্ধিয়া আপন সৈন্য মধ্যে লইয়া গেল; এই সম্বাদ দুর্গে পৌঁছিলে গোরদাফরিদ নামে কজ্দহম সেনাপতির কন্যা যুদ্ধের সজ্জা করিয়া ছোহরাবের সহিত যুদ্ধ করিতে আইল ছোহরাব তাহার সম্মুখে আইলে গোরদাফরিদ

কয়েকটা বরছির আঘাত করিলে ছোহরাব চালেতে আচ্ছাদন করিয়া তাহার কটিতে বরছি মারিয়া ঘোটক হইতে ভূমে পতিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল; তখন গোরদাফরিদ তলওয়ার বাহির করিয়া বরছি কাটিয়া পলায়ন করিল। ছোহরাব তাহার পশ্চাদ্ধাবমান হইয়া কমন্দ ফেলিয়া আকর্ষণ করাতে গোরদাফরিদ ঘোড়া হইতে ভূমে পড়িল; সেই আঘাতে তাহার মস্তকের খুদ (অর্থাৎ লোহার টুপি যুদ্ধের সময় মস্তকোপরি ধারণ করে) পড়িয়া গেলে তখন তাহার বেণী দৃষ্ট হইল, তদ্দৃষ্টে বুঝিল যে স্ত্রিলোক। ছোহরাব পরম সুন্দরি যুবতী দেখিয়া কামবাণে মত্তহইল গোরদাফরিদ কোনমতে তাহার হস্ত ছাড়াইতে অক্ষম হইয়া অনেক শপথ করিয়া কহিল আমাকে এক্ষণে ছাড়িয়া দেও আমি আপন পিতাকে জানাইয়া তাহার মত করিয়া তোমার নিকট রাত্রি কালে আসিব। ছোহরাব তাহার সত্যের প্রতি নির্ভর করিয়া ত্যাগ করিল; গোরদাফরিদ আপন পিতাকে সমুদয় বৃত্তান্ত জানাইয়া পরামর্শ করিল যে আর এস্থানে থাকা নহে ইহাই ভাবিয়া পলায়ন করিল।

কাজদহম কাউছশাহর নিকট ছোহরাবের বৃত্তান্ত কহিলে রোস্তমকে আনিতে লিখিলেন ।

রাত্র যোগে দুর্গের দ্বার বন্দকরিয়া কোন গোপনীয় পথ দিয়া কজদহম পলাইয়া কাউছ বাদশাহর নিকটগিয়া বৃত্তান্তকহিল যে তুরান হইতে একজন অল্প বয়স্ক বলবান্ ছোহরাব নামক আসিয়াছিল হজির তাহাকে না আসিতে দিবার মতলবে সেনা সহিত গিয়া পথ রুদ্ধ করিলে ছোহরাব তাহার সঙ্গে যুদ্ধ

কয়েদ ধৃত করিয়া রাখিয়াছে; আমরা তাহার যুদ্ধে অশেষ হই
য়া পলাইয়া আসিয়াছি। কাউছসাহ ইহা শুনিয়া ভীত হইয়া
তখনি একপত্র লিখিয়া গেওকে রোস্তমের নিকট পাঠাইলেন;
পত্রের বিবরণ এই ছোহরাব নামে একজন যোদ্ধা তুরান
হইতে সেনা সঙ্গে করিয়া এখানে যুদ্ধ করিতে আসিতেছে;
কজদহমের প্রমুখাত জ্ঞাতহইলাম যে হজিরকে বদ্ধকরিয়াছে
সে ব্যক্তি অতিশয় বলবান্ তাহার সম যোদ্ধা ইরানে কেহ
নাই অতএব আপনি পত্রপাঠ মাত্রেই শিঘ্র এখানে আসিবা
নচেত আমরা সকলে তাহার হস্তে নষ্ট হইব; ইরানের রক্ষক
তুমি তোমারই বাহুবলে আমার বাদসাহি জানিবা কোন
মতে বিলম্ব করিবানা; রোস্তম এইপত্র পাইয়া অনেক চিন্তা
করিয়া গেওকে ছোহরাবের আকার প্রকার ও কোথায় বাটী
ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিলেন সে কহিল কজদহমের প্রমখাত
শুনিয়াছি তোমার পিতামহ ছামের ন্যায় অবয়ব ইহাশুনিয়া
মনে ভাবিল বুঝি আমার সন্তান হইবেক; পরে কহিল ছমন
গান দেশের বাদসাহের কন্যা তহমিনা আমারস্ত্রি সে আমাকে
দুই তিনবার পত্র লিখিয়াছে যে তাহার এক কন্যা হইয়াছে
সে মিথ্যা কি নিমিত্তে লিখিবে পরে গেও কহিল বাদসাহ
আজ্ঞা করিয়াছেন যে তুমি রোস্তমকে পত্র দিয়া তৎক্ষণাত
তাহাকে সঙ্গে লইয়া বাহির হইবা সে স্থানে আহারাদি করি
বানা। রোস্তম কহিল এত ব্যস্ত হইবার বিশয় কি? গেও
আমাতে তুষ্টহইয়া নৃত্যগীত করিতে লাগিল তাহাতে সাতদিন
গত্যো হইলে পুনরায় গেওকহিল তত্রাপি আর দুইতিন দিবস
নৃত্যগীতাদিতে বিলম্ব করিয়া দশদিন পরে আপন ভাতা

অওয়ারাকে সসৈন্য সঙ্গেলইয়া ইরানে যাত্রা করিয়া রোস্তম কে সঙ্গেলইয়া গেও কাউছ শাহর নিকটে পৌছিল।

কাউছ সাহ অতি রাগত হইয়া সভাস্থ তাবৎ বলবান্‌দিগকে কহিলেন যে রোস্তম ও গেও আমার আজ্ঞা হেলন করিয়াছে ইহারদিগের দুইজনকে লইয়া শুলে দেও একথা শুনিয়া সকলে নিরব রহিল, পুনরায় কাউছ তুছকে কহিল শীঘ্র ইহারদিগের দুইজনকে শূলে দেও তুছ রাজাআজ্ঞানুসারে রোস্তমের হস্ত ধারণ করিল, রোস্তম রাগান্বিত হইয়া তুছের হস্ত নিক্ষেপ করিয়া কাউছকে কহিল তোর বুদ্ধি নাস হইয়াছে এখানে কাহার সাধ্য আছে যে আমাকে ধৃত করিতে পারে আমি তোকে তৃণবত্ জ্ঞান করি, আর তুছ প্রভৃতিকে মসকের ন্যায় এখনি মারিতে পারি কেবল আমার পূর্ব্বপুরুষ এইকয় বংশায় করেন্ বাদসাহর আশ্রিত ও প্রতিপালিত এই অনুরোধ মাত্র তোমার ভৃত্যনহি নতুবা যখন নওদরসাহ মনুচেহর বাদসাহর পুত্র দুরাত্মা হইয়া প্রজাদিগের পিডন করিয়াছিল সকলে তাহাকে অসন্তুষ্ট হইয়া শর্ম্ম২ বাদসাহকে ইরানে আসিয়া বাদসাহ হইতে লিখিয়াছিল; পরে আমার পিতামহ ছামকে নওদর নাহ এই সমাচার লিখিয়া ইরানে আসিতে লিখিলেন ছাম ঐ পত্র পাইয়া উদ্বিগ্ন হইয়া ইরানে আইলেন; তাহা দেখিয়া প্রধান সকলে ছামকে ইরানের বাদসাহ করিতে প্রার্থনা করিলেন, ছাম তাহা কোন মতে শীকার নাকরিয়া সকলকে বুঝাইয়া এবং নওদরকে হিতোপদেশ কহিয়া স্থির করিয়া তাহাকেই বাদসাহ রাখিল। এইমত অনেক ভৎর্সনা করিয়া বাহির হইয়া গেল। পরে সভাস্থ, প্রধান সেনাপতি,

আমির, উজির, সকলে কাউছসাহকে বুঝাইলেন যে এক্ষণে সত্র আসিয়া দ্বারে উপস্থিত হইয়াছে এখন রোস্তমের সহিত অকৌসল করিলে তাহার সঙ্গে যুদ্ধ করে এমত ক্ষেমতা আর কাহার নাই, ছোহরাব আসিয়া একথা শুনিলে সর্ব্ব শুদ্ধবন্ধন করিয়া কিম্বা নষ্ট করিয়া রাজ্য অধিকৃত করিবেক, এ অতি অনুচিত কর্ম্ম করিয়াছেন, সকলের এই কথা শুনিয়া কাউছ লজ্জিত হইল কিন্তু ক্রোধবশত অনেক তর্জ্জন গর্জ্জন করিল শেষে গোদরজকে কহিল তুমিগিয়া রোস্তমকে সমাদর করিয়া ফিরাইয়া আন। গোদরজ রোস্তমের নিকটে গিয়া কহিল তুমিজান কাউছসাহ নির্ব্বোধ। বিজ্ঞলোকে কোনকথা কহিলে তাহা প্রথমত স্বাগত হইয়া গ্রাহ্য করেণা, পরিশেষে বিশেষ বুঝ হইলে লজ্জিত হইয়া তাহা করে; অতএব কাউছের কথায় তোমার ক্রোধ করা অনোচিত। আর দ্বিতিয়ত যদি কাউছের প্রতি ক্রোধ করিয়া নিজালয়ে গমনকর তবে তুরানিরা আসিয়া সমুদয় ইরানিরদিগের বিনাশ করত সমভূমি করিবে, অতএব আপনার জাতি কুটম্ব বন্ধু বান্ধব আত্মীয় সনের প্রতি দয়াবান হইয়া রাগ ত্যাগ করিয়া ফিরিয়া আইস। ত্রিতিয়ত যদি আপনি ক্রোধ করিয়া জান তবে সকলে কহিবে যে ছোহরাবের ভয়ে ভীত হইয়া পলাইয়া গেল, এই কথা শুনিয়া ক্ষণেকাল মৌনথাকিয়া পরে গোদরজের সঙ্গে কাউছের নিকটে আইল, কাউছ রোস্তমকে দেখিয়া তক্ত হইতে উঠীয়া বিস্তর সমাদর করিয়া কহিলেন তুমি জান হটাৎ আমার রাগ উপস্থিতহয় সে আমারস্বভাব ঈশ্বর করিয়াছেন, তাহাতে তোমার ক্রোধ অনোচিত, অতএব আমি মাটি খাইয়া যেমত কহিয়াছি

তাহার উচিত যাহা হয় তাহা করহ। রোস্তম কাউছ সাহকে ছেলাম করিয়া কহিলেন এ নৃত্যকে কিনিমিত্তে ডাকিতে পাঠাইয়াছিলেন তাহা আজ্ঞা করুণ, বাদসাহ কহিলেন অদ্য সভা করিয়া অহ্লাদ কর কল্য উপস্থিত মতে যাহাহয় করা যাইবেক পর দিবস অনেক সেনা সঙ্গেদিয়া রোস্তমকে ছোহরাবের যুদ্ধে পাঠাইলেন; এবং কাউছ সাহ আরং সেনাপতি ও সেনা সঙ্গেলইয়া রোস্তমের পশ্চাতে আসিয়া সেই দুর্গের নিকটস্থ মাঠে শিবির করিলেন ॥

ছোহরাব হজির দ্বারা রোস্তমের অনুসন্ধান লওন ও হজির তাহা ব্যক্ত নাকরণের বিবরণ ॥

ছোহরাব দুর্গহইতে সৈন্য দেখিয়া হোমানকে ডাকিয়া কহিল দেখ অনেক সৈন্য এই দুর্গ সর্ম্মুখস্থ মাঠে আসিয়াছে হোমান তদ্দর্শনে ভীত হইল; ছোহরাব কহিল এখন ভয় করিলে কি হইবে ঈশ্বরের মনে জাহা আছে তাহাই হইবে। শত্রু দেখিয়া ভয় করা বিরের ধর্ম্ম নহে, পরে রাত্রি হইলে আহার নিদ্রার চেষ্টায় সকলে ব্যস্তরহিল, রোস্তম অতি গোপনে সামান্য লোকের ন্যায় বস্ত্র পরিধান করিয়া বিপক্ষের সৈন্যমধ্যে কোনছলক্রমে প্রবেশ করিয়া দেখিল এক শিবির মধ্যে একতক্তে ছোহরাব বসিয়াছে আর২ প্রধানেরা চতুর্দিগে বসিয়া মদ্যপান করিতেছে; রোস্তম এক পার্শ্বে লুকায়িত হইয়া দেখিতেছে, এই সময়ে জন্দানামে একজন সেনাপতি কোন কর্ম্মের নিমিত্ত্য সভাহইতে উঠিয়া বাহিরে যাইতে

দেখিল একজন পথের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে তাহাকে কহিল কে তুমি? রোস্তম তাহার স্কন্দে এক মুষ্টী প্রহার করিয়া সেখান হইতে বাহির হইয়া কাউছের নিকটে আসিয়া ছোহরাবের অনেক প্রসংশা করিল; ওখান হইতে রোস্তম আইলে আর একজন সেইপথে জাইতেছিল দেখিল একজন মনুষ্য পড়িয়া রহিয়াছে অনেক ডাকিল সে উত্তর করিলনা পরে হাতদিয়া নাড়িল তাহাতে ও চেতনা হইলনা তখন আলোক আনিয়া দেখিল যে জন্দানামক সেনাপতি মরিয়া পড়িয়া রহিয়াছে সে তৎখনাত ছোহরাবকে জানাইল, ছোহরাব আসিয়া দেখিয়া ভাবিতহইয়া কহিল বিপক্ষের দলহইতে কেহ আসিয়া ইহাকে নষ্ট করিয়া গিয়াছে, অতএব ইহার পরিবর্ত্তে কল্য ইরানি দিগের কোন প্রধান ব্যক্তিকে অবস্য আমি বধ করিব; ইহা কহিয়া আপন শিবিরে গিয়া সয়ন করিল। প্রাতে ছোহরাব উঠিয়া হজিরকে সঙ্গেলইয়া দুর্গের প্রশাদউপর উত্থিত হইয়া তাহাকে অভয়প্রদান করিয়া কহিল আমি তোমাকে যেং কথা জিজ্ঞাসা করিব তুমি যদ্যপি সত্য ও প্রকৃত উত্তর কর তবে তোমাকে কারাগার হইতে মুক্ত করিব, এই ব্যাঘ্র চর্ম্মের ন্যায় শিবির জাহার নিকট অনেক হস্তি আছে এ কাহার? হজির কহিল এ কাউছ বাদসহর শিবির। তাহার দক্ষিণদিগে কাহার শিবির? কহিল তুছ ও নওদরের। রক্তবর্ণ শিবির কাহার? কহিল গোদ-রজের। হরিৎ বর্ণের শিবির জাহার মধ্যে এক তক্ত ও সম্মুখে এক ধ্বজা পোখিত আছে এ কাহার শিবির? হজির মনে করিল যদি প্রকৃত বাক্য কহি আর ছোহরাব এখনি

জায় আর রোস্তম অসাবধানে থাকে তবে অনায়াসেই নষ্ট করিবে তবেই ইরান দেশ সমভূম করিবে, অতএব রোস্তমের শিবির কিম্বা রোস্তমকে দেখাইবনা এইমানস করিয়া কহিল খাকানচিন অর্থাৎ চিনের বাদসাহ একজন প্রধান সেনাপতিকে কাউছের সাহর্য্যে পাঠাইয়াছে, তাহারই শিবির এই ছোহরাব কহিল উহার নাম কি? হজির কহিল জ্ঞাতনহি। পরে ছোহরাব কহিল আমার মাতা রোস্তমের যেং চিহ্ন সকল কহিয়াছিলেন তাহা সমুদয় এই শিবিরে দেখিতেছি বোধ হয় এই রোস্তমের শিবির, হজির কহিল রোস্তমের শিবিরাকৃতি বটে কিন্তু এ চিনের সেনাপতির শিবির। ছোহরাব কহিল তবে রোস্তমের শিবির কোথায়? হজির কহিল রোস্তম জাবল হইতে বুঝি এখন পর্য্যন্ত আসিয়া পৌছেনাই ইহা শুনিয়া ভাবিত হইল, আর আসন্নকাল উপস্থিত প্রযুক্ত তাহার মাতা রোস্তমের যে সকল চিহ্ন কহিয়া দিয়াছিল তাহা সমুদয় প্রত্যক্ষ দেখিয়াও বিশ্বাস হইলনা, পুনরায় হজিরকে বিস্তর স্তুতি ও বিনয় পূর্ব্বক কহিল রোস্তমের শিবির আমাকে দেখাইয়া দেও তোমাকে তুষ্ট করিব; আমার বোধ হয় যে এই রোস্তমের শিবির সে কহিল রোস্তমের তাম্বু হইতে অভেদ কিন্তু সে আইসে নাই। আর কহিস রোস্তমের সম যোদ্ধা এখানে কে আছে যে সে যুদ্ধ করিতে আসিবে এই নিমিত্ত্য কহিতেছি সে আইসে নাই, ইহা শুনিয়া ছোহরাব কহিল যে তুই রোস্তমের প্রশংসা আমার নিকটে করিস না আমি তাহাকে দেখিতে পাইলে ধরিয়া আনিব, তখন হজির মনে করিল আমি যাহা মনে ভাবিয়াছি যদি রোস্তম এবং তাহার শিবির ইহাকে দেখাইতাম তবে অধুনা রোস্তম

কে নষ্ট করিত, পুনরায় হজিরকে অধিক তাড়না করিয়া ও ভয় প্রদর্শণ করাইয়া কহিল যদি রোস্তমের শিবির আমাকে নাদেখাও তবে এখনি তোমার মস্তক ছেদন করিব। হজির মনে ভাবিল আমি সামান্য লোক মরিলেও ক্ষতিনাই; আমি এক প্রকার মরিয়াআছি, ইহারসঙ্গেযুদ্ধ করিয়া বদ্ধহইয়াছি আমাকে কখন ও ছাড়িবেকনা রোস্তমকে দেখাইলে এখনি গিয়া মারিবে তবে কাউছসাহ ও আর ২ সকলকে বিনাশ করত ইরান দেশ অধিকার করিবে তবে প্রাণের আশার ভরসা আর নাই; আমি তো মরিয়াছি এইস্থির করিয়া কহিল রোস্তম আইসে নাই আমি কিপ্রকারে তাহার শিবির তোমাকে দেখাইয়া দিব তবে এই উপলক্ষ করিয়া আমাকে নষ্ট করিতেহয় কর তখনছোহরাব রোস্তমের চিহ্ন নাপাইয়া নিরানাহইয়া দুর্গাপরিহইতে নিম্নে আসিয়া যুদ্ধসজ্জা করিয়া সেনা সমিব্যাহারে যুদ্ধ করিতে রণস্থলে আসিয়া উচ্চস্বরে কহিল আমি গতো রাত্রে সপথ করিয়াছি যে জন্দা সেনাপতির পরিবর্ত্তে কাউছ সাহের মস্তক ছেদন করিব। যদি কাউছের ক্ষমতা থাকে আমার সহিত আসিয়া যুদ্ধ করুক। ছোহরাবকে দেখিয়া সমস্ত সেনার এমত ভয়হইল যে কেহ তাহার সমুখে আসিতে পারিলনা, পুনর্ব্বার ছোহরাব কহিল ওহে কাউছ ব্যাঘ্র দেখিয়া শৃগালের ন্যায় ভয়ে লুক্কায়িত হইলে এইমুখে ইরানের বাদশাহি কর ওহে কাউছ একবার আমার সহিত যুদ্ধ কর ॥

রোস্তমের সহিত ছোহরাবের প্রথম যুদ্ধ ॥

তখন কাউছসাহ প্রধান সেনাপতিদিগে কহিলেন কেহ গিয়া রোস্তমকে কহ যে তুরানি যোদ্ধাকে দেখিয়া সকলসেনা

ভীত হইয়াছে। রোস্তম ইহা শুনিয়া ঈশ্বর স্মরণ পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে ছোহরাবের সম্মুখে গেল, ছোহরাব কহিল তোমায় আমায় উভয়ে কিঞ্চিৎদূরে গমন করিয়া যুদ্ধ করি, রোস্তম তাহা স্বীকারকরিয়া দুইজনে এক পার্শ্বে গেল, তখন ছোহরাব কহিল তুমি বৃদ্ধ আমার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে অসক্ত হইবে কেবল প্রাণ দিতে আসিয়াছ। ইহা শুনিয়া রোস্তম কহিল তুমি বালক যোদ্ধাদিগের যুদ্ধ কখন দেখনাই, আমি দেও রুকেন্দ্রকৌসৈন্য সহিত একা বিনাশকরিয়াছি; এবংসিংহ ব্যাঘ্র অজাগর প্রভৃতি অনেক আমি মারিয়াছি তোমাকেঅতি বালক দেখিয়া আমার স্নেহ হইতেছে, আমার বাঞ্ছা হয়না যে তোমার কোমল গাত্রে আঘাত করি। এই কথা শুনিয়া ছোহরাব কহিল তুমি বুঝি রোস্তম? রোস্তম কহিল আমি তাহার দাস, তখন ছোহরাব নিরাশা হইয়া উভয়ে বরছি লইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া কিয়ৎকাল দুইজনে ঘোরতর যুদ্ধ করিলেন তাহাতে কাহার কিছুই হইলনা, তৎপরে অস্ত্রযুদ্ধ তদনন্তর গদাযুদ্ধ করিতে ২ গদা সকল বক্র হইল কাহারও শরীরে আঘাত হইলনা, তখনউভয়ে শ্রান্তহইয়া কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম করিলেন। রোস্তম মনোমধ্যে বিবেচনা করিলেন যে আমি দৈত্য প্রভৃতি অনেকের সঙ্গেযুদ্ধ করিয়াছি কিন্তু এমত বলবন্ত কখন দেখিনাই, এই সময়ে ছোহরাব আসিয়া কহিল কতক্ষণ বিরাম করিবে উঠ বিরের ন্যায় যুদ্ধ করি, পরে দুইজনে তীরের যুদ্ধ করিলেন; উভয়ের তূণ শূন্য হইল তখন উভয়ের কটি বন্দ উভয়ে ধারণ করিয়া বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিতে লাগিলেন কিন্তু কেহ কাহাকেও চালনা করিতে

পারিলনা এই অবসরে ছোহরাব এক গদা রোস্তমের মস্তকে মারিল তাহাতে রোস্তমের কিছু বেদনা বোধ হইল, ছোহরাব কহিল ওহে বীর তুমি দৈত্যাদি অনেককে মারিয়াছ; আমার এক গদার আঘাত সহিতে অশক্ত হইলে ?

রোস্তম কহিল অদ্য বেলা অবসান হইল কল্য তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করিব। ছোহরাব কহিল অদ্য প্রস্থান কর কিন্তু আমি কাউছের সৈন্য মধ্যে যুদ্ধকরিতে চলিলাম ইহা কহিয়া সেই দিগে চলিল, এবং রোস্তমও তুরানের সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া যুদ্ধকরিতে আরম্ভকরিল; দুই দলের সৈন্য ইহাদিগে যুদ্ধে অস্থির হইয়া পলাইল তখন রোস্তম মনো মধ্যে চিন্তা করিল যে ছোহরাব অতি বলবান্ যদি কাউছকে ধৃত করে অতএব, আমার এখানে থাকা অকর্ত্তব্য, পরে সেখান হইতে কাউছের নিকটে আসিয়া দেখিল অনেক সেনা হত হইয়াছে তাহা দেখিয়া ছোহরাবকে কহিল যদি রাত্রে যুদ্ধ করিতে ক্ষেন্ত হও ভাল নতুবা আমারসহিত যুদ্ধকর উভয়েই ক্লান্তহইয়াছিল ইহা শ্রবণে ক্ষান্তহইয়া আপন২ শিবিরে গমন করিল, কথক রাত্রি গতো হইলে কাউছ রোস্তমকে ডাকাইয়া যুদ্ধের বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলেন, রোস্তম কহিল একাল পর্য্যন্ত অনেক যুদ্ধ করিয়াছি কিন্তু এই বালকের মত বলবান্ কোন যোদ্ধা সে দেখিনাই, ঈশ্বর উহার শরির প্রস্তর কি লৌহ দ্বারা নির্ম্মান করিয়াছেন তাহা বলিতে পারিনা, আমি তলওয়ার, তীর; বর্ষছি, ও গদা প্রভৃতি অস্ত্র দ্বারা বিধিমতে যুদ্ধ করিয়াছি কিছুই করিতে পারিনাই, পরমেশ্বর কল্য যুদ্ধে কি ঘটান তাহা বলিতে পারিনা। ইহা শুনিয়া রোস্তমকে অনেক আশা ভরসা

দিয়া কহিলেন তোমার কোন চিন্তানাই পরে রোস্তম আপন শিবিরে আসিয়া আপন ভ্রাতা জওয়ারাকে কহিল এ যোদ্ধাকে অদ্য বিধিমতে বুঝিয়াছি আমাহইতে বলবান্ কল্যযুদ্ধে ঈশ্বর ইচ্ছায় যদি বিপরীত হয় তবে তুমি ইহার সঙ্গে যুদ্ধ নাকরিয়া আপন দেশ জাবলে যাত্রা করিবা যদি ঈশ্বর মতা স্তর করেণ তবে ইরানে ওতুরানে এমত যোদ্ধা কেহ নাই যে ইহাকে পরাজয় করে: ওখানে ছোহরাব আপন শিবিরেগিয়া হোমানকে ডাকিয়া কহিল এই বৃদ্ধ যোদ্ধা যাহার সঙ্গেআমি অদ্য যুদ্ধ করিয়াছি আমার বোধ হয় এই রোস্তম; আমার মাতা রোস্তমের যে২ চিহ্ন কহিয়াছিলেন সে সকল চিহ্ন এই পুরুষ দেখিতেছি বোধ করি আমারি পিতা ইনি হইবেন; হোমান কহিল আমি তাহাকে উত্তম রূপে জানি অনেকবার দেখিয়াছি এ রোস্তম নহে ॥

রোস্তমের ছোহরাবের যুদ্ধ ॥

পর দিবস প্রাতে দুইজনে রণস্থলে একত্র হইলেন ছোহরাবের মন রোস্তমকে দেখিয়া তাহার মাতা যে২ চিহ্ন রোস্তমের কহিয়াছিল তাহা স্মরণ করিয়া চঞ্চল চিত্ত হইয়া প্রণয় করিবার বাঞ্ছা হইল, তখন ছোহরাব হাস্য করিয়া রোস্তমকে কহিল রাত্রে কেমন ছিলে আর অদ্য যুদ্ধ বিষয়ে কি বিবচনা করিতেছ আমার মানস তোমায় আমায় প্রীতিকরি আর উভয়ে অস্ত্র সস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া একত্র বসিয়া মদ্য পান করি আর ২ সেনাদিগের ও সেনাপতিদিগের যুদ্ধের বাঞ্ছা থাকে উভয় দলে যুদ্ধ করুক আমরা কৌতুক দেখি আর আপনকার নাম অনেককে জিজ্ঞাসা করিলাম কেহ কহি

লনা আপুনি আপন নাম অনুগ্রহ করিয়া আমাকে কহ, আমি অনুভাবে অনুমান করিতেছি আপনি রোস্তম হইবেন ॥

রোস্তম সন্দেহ করিল যে এবালক ইহার কথায় বিশ্বাস করিলে পাছে বিপরীত হয় এই সন্দেহ প্রযুক্ত প্রণয়ের কোন প্রসঙ্গ না করিয়া কহিল কল্য দুইজনে মল্লযুদ্ধ করিবার কথাছিল অদ্য নূতন প্রসঙ্গ উপস্থিত করিতেছ এ বীরের ধর্ম্ম নহে, আর আমি তোমার মত বালক নহি যদি প্রণয় করিতে বাঞ্ছা থাকে তবে রিতি মত বাদসাহকে জ্ঞাপন কর যেমত আজ্ঞা করিবেন তাহাই শিরধার্য্য করিব আমি দাস বিনা আজ্ঞায় সন্ধি করিতে পারিবনা যদি সন্ধির মানস হইয়া থাকে তবে কাউছ সাহর নিকটে দূত প্রেরণ কর কিম্বা আমিগিয়া জানাইয়া আসি নতুবা যুদ্ধ করিতে আসিয়াছি যুদ্ধ কর, ছোহরাবের মৃত্যু উপস্থিত এ নিমিত্ত্যে মাতৃ উপদেশ ও তাহার কথিক চিহ্ন সকল প্রত্যক্ষ দেখিয়াও ভ্রম উপস্থিত হইল, তখন অশ্ব হইতে নামিয়া উভয়ে মল্ল যুদ্ধ আরম্ভ করিল, কিয়ৎকাল যুদ্ধ করিতে ২ ছোহরাব বলপূর্ব্বক রোস্তমের কোটির বন্দ ধরিয়া শুন্যে তুলিয়া ভুমেনিক্ষেপ করিয়াতাহার বক্ষস্থলে বসিয়া খঞ্জর বাহির করিয়া বিনাশ করিতে উদ্যত হইল তখন রোস্তম কহিল যোদ্ধা দিগের এই নিয়ম আছে যে প্রথমবার মল্লযুদ্ধে পরাভব করিলে অতি শত্রু হইলেও তাহাকে প্রাণে নামারিয়া ছাড়িয়া দেয়, দ্বিতিয় বার পরাজয় করিলে তাহার মস্তক ছেদন করে; ছোহরাব রোস্তমের এই কথা শুনিয়া খঞ্জর রাখিয়া রোস্তমকে ছাড়িয়া দিল। বেলা

অবসান দেখিয়া উভয়ে আপন২ শিবিরে গেল; ছোহরাব আপন শিবিরে গিয়া হোমানকে যুদ্ধের সময় [illegible] কহিল সে শুনিয়া অতিখিদ্যমানহইয়া কহিল তুমি [illegible] বিশ্বাস করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছ এ [illegible] আর এবার যুদ্ধে তাহার হস্তে তোমার রক্ষা [illegible] সিংহকে বদ্ধ করিয়া ছাড়িলে এঅতি কুকর্ম্ম করিয়াছ; ছোহ্‌রাব কহিল আমি তাহার বল বিলক্ষণ রূপে বুঝিয়াছি কোন মতে আমি তাহাকে ভয় করিনা কল্য যুদ্ধে অক্লেশে আমি তাহাকে নষ্ট করিব। হোমান কহিল বিজ্ঞ লোকে শত্রুকে কখন অল্প জ্ঞান করেনা ও করিবেনা আপনি এ মন্দকর্ম্ম করিয়াছ অতএব এইক্ষণে ঈশ্বরের নিকটে এই প্রার্থনা করি যে তিনি তোমা ক রক্ষ্যা করুন। ওখানে রোস্তম আপন শিবিরে গিয়া শুচি হইয়া সমস্ত রাত্রি ঈশ্বরের নিকটে স্তব ও ভজন এবং রোদনকরিয়া কহিল হে পরমেশ্বর; আমাকে এমন বল প্রথমতঃ দিয়াছিলেন যে চলিবার সময়ে পৃথিবীতে আমার পা বসিয়া জাইত তন্নিমিত্তে আমি তোমার নিকটে কিঞ্চিৎ বল হ্রাস হইবার প্রার্থনা করিলে অনুগ্রহ করিয়া বল হ্রাস করিয়াছ কিন্তুএখন তোমার নিকটে পুনরায় এই প্রার্থনা যে আমাকে পূর্ব্বমত বলব ন্ করহ এইমত অনেকক্ষণ কান্দি তেং রোস্তম জানিতে পারিল যে ঈশ্বর কৃপা করিলেন।

রোস্তমের হস্তে ছোহরবের মৃত্যু ॥

পর দিন প্রাতে উঠিয়া যুদ্ধের সজ্জা করিয়া ও অস্ত্র শস্ত্র

লইয়া রণস্থলে গিয়া উপস্থিত হইল, ছোহরাব রোস্তমকে দেখিয়া তাহার নিকটে আসিয়া চিৎকার ধ্বনি করিয়া কহিল কল্য ব্যাঘ্রের মুখ হইতে প্রাণ লইয়া গিয়াছ অদ্য কি ভরসায় আমার সঙ্গে পুনরায় যুদ্ধ করিতে আসিয়াছ। রোস্তম কহিল ঈশ্বরের অনুগ্রহেতে আমি কখন পলায়ন করিনাই এবং প্রাণ থাকিতেও পালাইবনা, আর তাঁহারি কৃপায় সর্ব্বত্র জয়ি হইয়াছি অদ্য তিনি জয়যুক্ত করিবেন; ইহা কহিয়া দুইজন পুনর্ব্বার মল্লযুদ্ধ করিতে প্রবর্ত্ত হইল; কিয়ৎ কাল যুদ্ধকরিয়া রোস্তম চিৎকারধ্বনি করিয়া দুইহস্ত দ্বারা ছোহরাবের কোটিবন্ধ ধরিয়া শূন্যে তুলিয়া ভূমে নিক্ষেপ করিয়াতাহার বক্ষোপরি উত্থিত হইয়া খঞ্জরবাহির করিয়া ছোহরাবের বক্ষস্থলে মারিল তাহাতে তাহার হৃদয় বিদির্ণ হইল, তখন ছোহরাব অতি কাতর হইয়া আঃ শব্দ করিয়া কহিল এই খেদ আমার মনে থাকিল যে পিতার সঙ্গে সাক্ষ্যাত করিতে এখানে আসিয়াছিলাম তাহা নাহইয়া তোমার সহিত যুদ্ধ করিয়া প্রাণ দিলাম কিন্তু ইহার প্রতিফল আমার পিতা অবশ্য দিবেন তুমি যদি মৎস্য হইয়া সমুদ্রের মধ্যে প্রবেশ কর কিম্বা তারা হইয়া আকাশের তারার সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া থাক তথাপি আমার পিতা তোমাকে ছাড়িবেনা অবশ্য নষ্টকরিবেন। ইহা শুনিয়া রোস্তম কহিল তোমার পিতাকে তাহার নাম কি? ছোহরাব কহিল আমার পিতা রোস্তম মাতা তহমিনা ছমনগান দেশের বাদসাহার কন্যা; এই কথা শুনিবা মাত্র রোস্তম দশদিগ অন্ধকার দেখিয়া অজ্ঞান হইয়া ভূমে পড়িল; কিঞ্চিৎকাল পরে ছোহরাবকে কহিল রোস্তমের কোন চিহ্ন তোমার নিকটে

আছে আমারি নাম রোস্তম; ছোহরাব কহিল এ অতি আশ্চার্য্য পুনঃ পুনঃ আমি তোমার সঙ্গে পুণয় করিতে প্রার্থণা করিলাম কিন্তু তোমার স্নেহ কোনমতে আমার পুতি হইলনা, সে যাহা হউক এইক্ষণে সে সকল কথায় কোন পুয়োজন নাই, আমার সাঁজওয়া অর্থাৎ লৌহময় জামা খুলিয়া দেখ আমার মাতাকে রোস্তম তাঁহার সচিহ্ন যে মনি দিয়াছিলেন তাহাই আমার হস্তে বান্ধা আছে; আমার মাতা কহিয়াছিলেন এই মনি রোস্তমকে দেখাইলে সে তোমাকে যত্ন করিয়ে লইবেক, তখন তাহার সাঁজওয়া খুলিয়া আপন চিহ্নযুক্ত মনি দেখিয়া ভূমে পড়িয়া রোদন করিতে ২ কহিল হে পুত্র তুমি পিতার হস্তে প্রাণ ত্যাগ করিলে তোমায় ধন্য কিন্তু আমার মত দুর্ভাগ্য পিতা আর কে পৃথিবিতে আছে, আর কেব পৃথিবীতে আপন পুত্রকে নষ্ট করিয়াছে আমার আর বাঁচিবার কোন পুয়োজন নাই; তোমার সাক্ষাতে প্রাণ ত্যাগ করি। ইহা শ্রবণে ছোহরাব কহিল আমার অদৃষ্টে ঈশ্বর জাহা লিখিয়াছিলেন তাহা হইল এইক্ষণে তুমি আমার নিমিত্ত্যে প্রাণত্যাগ করিলে আমি বাঁচবনা; অতএব এমত কর্ম্ম করা অনোচিত অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত দুইজনে ভূমে পড়িয়া রহিল। কাউছের সেনাপতিরা দুইজন ভূমে পড়িয়া রহিয়াছে, দুরে হইতে দেখিয়া কাউছ সাহকে কহিল অনুমান হয় রোস্তম আমাদিগেকে ত্যাগ করিয়া স্বর্গ যাত্রা করিয়াছেন বুঝি ইরান দেশের এতদিনে দুর্ভাগ্য ঘটিল; কাউছ কহিলেন তোমরা অগ্রসার হইয়া তথ্য জানিয়া আইস, তৎক্ষণাৎ তাহারা নিকট আসিয়া দেখে যে রোস্তম ভূমে পড়িয়া রোদন করিতেছে আর ছোহরাব পড়িয়া আছে

ইহারা অনুমান্‌ করিল যে দুইজনেই গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে, কেহ কহিল কি হইয়াছে বল ? রোস্তম কহিল আমি আপনারপ্রাণে আপনি আঘাত করিয়াছি আর প্রাণ রাখিতে বাঞ্ছা নাই এইবৃদ্ধাবস্থায় ছোহরাব হেনবীর পুত্রকে আপন হস্তে নষ্ট করিয়াছি; জওয়ারা ইহা শুনিয়া রোদন করিতে ২ ভূমে পড়িল। রোস্তম ও সেনাপতি সকলে রোদন করিতে লাগিলেন; ছোহরাব তাহার দিগকে সান্তনা করিয়া কহিল আমার সঙ্গে তুরানের যে সকল সৈন্য আসিয়াছে তাহারদিগের প্রতি আর আঘাত করিও না এই ভিক্ষা আমাকে দেও তাহারা কেবল আমার ভরসায় আসিয়াছিল রোস্তম তাহা স্বীকার করিল পরে রোস্তম গোদরজকে কহিল তুমি কাউছের নিকট গিয়া আমার নাম করিয়া নোস দারু (কোন ঔষধ বিশেষ) তাহাতে অসাধ্য পিড়া আরোগ্য হয় কাউছসাহের নিকটে আছে তাহা আনয়ন কর যদি ছোহরাব আরোগ্যহয় তবে আমা অপেক্ষ্যা তাঁহার আজ্ঞাবত্ত হইয়া থাকিবেক।

গোদরজ আসিয়া কাউছসাহকে সমস্ত বিবরণ জানাইয়া নোস দারু চাহিল কাউছ কহিল নোস দারু দিলে ছোহরাব অবশ্য আরোগ্য হইবে ইহাতে কোন সন্দেহনাই তাহা আমি জানি, কিন্তু এই যুদ্ধের পূর্ব্বে রোস্তম আমাকে যত ভৎসনা ও দুর্ব্বাক্য কহিয়াছে তাহা তুমি সকলি জান তোমরা যাবৎ প্রধানেরা সেইখানে ছিলা কাহার সাধ্য হইলনা যে রোস্তমকে কেহ কিছু বল; আর ছোহরাব সকলের সাক্ষ্যাতে রণস্থলে প্রতিজ্ঞা করিয়া কহিয়াছিল যে তক্ত হইতে আমাকেউঠাইয়া বাদসাহি লইবে তাহাও শুনিয়াছি অতএব ইহারা পিতা

পুত্র একত্রহইলে আমাকে মারিবে কিম্বা কারাগারে বদ্ধ করিয়া আপনারা বাদসাহ হইবে; অতএব নোস দারু দেওয়া হইবে না। গোদরজ গিয়া রোস্তমকে কহিল আপনি না গেলে নোস দারু পাওয়া ভার রোস্তম কাউছের নিকট গমন করিল; তখন কাউছ নির্জ্জন স্থানে শয়ন করিয়াছিল রোস্তম সম্বাদ পাঠাইল কাউছ শুনিয়া তখনি বাহিরে আইলেন, এই সময়ে এক জন আসিয়া কহিল ছোহরাব প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে ইহা শুনিয়া রোস্তম রোদন করিতে২ তথায় গেল, কাউছসাহ তাহার সঙ্গে সেইখানে গিয়া দেখিল ছোহরাবের প্রাণ বায়ু নিঃসরণ হইয়াছে রোস্তমকে অনেক সান্তনা করিল; পরে ছোহরাবের মৃত্যুদেহ তাবুতের মধ্যে অর্থাৎ কাষ্ঠের সিন্ধুকে রাখিয়া পরে কাউছসাহকে কহিল যে তুরানের সেনার উপর ইরানিরা দৌরাত্ম্য না করে আপনি বারণ করহ, আর হোমানকে ডাকাইয়া সন্তোষ করিয়া আফরাছিয়াবের সঙ্গে ছোলে কর (অর্থাৎ সন্ধি) বাদসাহ তখনি হোমানকে ডাকাইয়া নানাবিধ তুষ্টজনক বাক্য কহিয়া বিদায় করিলেন। রোস্তম ছোহরাবের তাবুত লইয়া আপন দেশ ছয়স্তানে গেল; যখন বাটিতে পৌছিল জাল ও রোস্তমের মাতা প্রভৃতি সকলে শুনিয়া বিস্তর রোদন করিয়া ছোহরাবকে গোর দিয়া তাহার উপরে এক মসজিদের মত করিয়া যুদ্ধের বিবরণ সমস্ত লিখিয়া রাখিল। হোমান তুরানে পৌছিলে ছোহরাবের মৃত্যুসম্বাদ তাহার মাতা শুনিয়া অগ্নি কুণ্ড করিয়া তাহাতে ঝাঁপ দিল তাহার আত্মিয়েরা ধরিয়া তুলিল ও অনেক চিকিৎসা করিল কিন্তু এক বৎসর পিড়ীতা থাকিয়া ছোহরাব ছোহরাব বলিয়া প্রাণত্যাগ করিল ॥

মতান্তর ছোহরাবের মাতার বিবরণ ॥

তহমিনা ছোহরাবের মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া শোকে ও রাগে পরিপূর্ণা হইয়া আপন পিতাকে কহিল তুমি আপন সেনা লইয়া জাবলস্তানে গিয়া রোস্তমের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তাহার মস্তক ছেদন করিয়া আন, সে কহিল রোস্তমের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার ক্ষেমতা আমার নাই; ইহা শুনিয়া তহমিনা ছোহরাবের সেনাদিগে সঙ্গে করিয়া আপনি জাবলস্তানে গেল যখন নিকট পৌছিল তখন জাল ও রোস্তম এই কথা শুনিয়া অতি ভাবিত হইল, রোস্তম অত্যন্ত শোকাকুল ছিল কিছু না কহিয়া গৃহে থাকিল, জাল রুদাবাকে সঙ্গে লইয়া অগ্রসর আসিয়া তহমিনার সঙ্গে সাক্ষ্যাত করিয়া অনেক হিতোপদেশ বুঝাইয়া ঘরে লইতে জাইতে চাহিলেন তাহা কোন প্রকারে না গিয়া ছোহরাবের গোরস্থানে একমাস থাকিল; পরে রোস্তমের মাতা রুদাবা ও জাল অনেক বুঝাইয়া তাহাকে ঘরে লইয়া রোস্তমের সঙ্গে সাক্ষ্যাত করাইয়া উভয়ে মিল ও পৃতি করিয়া দিলেন কিছুদিন পরে তহমিনার আর এক পুত্র সন্তান হইল তাহারনাম ফরামোরজ রাখিলেন ॥

ছিয়াওস নামে কাউছ বাদসাহের এক পুত্র হয় তাহার বিবরণ ॥

ইরানের দুই প্রধান সেনাপতি তুছ ও গেও একত্রিত হইয়া অহছন নামে সমুদ্রতুল্য এক নদী তর্ত্তীরে নিবীড বন ছিল সেইস্থানে শীকার করিতে গেলে, কিছুদিন সেইস্থানে থাকিয়া শীকার করিল একদিবস এক বনের নিকটে এক পরমাসুন্দরী যুবতী অলঙ্কার বস্ত্রে ভূষিতা দুইজনে দেখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা

করিল তুমিকে কোথা হইতে কিনিমিত্তে এই বন মধ্যে আইলে? সে কহিল করসেওজ নামে ফরেদুর বংসোদ্ভব বলগার দেশের বাদসাহর কন্যা আমি আমাকে বিবাহ করিতে অনেক বাদসাহ প্রার্থনা করিয়াছিল কিন্তু আমি পিতাকে কহিলাম যে এইক্ষণে বিবাহ করিবনা; এই কথা শুনিয়া আমার পিতা রাগত হইয়া আমাকে অনেক প্রহার করিয়া পরে বধ করণে উদ্যত হইলে আমি প্রাণের ভয়ে পলাইয়া এইবনে আসিয়াছি বোধ হয় আমার পিতা আমার অন্বেষণে লোকপাঠাইয়া থাকিবেন তুছ ও গেও ইহা শুনিয়া তাহাকে সঙ্গেলইয়া আপনাদিগের শিবিরে আনিয়া উভয়েই তাহার গ্রাহক হইয়া কলহ হইল তুছ কহিল আমি আনিয়াছি আমি লইব, গেও কহিল প্রথমত আমি দেখিয়াছি আমি লইব, এইরূপে পরস্পর উভয়ে বিবাদ হইয়া দুইজনে কহিলেন এই যুবতীর নিমিত্ত্যে মিত্র বিচ্ছেদ করা অকর্ত্তব্যকর্ম্ম ইহাকে বধ করিলে বিবাদ ভঞ্জন হয়; অতএব ইহাকে বধকর ইহা শুনিয়া তাহারদিগের সর্ম্মব্যাহারি কোন লোক কহিল এমত শুন্দরি যুবতীকে বিনা অপরাধে নষ্টকরা অনোচিত ইহাকে কাউছসাহর নিকটে লইয়াচল বাদসাহবিচার করিয়া যাহাকে দেন সেই পাইবে। এই যুক্তি স্থির করিয়া তাহাকে কাউছের নিকট আনিলেন। কাউছ সাহ পরম শুন্দরী যুবতী দেখিয়া এবং ফরেদুর বংসোদ্ভব জানিয়া তুছ ও গেওকে কহিলেন তোমরা দুইজনে শীকার করিতে গিয়া কয়েক দিন নানাপ্রকার শীকার করিয়া আপনারা গ্রহণ করিয়াছ অবশেষ এই শীকার পাইয়া উভয় বিবাদী হইয়া আমার নিকট

আনিয়াছ, অতএব উভয়ের বিবাদ ভঞ্জনার্থে এ শীকার আমি গ্রহণ করিলাম ইহা শুনিয়া দুইজনেইসন্তুষ্টহইল, পরে কাউছ সাহ তাহাকে বিবাহ করিল কিছুদিন পরে তাহার একপুত্র সন্তান হইল কাউছসাহ গণক ও পণ্ডিতদিগকে কহিলেন এ বালকের লক্ষণা লক্ষণ বিচার করিয়া আমাকে কহ? তাহারা অনেক বিচার করিয়া কহিলেন এই বালক রূপবান্ গুণবান্ ও বলবান্ হইবেক এবংইহার সন্তানপৃথিবীর পতিহইবে কিন্তু ইহারশেষাবস্থায় কথা বক্তব্যনহে। বাদসাহ শুনিয়াবিমর্ষহই লেন, পরে তাহার নাম ছিয়াওস রাখিলেন কাউছ তাহার নিমিত্তে সর্ব্বদা অশুখি থাকিতেন, একদিন রোস্তম ছিয়াওসকে দেখিয়া কাউছসাহকে কহিল তোমার এই পুত্রটি আমি আপন বাটিতে রাখিয়া লিখন পঠন ও রাজনিতী ও মল্লযুদ্ধ ও যুদ্ধ কৌসলাদি সমস্ত বিদ্যায় শুশিক্ষিত করিতে বাঞ্ছা করি আপনার যেমত অভিপ্রায়হয় তাহা আজ্ঞা করুণ, কাউছ ইহা শুনিয়া তুষ্ট হইয়া রোস্তমের হস্তে ছিয়াওসকে সমর্পণ করিলেন। রোস্তম বাদসাহের নিকটে বিদায় হইয়া ছিয়াওসকে লইয়া আপন বাটিতে গিয়া আপন পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন বিদ্যাভ্যাস করাইতে লাগিল, ক্রমে রাজনিতী ও যুদ্ধ এবং মৃগয়াদি সিক্ষা করাইল। ছিয়াওস যখন শিকার করিতে জাইত ব্যাঘ্রশিকার করিয়া আনিত, কিছুকাল পরে ছিয়াওস এক দন রোস্তমকে কহিল আমি পিতার দরশনা কিরূপে করি? রোস্তম সম্মত হইয়া নানাবিধ দ্রব্য ও অলঙ্কার বস্ত্র দিয়া অনেক সৈন্য সামন্ত সঙ্গে দিয়া বিদায় করিল, ছিয়াওস কহিল আমি আপনার সঙ্গে জাইতে ইচ্ছা করি, রোস্তম

তাহার অনুরোধে তাহার সঙ্গে গমন করিল যখন ইরানের নিকটে পৌঁছিল কাউছ সাহ প্রধানেরদিগেকে অগ্রসর হইয়া আনয়ন করিতে পাঠাইলেন, ছিয়াওস আসিয়া কাউছকে প্রণাম করিল কাউছ ক্রোড়ে লইয়া সির চুম্বন করিয়া অনেক স্নেহ করিলেন, পরে বিদ্যার পরিক্ষ্যা লইয়া রোস্তমকে অনেক প্রশংসা করিলেন, আর ছিয়াওসকে অতিশয় স্নেহ করিতে লাগিলেন। ছয় সাত বৎসর গতো হইলে এক দিবস কাউছ সাহ কহিলেন ছিয়াওসকে মাওরননহর দেশে পাঠাইতে হইবেক, কাউছ সাহের এক স্ত্রী ছুদাবা নামা সে ছিয়াওসের প্রতি মনে মনে আসক্তছিল সে ঐ কথা শুনিয়া কাউছ সাহকে কহিল যে ছিয়াওসের বিবাহ দিয়া পাঠান উচিত, আমি দুই তিনটি কন্যা প্রতিপালন করিয়াছি তাহারি সঙ্গে বিবাহ দিব কাউছ কহিল ছিয়াওসকে সম্মত করিতে হইবেক পরদিন ছুদাবা ছিয়াওসকে ডাকিয়া পাঠাইবায় ছিয়াওস কাউছকে জানাইল কাউছ কহিল তোমার মাতা ডাকিয়াছে তুমি একবার তাহার নিকটে গমন কর, ছিয়াওস গিয়া ছুদাবাকে প্রণাম করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল ছুদাবা ছিয়াওসের গলা ধরিয়া মুখ চুম্বন করিতে লাগিল, ছিয়াওস মনে করিল মাতা স্নেহ পূর্ব্বক চুম্বন করিতেছেন, পরে কএক জন যুবতী সুন্দরী আনাইয়া কহিল ইহারমধ্যে যাহাকে তোমার বিবাহ করিতে বাঞ্ছা হয় তাহাকে বিবাহ কর; আমি কাউছের নিকটে শুনিয়াছি তোমার সন্তান পৃথিবির বাদসাহ হইবেক এ নিমিত্ত্যে আমার মানস যে আমার পালিত কন্যার গর্ভে সেই সন্তান হয়, ইহ শুনিয়া ছিয়াওস নিরবহইয়া রহিল আর

মনে করিল এ মাতৃ স্নেহর বিপরিত দেখিয়াছি কিন্তু ছুদাবা অনেক জাদু, তন্ত্র, মন্ত্র, ঐষধ, জানে এমত প্রচার ছিল এই ভয়ে উত্তর করিল না, ছুদাবা কহিল আমার কথার উত্তর না কর কেন আর কহিল কাউছ বৃদ্ধ হইয়াছে সে মরিলে আমি তোমাকে বাদসাহ করিব তাবত সেনা প্রভৃতি আমার আজ্ঞা বর্তি তাহা তুমি জান ছিয়াওস তত্রাপি কোন কথা কহিলনা তখন ছুদাবা দাসিদিগের বাহির করিয়া কহিল আমি তোমাকে প্রাণ তুল্য ভাল বাসি তোমার জাহা বাঞ্ছা থাকে তাহা পূর্ণকর আমি অবাধ্য নহি, এইমত অনেক কহিলতখন ছিয়াওস পলায়ন করিবার মানস করিয়া গাত্রোত্থান করিল তদৃষ্টে ছুদাবা জড়াইয়া ধরিয়া চুম্বন করিতে আরম্ভ করিল ছিয়াওস তাহাকে ছাড়াইতে না পারিয়া কহিল তুমি আমার মাতা আমাকে পরিত্যাগকর তোমার পালিত কন্যাকে বিবাহ করিব এইমত কহিয়া বিদায় হইল। রাত্রে ছুদাবা কাউছকে কহিল আমার কন্যাকে ছিয়াওস বিবাহ করিতে অঙ্গিকৃত হইয়াছে, কাউছ এতৎ শ্রবণে তুষ্ট হইয়া অলঙ্কার বস্ত্র ও নানা প্রকার দ্রব্য বিবাহের উপযুক্ত প্রস্তুত করিতে আজ্ঞা করিলেন ॥

ছুদাবা ছিয়াওসকে ঘরে আনিয়া পরে কাউছের নিকট অপবাদ দেয়ার বিবরণ ॥

ছুদাবা কর্তৃক ছিয়াওসের অপবাদ ॥

পর দিবস ছুদাবা ছিয়াওসকে ডাকিয়া পাঠাইল সে আইল না, পুনর্ব্বার লোক পাঠাইল ছিয়াওস ব্যাকুলান্তকরণে

আইলে ছুদাবা সকলকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া বিরলে ছিয়াওসকে কহিল আমি তোমাকে প্রথমে দেখিয়া অবধি আসক্ত হইয়া সাতবৎসর হইল কামানলে দগ্ধ হইতেছি অদ্য আমার আসা পূর্ণ্ণকর নতুবা বাদসাহের নিকটে এমত কথা ছল করিব যে তোমার প্রাণ রক্ষ্যা করা ভার হইবেক। ছিয়াওস কহিল তুমি আমার পিতার ভোগ্যা আমার মাতার স্বরূপ আমি কখন এমত গর্হিত কর্ম্মকরিতে পারিবনা, রাজ্যলোভে কিম্বা প্রাণেরভয়ে ধর্ম্ম পথ ত্যাগ করিয়া এমন কুকর্ম্ম করিতে পারিবনা ইহা কহিয়া উঠিয়া পলায়ন করিল। ছুদাবা তাহার পশ্চাতে গিয়া জামা ধরিল তত্রাপি ছিয়াওস অতি বেগে চলিল তাহাতে জামা ছিড়িয়া গেল; তখন ছুদাবা আপন হস্তে কাঁচলি ছিড়িয়া কহিল আমার আশা পূর্ণ্ণ করিলেনা ইহার উচিত ফল সিঘ্র তোমাকে দিব, ইহা কহিয়া দাসিদিগকে ডাকিয়া ক্রন্দন ধ্বনি ও চিৎকার সব্দ করিতে কহিল আপনি ও বস্ত্রাদি ছিড়িয়া ভুমে পড়িয়া রহিল; ঐ ক্রন্দনধ্বনি কাউছ শুনিতে পাইয়া ছুদাবার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল ছুদাবা কহিল ছিয়াওস আমাকে বলাৎকার করিতে উদ্যত হইয়াছিল কিন্তু অনেক জত্নেও দাসিগণের আগাতে আমার ধর্ম্ম রক্ষ্যা হইয়াছে। কাউছ কহিল যদি ছিয়াওস এমন কুকর্ম্ম করিয়া থাকে তবে তাহার প্রাণ দণ্ড করা উচিত পরে ছিয়াওসকে ডাকিয়া কহিল ছুদাবা কি কহিতেছে তুমি ইহার যথার্থ যাহা জান তাহা সত্য করিয়া আমাকে কহ? ছিয়াওস প্রথমাবধি শেষ পর্য্যন্ত তাবৎ বিত্তান্ত বিস্তারিত করিয়া কহিল, পরে কাউছ ছিয়াওসের বস্ত্রাদী নিরক্ষণ

করিয়া ঘ্রাণ লইলেন তাহাতে কোন সুগন্ধের ঘ্রাণ পাইলেননা তখন ছুদাবার বস্ত্রের ঘ্রাণ লইলেন তাহাতে আতর গোলাবের সৌগন্ধ পাইয়া তাহাকে তিরস্কার করিয়া বধ করিবার মানস করিলেন কিন্তু তাহারপিতা জাদুকর কুহকী ও ছুদাবার একটী পুত্র অত্যল্প দিবস হইয়াছিল, এবং ছুদাবার তুল্য রূপবতী বেগম আরছিলনা এইসকল ভয় ও স্নেহপ্রযুক্তক্ষেন্ত হইয়া কহিলেন আমি জানিলাম ছিয়াওস নিরাপরাধি তুমি এতদ্রূপ কুবাক্য আর প্রকাশ করিবানা; ছুদাবা তাহা না শুনিয়া ছিয়াওসকে কুকর্ম্মের প্রতিফল দিতে সর্ব্বদা বাদশাহকে কহিত কাউছ তাহা কোনমতেই গ্রাহ্য করিতেন না ॥

ছুদাবা প্রকারন্তরে ছিয়াওসের পরিবাদ দেয়া

এই রূপে কিয়ৎকাল গত হইল একদিন ছুদাবা শুনিলযে বাদসাহের অন্তপুরের কোন দাসির গর্ভ হইয়াছে তাহাকে ডাকাইয়া কহিল তুমি ঔষধিদ্বারা আপন গর্ভ পাতকর, কিন্তু সেই সময়ে আমাকে সমাচার করিবা কিন্তু তোমাকে কেহ জিজ্ঞাসা করিলে এই কহিবা ছিয়াওস যে দিবস এখানে আসিয়াছিলেন হস্ত পদ ধৌত কারণ জল চাহিলেন আমি জল পাত্রলইয়া তাঁহারনিকট গেলে জলপাত্ররাখিয়া আমাকে ধরিয়া বলাৎকার করিলেন তাহাতে আমার গর্ভ হইয়াছিল আমার উপদেশ মত কহিলে তোমাকে অনেক ধন দিব তাহা না করিলে তোমাকে প্রাণে মারিব, সে লোভে ও ভয়ে কথিত মত করিল। দাসীরা তাহাজানিয়া গোলযোগ করিতে আরম্ভ করিল কাউছ ছুদাবার সহিত শয়ন করিয়াছিলেন ঐ গোলযোগে নিদ্রা ভঙ্গ হইলে দাসিদিগকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা

করিলে তাহারা ছুদাবার উপদেশমতকহিল যেঅমুক যুবত.র গর্ভ পাত হইয়া মৃতসন্তান দুইটা নির্গত হইয়াছে; কাউছ কহিলেন সেই দুইটি মৃত বালক আন আমি দেখিব তাহারা সেই দুই মৃত বালক ও সেই যুবতীকে লইয়া আইল ছুদাবা কপট নিদ্রায় নিদ্রিতেছিল কাউছ তাহাকে জাগ্রত করিয়া দেখাইলেন আর সেই যুবতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন কতদিন তোমার গর্ভ হইয়াছিল? সে ছুদাবার পূর্ব্ব উপদেশ মত ছিয়াওসের কলঙ্ক করিল, তখন ছুদাবা বাদসাহকে কহিল আমার কথায় বিশ্বাস করনাই এখন এই যবতী কি কহিল, কাউছ বাহিরে আসিয়া গণক দিগকে ডাকাইয়া ঐ দুই মৃত বালক আনাইয়া তাহার দিগের জন্মের ও মৃত্যুর বিবরণ জিজ্ঞাসা করিবাতে তাহারা গণনা দ্বারা বিশেষ বিচার করিয়া জ্ঞাত হইয়া জানাইল যে এ দুই সন্তান রাজা কিম্বা রাজ বংসোদ্ভব হইতে জন্ম গ্রহণ করেনাই এবং রাজার কোন স্ত্রি কি উপস্ত্রির গর্ভের এ দুই সন্তান নহে কোন দুষ্টা স্ত্রির উপপতি হইতে গর্ভ ধারণ করিয়াছিল ধন লোভি হইয়া ঔষধি দ্বারা গর্ভ নাস করিয়া কোন প্রধান ব্যক্তির কলঙ্ক করিয়াছে। কাউছ এই কথা শুনিয়া ছুদাবাকে কহিলেন, সে কহিল গণকের রোস্তমের কিম্বা ছিয়াওসের ভয়ে এমত কহিয়াছে, আর ইহা দিগের কথাতে বিশ্বাস কি; তুমি আমার কথা গ্রাহ্য নাকরিয়া অন্য ছুমকরিলে আমি বিশ পান করিয়া প্রাণত্যাগ করিব অথবা তুমি ছিয়াওসকে অগ্নি পরিক্ষা দেও যদি অগ্নি পরিক্ষায় ছিয়াওস উত্তির্ণ হয় তবে সে নির্দ্দোষি বটে কাউছ ছুদাবার অনুরোধে অগ্নি পরিক্ষায় সম্মত হইলেন॥

ছিয়াওসের অগ্নি পরিক্ষা

পর দিন কাউছ বাদসাহ ছিয়াওসকে ডাকাইয়া সমুদয় বৃত্তান্ত কহিলে সে কহিল আমি অগ্নি পরিক্ষা করিতে অঙ্গিকৃত আছি, আমি নিরপরাধি হইলে ঈশ্বর অবস্য আমাকে রক্ষা করিবেন; আর যদি দোসি হয় তবে আমার মরণ শ্রেয়। আপনি অগ্নি কুণ্ড প্রজ্বলিত করিতে আজ্ঞা দেন আমি অগ্নি পরিক্ষা লইব কাউছ বাদসাহের আজ্ঞা ক্রমে তৎখনাত এক বৃহদ অগ্নি কুণ্ড প্রজ্বলিতকরিল তখন ছিয়াওস ঈশ্বরকে স্মরণ করণ পূর্ব্বক পিতাকে প্রণাম করত অনুমতি লইয়া অগ্নি মধ্যে প্রবেশ করিয়া ক্ষণেক কাল পর্য্যন্ত তন্মধ্যে থাকিয়া বাহিরে আইল: সকল লোক ছিয়াওসকে দেখিলেন যে ছিয়াওসের ঐ অগ্নির উত্তাপে দেহের কোন বৈলক্ষণ্য হয় নাই এবং তাহার পরিধেয় বস্ত্র তাহাও দগ্ধ হয়নাই, ইহা দেখিয়া সকলেই ধন্য ২ করিতে লাগিল। বাদসাহ আসিয়া ছিয়াওসকে ক্রোড়ে লইয়া বিস্তর প্রশংসা করিয়া শেষে কহিলেন যে ধর্ম্ম পথে থাকে জল ও অগ্নি তাহার নিকট তুল্য ঈশ্বর ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে কাহার মির্থ্যা অপবাদে কখন নষ্ট করেন না; যদিও কেহ কাহার মিথ্যা অপবাদ করে কিন্তু পরমেশ্বর ক্রমে ধার্ম্মিকের ধর্ম্ম ও সত্য প্রকাশ করিয়া শত্রুরদিগের মুখে কালি দেন; ইহা কহিয়া কাউছ রাগত হইয়া ছুদাবাকে বিনাশ করিতে আজ্ঞা করিলেন। রোস্তম ও ছিয়াওস বাদসাহকে অনেক জত্ন পূর্ব্বক নিষেধ করিয়া ক্ষান্ত করিল; কিন্তু বাদসাহ ছুদাবারসহিত আর আলাপ করিলেনা এই সময়ে বাদসাহের নিকটে সম্বাদ আইল যে আফরাছিয়াব

পুনর্ব্বার সৈন্য প্রস্তুত করিয়া ইরানে আসিবার উদ্যোগ করি-য়েছে। কাউছ কহিল তুরানিদিগের কথায় বিশ্বাস নাই যে হেতুযুদ্ধে হারিসে পদানত হইয়া সন্ধি করে সময় পাইলেযুদ্ধ করিতে প্রস্তুতহয়; এইবার আমি তাহার সমস্ত দেশ অধিকার করিয়া লইব ছিয়াওস কহিল এবার যুদ্ধে আমাকে প্রেরণ করুণ, তাহার অভিপ্রায় এই যে কোন প্রকারে ছুদাবার চক্র হইতে মুক্তহয়, কাউছ কহিলেন তুমিকখনযুদ্ধ করনাই আফ-রাছিয়াব অতিবলবান্ ওযোদ্ধা তুমি তাহার সঙ্গেযুদ্ধকরিতে পারিবনা, ছিয়াওস কহিল রোস্তমকে সঙ্গে লইয়া জাইব কাউছ শুনিয়া সম্মত হইলেন॥

ছিয়াওসের আফরাছিয়াবের যুদ্ধের বিবরণ॥

কাউছ অনেক সেনাওপ্রধান সেনাপতিদিগের ও রোস্তমকে সঙ্গেদিয়া ছিয়াওসকে আফরাছিয়াবের যুদ্ধে পাঠাইলেন যখনইহারা বলখে (তুরানের কোন প্রধান দেশ) পৌছি লেন বারমান সেখানকার রক্ষকছিল সেশুনিয়া সেনা সঙ্গে করিয়া পথ রুদ্ধ করিল তাহা দেখিয়া ছিয়াওস যুদ্ধ আরম্ভ করিল, বারমান ক্ষণেক কাল যুদ্ধ করিয়া পলায়ন করিয়া কথক দূর গেলে, করছেওজ নামক আর একজন তুরানের প্রধান সেনাপতি বারমানেরনিকটে আসিতেছিল পথিমধ্যে সাক্ষ্যাৎ হইবাতে বারমান সকল বিবরণ তাহাকে কহিলে সে বারমানকে সঙ্গেলইয়া পুনর্ব্বার যুদ্ধ করিতে আইল। ছিয়াওস ইহা শুনিয়া অগ্রসর হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিলে তাহারা যুদ্ধে অসক্ত হইয়া দুর্গে আসিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া

রহিলেন। ছিয়াওস ঐ দুর্গ ভগ্ন করিবার উদ্যোগ করিলে তাহারা পলাইয়া আফরাছিয়াবের নিকটে গিয়া সকলবৃত্তান্ত কহিল, আফরাছিয়াব শুনিয়া অত্যন্ত ভীত হইল। রাত্রি কালে নিদ্রাবস্থায় কঠোর চিৎকার ও ক্রন্দন ধ্বনি করিল বেগমেরা কহিল হে বাদসাহ কিনিমিত্ত্যে চিৎকার করিলে তাহা আমারদের নিকটে বল আফরাছিয়াব কহিল আমি দুস্বপ্ন দেখিয়াছি, এক বৃহদ বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম যে তাহারমধ্যে কেবল বৃহৎ২ অজাগর সকল রহিয়াছে আর মস্তকের উপরিভাগে ওকাব সকল বৃহৎ পক্ষ বিশেষ উড্ডিয়মান হইতেছে আমি ঐ বনে সেনা সহিত তাম্বু ফেলিয়া রহিয়াছি এইসময়ে ইরানের দিগ হইতে অতিসয় ঝড়আসিয়া আমার শিবির ও ধ্বজা ফেলাইয়া দিল; তাহার পর আকাশ হইতে বৃষ্টির ন্যায় তীর ও তলওয়ার গদাপ্রভৃতি নানা প্রাকার অস্ত্র বর্ষন হইল তাহাতে আমার অনেক সেনাবিনষ্ট হইল, পরে যে সকল সেনা জীবদ্দশায় রহিল তাহারদিগের সকলকে ও আমাকেবান্ধিয়া কাউছের নিকটে লইয়া গেল; কাউছের সম্মুখে একটি বালক বসিয়াছিল সে আমাকে দেখিয়া অতি শীঘ্র আসিয়া আমার কোটী দেশে এক তলওয়ারের আঘাত করে তাহার বেদনা এখন পর্য্যন্ত আমার বোধ হইতেছে। রজনী প্রভাত হইলে আফরাছিয়াব গণক দিগকে ডাকাইয়া রাত্রের স্বপ্নের আনুপূর্ব্বিক কহিয়া তাহার ফলাফল গণনা দ্বারা বিচারকরিয়া কহিতে আজ্ঞা করিলেন তাহারা গণনা করিত কারণ বুঝিয়া অনেকক্ষণ নিরব হইয়া থাকিল; আফরাছিয়াব কহিল এ স্বপ্নের ভাল মন্দ ফলাফল তোমার দিগের সাক্ষ দ্বার যেমত বোধ করিলে তাহা আমাকে

শীঘ্রকহ ? তখন তাহারই দুইতিন জন কহিল আপনি এইবার
যুদ্ধেজয়িহইবেন। আফরাছিয়াব তাহারদিগের কথায় বিশ্বা-
স না করিয়া কহিল তোমরা গণনায় যথার্থ যাহ জ্ঞাত হইয়াছ
তাহাকহ? তখন তাহারা কহিবযদি আমারদিগেরপ্রাণরক্ষা ক-
রেন তবে যথার্থ কহিতেপারি, আফরাছিয়াব তাহারদিগকে
অভয় প্রদানকরিলেন, তখন তাহারা কহিল ছিয়াওসেরসহিত
যুদ্ধ করিলে অমঙ্গল হইবে প্রাণরক্ষা হওয়া দুষ্কর, এই কথা
শুনিয়া সন্ধিপত্র লিখিয়া অনেক উপঢৌকন হয় হস্তি দাস
দাসি নানা রত্ন করসেওজের সঙ্গে দিয়া ছিয়াওসের নিকট
পাঠাইল, এখানে ছিয়াওস বলখনগর অধিকার করিয়া দুর্গ
মধ্যে অবস্থিতি করিয়া কয়েক দিবস পরে আপন সেনাপতি
দিগ্যে ডাকিয়া কহিলেন, আফরাছিয়াব যুদ্ধ করিতে সেনা
পাঠাইল না আপনিও আইল না, তবে আমরা জয়হুন-নদী
পার হইয়া তুরানের রাজধানী আক্রমণ করি; রোস্তম প্রভৃতি
প্রধানেরা কহিল এত উৎকণ্ঠিতহওয়া কর্ত্তব্য নহে; আর
বলখ দেশ জয়হইয়াছে এইসংবাদ বাদসাহকে লিখহ, কাউছ
সাহ জ্ঞাত হইয়া যেমত আজ্ঞা পাঠাইবেন সেই মত করা
উচিত। পরে কাউছকে এই সকল বিষয় বিশেষ করিয়া
লিখিলেন, কাউছ এইপত্র পাঠানন্তর জ্ঞাতহইয়া উত্তরলিখিল
যদি আফরাছিয়াব যুদ্ধ করিতে নাআসিয়া ক্ষ্যান্তহইয়া থাকে
তবে নদী পার হইয়া তুরানের মধ্যে গিয়া যুদ্ধকরিবার আব-
শ্যক নাই; কাউছের এই পত্র ছিয়াওসের নিকটে পৌঁছিলে
পর আফরাছিয়াবের পত্র ও উপঢৌকনাদি দ্রব্য সহিত করূ-

ছেওজ আসিয়া ছিয়াওসের সন্নিকটে উপস্থিত হইল, করছেওজকে বিস্তর সমাদর করিয়া আফরাছিয়াবের পত্র লইয়া তাহাকে বিদায় করিয়া রোস্তম প্রভৃতি প্রধানদিগকে ডাকিয়া আফরাছিয়াবের পত্র পাঠ করিয়া কহিলেন এইক্ষণে কর্ত্তব্য কি? রোস্তম কহিল সে ভীত হইয়াছে কিন্তু তাহার কথার বিশ্বাস হয়না; যদি সে আপনার আত্মীয় একশত লোক দেয় আর ইরানের অন্তঃপাতি যে সকল দেশ অধিকার করিয়া লইয়াছে তাহা ছাড়িয়া দেয় তবে তাহার সঙ্গে সন্ধি করিব। পর দিবস করছেওজ আসিয়া পত্রের উত্তর চাহিলে উক্ত পরামর্শ মত একপত্র লিখিয়া দিয়া করছেওজকে বিদায়করিলেন; সে ঐ পত্র আফরাছিয়াবকে দিলে তিনি পাঠ করিয়া জ্ঞাত হইয়া ঐ নিয়মে সম্মত হইয়া আপনার আত্মীয় একশত লোক ছিয়াওসের নিকটে পত্র লিখিয়া পাঠাইল; আর বোখারা ও ছমরকন্দ ও জাজ ও ছঞ্জান এইচারি দেশ ছিয়াওসকে ছাড়িয়া দিল; ছিয়াওস ঐসকল উপঢৌকনীয় দ্রব্য ও চারিদেশ ছাড়িয়াদিবার সংবাদ লিখিয়া রোস্তমের সমভিব্যাহারে কাউছের নিকটে পাঠাইলেন। রোস্তম ইরানে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে আফরাছিয়াবের স্বপ্ন বিবরণ গণকেরা যাহা কহিয়াছিল তাহা শুনিয়াছিলেন, রোস্তম ঐ সকল দ্রব্য ও পত্র সহিত পৌঁছিলে সন্ধি করায় অসন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন এ সন্ধি করাতে আমি সম্মত নহি, কারণ আমি শুনিয়াছি আফরাছিয়াব দুঃস্বপ্ন দেখিয়া গণকদিগের স্থানে ফল জিজ্ঞাসাকরিলে তাহারা কহিয়াছে আফরাছিয়াব এবারযুদ্ধে পরাভব হইয়া মরিবেক কিম্বা কয়েদ হইবে। রোস্তম কহিল

আপনি যাহা শুনিয়াছেন আমরাওএই কথা শুনিয়াছি কিন্তু সন্ধি হওনের পূর্ব্বে একথা কেহ জানিতে পারে নাই অতি গোপনে ছিল সন্ধি পত্র লেখা হইলে কিছুদিন পরে এ কথা প্রকাশ হইল, তখন সেসকল লেখা অমান্য করিয়া বিবাদ কি যুদ্ধ করা এ বাদসাহদিগের অনোচিত, এবং আফরাছিয়াব চারিটা দেশ ছাড়িয়া দিয়াছে এতোমার পক্ষে উত্তম হইয়াছে ইহা শুনিয়া কাউচ কহিল তোমার যুদ্ধ করিতে ভয় হইয়াছে, অতএব আমি অন্য সেনাপতি পাঠাইব। রোস্তম অসন্তুষ্ট হইয়া কহিল আপনি যুদ্ধে যাত্রা কর আমি সঙ্গে যাইতে প্রস্তুত আছি; কাউচ তাহা না শুনিয়া তুছকে আজ্ঞা করিলেন যে সেনা লইয়া তুমি আফরাছিয়াবের সহিত যুদ্ধে যাত্রা কর, আর ছিয়াওসকে কহিবা আফরাছিয়াব যে একশত তাহার আত্মিয় গণকে পাঠাইয়াছে তাহার দিগের সঙ্গে লইয়া আমার নিকটে আইসে ॥

ছিয়াওস আফরাছিয়াবের নিকটে গমন ॥

ছিয়াওস পরস্পর শুনিল যে কাউছ এ সন্ধি করায় অসন্তুষ্ট হইয়া আমার ও রোস্তমের পরিবর্ত্তে তুছকে প্রধান সেনাপতি করিয়া পাঠাইয়াছেন সে এ সন্ধি ভঙ্গ করিয়া আফরাছিয়াবের সঙ্গে যুদ্ধ করিবে, ইহাতে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া রোদন বদনে সেনাপতিদিগকে জানাইল। জঙ্গহেসাওরান নামক একজন প্রধান সেনাপতি সে কহিল বাদসাহের আজ্ঞা রক্ষা করিতে হইবে, ছিয়াওস কহিল এ আজ্ঞা কি প্রকারে রক্ষা করিব এই একশত ব্যক্তিকে আমার সন্ধি ক্রমে ধর্ম্মত লিখন পঠন করায় পাঠাইয়াছে; কাউছ ইহারদিগকে লইয়া যাইছে

কহিয়াছে,পরন্তু ইহারদিগকে লইয়া গেলে কাউছ তৎক্ষণাৎ নষ্ট করিবেক, দ্বিতীয়ত আফরাছিয়াবের সহিত ধর্ম্মত প্রতিজ্ঞা করিয়া উভয়ে সন্ধি করিয়াছি; যদি কাউছ আফরাছিয়াবের লোককে নষ্ট করে তবে সন্ধি ভঙ্গ হইবে, এবং আমি ধর্ম্মচ্যুত হইব আর সকল লোকে কহিবেক ছিঁয়াওস যুদ্ধে জিত হইয়া আফরাছিয়াবের সঙ্গে সন্ধি করিয়াছিল তাহাতে কাউছ সম্মত না হইয়া রোস্তমকে এখান হইতে উঠাইয়া লইয়া তাহার পরিবর্ত্তে তুছকে সসৈন্যে যুদ্ধ করিতে পাঠাইল; তবে আমার সম্ভ্রম ও মান কাহারও নিকটে থাকিবে কেন; আর ছুদাবা নানা অপবাদ দিয়া আমাকে মারিবার চেষ্টা করিয়াছিল কেবল ঈশ্বরের অনুগ্রহে এবার রক্ষা পাইয়াছি পুনরায় যেখানে গমন করিলে ছুদাবা কি ছল করিবে তাহা ঈশ্বর জানেন? প্রধানেরা কহিল কাউছের আজ্ঞা হেলন করিলে সে অতি ক্রোধ করে, অতএব আপনি এক লিপি প্রেরণ করু যে রোস্তমকে এখানে পাঠাইবন আমি আফরাছিয়াবের সঙ্গে যুদ্ধে যাইব। ছিয়াওস কহিল কাউছ রোস্তমের পরিবর্ত্তে তুছকে নিযুক্ত করিয়াছে এখন আমার লিখন গ্রাহ্য করিবেন। এইক্ষণে আমার মত এই যে কাউছের সৈন্য সমস্ত ত্যাগ করিয়া আফরাছিয়াবের নিকটে যাত্রা করি; সরদারেরা সকলে শুনিয়া বিমর্শ হইয়া কহিলেন যে চিরকালের শত্রু তাহাকে বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে ছিয়াওস কহিল শত্রু মস্তক ছেদন করিলেও সহ্য হয় কিন্তু পিতার নিকটে অপমান সহ্য হয় না, ইহা কহিয়া আফরাছিয়াবকে এই পত্র লিখিল যে তোমার সহিত সন্ধি করিয়াছি তাহাতে আমার পিতা অসন্তুষ্ট

হইয়া রোস্তমের প্রতি ক্রোধ করিয়া তাহার পরিবর্ত্তে তুছকে তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পাঠাইয়াছেন, কিন্তু আমার প্রাণ যায় তাহাও কর্ত্তব্য তথাপি প্রতিজ্ঞা হেলন করিব না, আর ইরানের বাদসাহির আশা ত্যাগ করিয়া কোন বন মধ্যে প্রবেশ করিব যে কাউছ আমার অনুসন্ধান না পায়; আর আপনি যে একশত লোক আমার নিকটে পাঠাইয়াছিলেন তাহারদিগকে আপনকার নিকটে পাঠাই এই পত্র জঙ্গহে-সাওরানের হস্তে অর্পণ করিয়া ঐ একশত মনুষ্য তাহার সহিতে আফরাছিয়াবের নিকটে পাঠাইল। আফরাছিয়াব এই পত্র পাইয়া অতিশয় দুঃখিত হইয়া কাউছকে বিস্তর নিন্দা করিল, পরে ছিয়াওসের পত্রের উত্তর লিখিল যে আমি তোমার অনুরোধে সন্ধি করিয়াছি কাউছের সহিত সন্ধি করি নাই, আর তুছকে যোদ্ধার মধ্যে আমি গণনা করি না; তুমি যদি অনুগ্রহ করিয়া আমার এখানে আইস তবে আমার পুত্র হইতে অধিক স্নেহ করিব, আর আমার যে দেশে তোমার থাকিতে বাঞ্ছা হয় সেই দেশ তোমাকে দিব, আর যদি ইরানের বাদসাহি করিতে মানস থাকে রোস্তমের সহিত পরামর্শ করিয়া লিখিলে আমার সমস্ত সেনা তোমার নিকটে পাঠাইব। আফরাছিয়াবের এই পত্র ছিয়াওসের নিকট পৌঁছিলে পরম অহ্লাদিত হইয়া বলখের দুর্গে যেসকল সেনা ও ধনছিল তাহা সমস্ত বহরাম নামক একজন প্রধানছিল তাহাকে ঐ সকল দিয়া কহিল তুছ এখানে আসিয়া পৌঁছিলে তাহাকে বুঝাইয়া দিবা; পরে আপনি তিনশত অশ্বারূঢ় সেনা সঙ্গে লইয়া কাউছকে এই বিবরণে পত্র লিখিয়া পাঠাইল যে প্রথমে তুমি

সুদাবার কথায় আমাকে কাটিতে উদ্যত ছিলে গণকেরা সকল বৃত্তান্ত গণনা করিয়া তোমাকে কহিল তাহাতে বিশ্বাস না করিয়া আমাকে অগ্নি পরীক্ষা দিয়াছিলা ঈশ্বর অনুগ্রহ করিয়া আমাকে রক্ষাকরিলেন। এবঞ্চ আমি এখানে আসিয়া বলখের দুর্গ জয় করিলাম ও আফরাছিয়াবকে এমত অবসন্ন করিলাম যে সে আপনার একশত আত্মীয় ব্যক্তি আমাকে দিয়া আমার সহিত ঐক্যত সত্য করিয়া সন্ধি করিল তত্রাপি আপনি আমার প্রতি রাগতহইয়া তুছকে যুদ্ধ করিতে পাঠাইলেন, অতএব আপনকার অনুগ্রহের প্রতি আমার কোন মতে বিশ্বাস নাই এই হেতু আমি জানিয়াও শত্রুর নিকটে গমন করিলাম ইহাতে ঈশ্বর আমার ভাগ্যে যেমত ঘটনা ঘটান তাহাই হইবে। এই পত্র কাউছের স্থানে পাঠাইয়া আপনি আফরাছিয়াবের নিকটে যাত্রা করিল, যখন আফ-রাছিয়াবের দুর্গের নিকটস্থ হইল তখন আফরাছিয়াব ইহা শুনিয়া আপনি প্রধানদিগকে সঙ্গে করিয়া পদব্রজে অগ্রসর আইল ছিয়াওস তাহা দেখিয়া অশ্ব হইতে নামিয়া উভয়ে আলিঙ্গন করিলেন; আফরাছিয়াব অনেক সম্মান পুরঃসর ছিয়াওসকে আপন বাটিতে আনিয়া নগরস্থ সকলকে নৃত্য গীত ও আলোকময় করিতে আজ্ঞা করিলেন আর ছিয়াওস কে কহিলেন তুমি আমা হইতে তিন অংশে শ্রেষ্ঠ প্রথমত প্রধানের সন্তান, দ্বিতিয়ত তুমি সত্যবাদি, ত্রিতিয় যোদ্ধা, ক্রামাগত উভয়ে একত্রে বাস করত অত্যন্ত প্রণয় হইল, এক বৎসর পরে আফরাছিয়াবের কর্মাধক্ষ ও প্রধান সেনাপতি পিরানওয়াছা ছিয়াওসকে কহিল তুমি এইখানে বিবাহ কর

বিশেষ তঃ তোমার পিতা বৃদ্ধ দুরদেশে যাওয়া পরামর্শ নহে পরে পিরানওয়াছার কন্যা তাহার নাম গোলচেহরা এবং জরিদা তাহারই সহিত বিবাহ দিল; কিছুদিন পরে আফরাছিয়াবের কোন আত্মীয় ছিয়াওসকে কহিল আপনি ব্যস্ত হইয়া পিরানওয়াছার কন্যা বিবাহ করিলেন আফরাছিয়াবের পরম সুন্দরী এক কন্যা আছে আপনি জানাইলে বিবাহ দিত, ছিয়াওস কহিল বাদসাহদিগের অনেক বিবাহ হয়, পরে আফরাছিয়াবের কোন প্রধান সভাসৎকে ডাকিয়া ঐ বিবাহের কথা কহিলেন, সে ব্যক্তি আফরাছিয়াবকে জানাইলে আফরাছিয়াব শ্রবণমাত্র হর্ষ হইয়া সম্মত হইল; এবং গোলচেহরা শুনিয়া প্রফুল্লা হইয়া কহিল একর্ম্ম হইলে তোমার আর কোন ভয় নাই আমিও ইহাতে তুষ্টা আছি, পরে আফরাছিয়াব এক সপ্তাহ নৃত্যগীত ও সভা করিয়া অনেক অলঙ্কার বস্ত্র দাস দাসী দিয়া আপন কন্যা ফরঙ্গিছকে ছিয়াওসের সঙ্গে বিবাহ দিল। আর চিনদেশ ও খোতন দেশ যৌতুক দিল; কিছুদিন পরে ছিয়াওস ফরঙ্গিছকে লইয়া চিন দেশে গিয়া বাস করিলেন। এখানে কাউছের নিকট ছিয়াওসের পত্র পৌছিলে অবগত হইল যে ছিয়াওস আফরাছিয়াবের নিকটে গিয়াছে অতিখেদান্বিত হইয়া অনেক বিলাপ করিয়া রোদন করিল, রোস্তম ইহা শুনিয়া শোক সাগরে মগ্ন হইয়া কাউছকে না কহিয়া স্বদেশে প্রস্থান করিল, তদনন্তর কাউছ বাদসাহ তুছকে একপত্র লিখিল যে তুমি আর আফরাছিয়াবের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার সৈন্য লইয়া ইরানে আসিবা

ছিয়াওসের চিন দেশে বাস ॥

ছিয়াওস চিন দেশে উপস্থিত হইয়া তথাকার জল বায়ু মনোনীত না হওয়াতে নানা দেশে লোক পাঠাইল যে যে স্থানে জল বায়ু উত্তম এবং রম্য স্থান হইবে অনুসন্ধান করিয়া আইলে সেই স্থানে গিয়া বাস করিবেন। কিছু দিন পরে এক জন আসিয়া কহিল গঙ্গার তীরে অতি রম্য স্থান এবং শীতল বায়ু আর অতি সুমিষ্ট জল শীত গ্রীষ্ম সেখানে সমান ও বারমাস বসন্তকাল বোধ হয়, আর সে দেশের মনুষ্য প্রায় পীড়িত নাই ইহা শুনিয়া সেই স্থানে গিয়া এক দুর্গ ও মনোরম্য অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া নানা দেশ হইতে চিত্রকর দিগকে আনাইয়া কাউছ, কোবাদ, পসঙ্গ, আফরাছিয়াব, ছাম, নরিমান, জাল, রোস্তম, গোদরজ, গেও, তুষ প্রভৃতি বাদসাহ ও সেনাপতিদিগের প্রতিমূর্ত্তি লেখাইলেন। কত দিন পরে আফরাছিয়াব এক পত্র লিখিয়া তাহার আর এক জামাতা করছেওজ নামক একজন প্রধান ছিল তাহাকে ছিয়াওসের নিকটে পাঠাইল; সে পত্রে লিখিল যে তোমার প্রথমাস্ত্রী গোলচেহরা পিরান ওয়াছার কন্যা গর্ভবতী ছিল তাহাকে সঙ্গে না লইয়া আমার এখানে রাখিয়া গিয়াছিলে, তাহার একপুত্র জন্মিয়াছে তাহার নাম ফরুদ ছিয়াওস আমি রাখিয়াছি, অনেক উপঢৌকন সহিত এইপত্র লইয়া করছেওজ ছিয়াওসের নিকটে পৌছিলে তাহাকে আনয়ন জন্য ছিয়াওস আপনি অগ্রসর নাগিয়া আপনার সভাস্থ প্রধান দিগকে পাঠাইয়া বাটিতে আনিয়া অনেক সমাদার করিল,

কিন্তু ছিয়াওস অগ্রসর হইয়া আসিতে না যাওয়াতে করছে-ওজ মনো মধ্যে অভিমান যুক্ত হইয়া হৃদয় ক্ষেত্রে শত্রুতার বীজ রোপণ করিল, বাহ্যে মিষ্ট আলাপ হাস পরিহাস করিত, কিয়দ্দিবসান্তে অনেক অলঙ্কার বস্ত্র দিয়া তাহাকে বিদায় করিল। করছেওজ আসিয়া আফরাছিয়াবের নিকট কহিল এখন সে ছিয়াওসনাই তাহার আকাঙ্ক্ষা অনুমান করিয়াছি; অনেক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে, আমাকে পূর্ব্ব মত মান্য ও সমাদর করে নাই; আমি বোধ করি অতি শীঘ্র তোমার উপর আক্রমণ করিয়া যুদ্ধ করিবেক। আফরাছিয়াব তাহার এতৎ বাক্য গ্রাহ্য করিল না, তখন করছেওজ অনেক শপথ করিয়া কহিল আমি যেমত দেখিয়াছি ও বুঝিয়াছি সেই মত কহিলাম আপনি বিজ্ঞ ও সদ্বিবেচক বিবেচনা করুন; আফরাছিয়াব ভাবিত হইয়া উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। পরে করছেওজকে কহিল ছিয়াওস আমার শরণাগত হইয়াছে তাহাকে নষ্ট করিতে পারিবনা তাহাকে কোন উপলক্ষে এদেশ হইতে তাহার পিতার নিকটে পাঠাই; করছেওজ কহিল কাউছ পূর্ব্বেই তোমার রাজ্য লইতে ও তোমাকে নষ্ট করিতে তুছকে সেনা সহিত করিয়া পাঠাইয়াছিল কেবল ছিয়াওস তোমার নিকট আসাতে ক্ষেন্ত হইয়া আছে, এখন ছিয়াওসকে তাহার নিকট পাঠাইলে অবিলম্বে দুইজনে আসিয়া তোমাকে নষ্ট করিয়া রাজ্য লইবেক, আফরাছিয়াব কহিল তবে ইহার কি কর্ত্তব্য? করছেওজ কহিল ছিয়াওসকে কোন উপলক্ষে এখানে আনিয়া বদ্ধ রাখ; ইহা শুনিয়া তুষ্ট হইয়া

ছিয়াওসকে আনিতে একপত্র লিখিয়া পুনরায় ঐ করছেওজকে পাঠাইল। ছিয়াওস ঐপত্র পাইয়া অতি হৃষ্টচিত্ত হইয়া কহিল আফরাছিয়াব আমার পিতার তুল্য এবং প্রতিপালন করিতেছেন, এইক্ষণে তাঁহার সহিত সাক্ষ্যাৎ করিতে যাইব, করছেওজ মনে ভাবিল এ যদি এখনি যায় তবে আমার চাতুর্য্য প্রকাশ হইলে আমার পক্ষে মন্দ, যাহাতে না যায় এমত মন্ত্রণা করি, এই বিবচনা করিয়া কহিল আফরাছিয়াব তোমার প্রতি রাগত হইয়াছেন, অতএব হঠাৎ যাওয়া কর্ত্তব্য নহে, তুমি আমার আত্মীয় সেখানে গমন করিলে অন্যায় মারা যাইবা এনিমিত্তে নিষেধ করিতেছি; ছিয়াওস কহিল আমি তাহার পুত্র তুল্য এবং কোন অপরাধ করিনাই তবে কি নিমিত্তে আমাকে মারিবে? করছেওজ কহিল তুমি সৈন্য রাখিয়াছ শুনিয়া সন্দিগ্ধ মনে রাগতহইয়া তোমাকে মারিবার চেষ্টায় আছে, আমার একথা তুমি কদাচ প্রকাশ করিবানা। ছিয়াওস কহিল আমি তাঁহার শরণাগত এবং জামাতা আমাকে কিঅপরাধে বধকরিবেন; আর তুমি সৈন্য রাখিবার যেকথা কহিলে সে অতি অগ্রাহ্য কারণ বাদসাহরদিগের নিকটে কিছু সেনা আত্ম রক্ষার নিমিত্তে অবশ্যই রাখিতে হয়, যুদ্ধ উপযুক্ত অধিক সেনা রাখি নাই তাহাও আপনি দেখিয়াছ; করছেওজ কহিল আগরিয়ছ তাহার কনিষ্ঠ সহোদর ছিল তাহা অপেক্ষা তুমি নৈকট্য নহে তাহাকে আফরাছিয়াব নষ্ট করিয়াছে তাহা শুনিয়াছ ছিয়াওস কহিল আমি তাহার আজ্ঞা হেলন করিবনা অবশ্য যাইব ইহাতে আমার অদৃষ্টে ঈশ্বর যাহা করেন তাহাই হইবে। করছেওজ কহিল আত্মীয়লোকে সংপরামর্শ

কহে যাহার মত্য উপস্থিত হয় সে বিপরীত জ্ঞান করে অত-এব হটাৎ নাগিরা কোন উপলক্ষে এক পত্র লিখিয়া পাঠাও ছিয়াওস গুহ বৈগুণ্য জন্য তাহার বাক্যে ভুলিয়া আফরাছিয়াবকে পত্র লিখিল। ফরঙ্গিছ্ পীড়িতা কিঞ্চিৎ বিশেষ হইলে আপানকার নিকটে পৌছিব, করছেওজকে এই পত্র দিয়া বিদায় করিল। সে আফরাছিয়াবের নিকটে আসিয়া কহিল আমি পূর্ব্বেই আপনাকে জানইয়াছি এখন সে ছিয়াওস নাই এবার আমার সঙ্গে আলাপন করে নাই। আফরাছিয়াব তখন করছেওজের বাক্যে বিশ্বাসকরিয়া সেনাগণকে সঙ্গে লইয়া করছেওজকে সেনাপতি করিয়া যুদ্ধ করিতে চলিল। ছিয়াওস এই সংবাদ পাইয়া ফরঙ্গিছকে কহিল করছেওজ সত্য কহিয়াছিল আমি গেলে আমাকে নষ্ট করিত ফরঙ্গিছ কহিল আফরাছিয়াব এখানে না পৌছিতে তুমি ইরানে প্রস্থান কর; ছিয়াওস কহিল তুমিও আমার সঙ্গে চল; ফরঙ্গিছ কহিল আমার পাঁচ মাস গর্ব্ভ হইয়াছে এখন দিবা রাত্রি অশ্বারোহণে যাইতে পারিব না তুমি আমারআশা পরি-ত্যাগ করিয়াআপনার প্রাণ লইয়া পলায়ন কর; যদি কোন প্রকারে আমার প্রাণ রক্ষা হয় তবে সাক্ষ্যাৎ হইবে, ইহা শুনিয়া ছিয়াওস ইরানি এক সহস্র অশ্বারূঢ় সৈন্য লইয়া ফরঙ্গিছকে কহিল যদি পুত্রহয় তবে কয়খোছরো নাম রাখিবে ইহা কহিয়া ইরানে যাত্রা করিল ॥

আফরাছিয়াব ছিয়াওসকে বধোদ্যোগ ॥

আফরাছিয়াব নিকটে আসিয়া শুনিল যে ছিয়াওস এস্থান

হইতে পলাইয়া ইরানে গিয়াছে. তখন করছেওজকে সেনা সঙ্গেদিয়া ছিয়াওসকে ধরিতে তাহার পশ্চাৎ পাঠাইল, সে কথক দূর গিয়া ছিয়াওসের সেনাগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাবৎ সেনা নষ্ট করিল, এবং ছিয়াওসের ঘোড়া ও খোড়া করিল এই সময় আফরাছিয়াব আসিয়া কহিল তরা বৃষ্টি করিয়া উহাকে নষ্ট কর, কথকগুলীন সেনা তীর বর্ষণ করিতে লাগিল, তখন ছিয়াওস পলাইবার পথ নাপাইয়া অনুপায় হইয়া ঢাল ওত করিয়া তলওয়ার লইয়া ঐ সেনার মধ্যে প্রবেশ করিয়া বহুবিধ সেনা বিনাশকরিল তখন আর অধিক সেনা পাঠাইয়া ছিয়াওসকে বেষ্টন করিয়া আনিল, আফরাছিয়াব কহিল ইহার মস্তক ছেদন কর বেলমনামক একজন প্রধান কহিল সাহজাদাকে কাটিবার নিমিত্তে এত উৎকণ্ঠিত হইবেন না, বাটিতে উপস্থিত হইয়া বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া যাহা কর্ত্তব্যহয় তাহাই করিবেন। আফরাছিয়াব ছিয়াওসকে কয়েদকরিয়া ছিয়াওসের বাটিতে আসিয়া নগর ও দুর্গ এবং অট্টালিকা দেখিয়া অতিশয় দুঃখী হইল, ফরাঙ্গিছরোদন করিতে ২ আসিয়া আফরাছিয়াবকে কহিল ছিয়াওস ইরান হইতে আসিয়া তোমার শরণাগত হইয়া রহিয়াছে কোন অপরাধ করে নাই ইহাকে নষ্ট করা উচিত নহে; আর ইহার পিতা কাউছশাহ ও রোস্তম প্রভৃতি সরদারেরা একথা শুনিলেতথার জলগ্রহণ না করিয়া তৎক্ষণাৎ সসৈন্যে এদেশে আসিয়া এখানকার সমস্ত লোককে নষ্টকরিয়া এদেশ সমভূম করিবেক। আফরাছিয়াব তাহার কথা গ্রাহ্য করিলনা ফরাঙ্গিছ ছিয়াওসের নিকট আসিয়া অনেক রোদন করিল;

পর দিন আফরাছিয়াব গোরদি নামক এক ব্যক্তিকে আজ্ঞা করিল ছিয়াওসের মস্তক ছেদন কর সে ছিয়াওসকে নষ্ট করিতে লইয়াগেল ছিয়াওস রোদন করিতে২ ঈশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করিলেন যে হে ঈশ্বর ; আফরাছিয়াব আমাকে অকৃত অপরাধে নষ্ট করিল ইহার প্রতিফল আমার সন্তান আফরাছিয়াবকে যেন দেয় ও মি এইরূপএক সন্তান আমাকে দিও। পরমেশ্বর তাহার প্রার্থনা গ্রাহ্যকরিয়া কয়খোছরোকে উৎপত্তি করিয়া তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন, সে সকল বিবরণ পাৎস্ক বিস্তারিত রূপে জ্ঞাত হইবা গোরদি এক পাত্র আনাইয়া ছিয়াওসেরমস্তককাটীয়া ঐপাত্রে সেই মস্তক ওরক্ত রাখিয়া আফরাছিয়াবের নিকট লইয়া গেল; আফরাছিয়াব তাহা দেখিয়া সেইমস্তক ঐদুর্গেরউপরঝুলাইয়া রাখিতেআজ্ঞা করিলেন; ঐ মস্তক হইতে যে রক্ত ভূমে পতিত হইল তাহাতে তৎখনাত এক লতা উৎপত্তি হইল তাহার নাম সকলে খুন ছিয়াস রাখিল ঐ লতা অনেক ঔষধিতে প্রয়োজন হয় ছিয়াওসকে বধ করিলে পরে ফরাঙ্গিছ বাদসাহের সম্মুখে আসিয়া অনেক রোদন করিতে আরম্ভ করিল তৎছু বণে করছেওজকে কহিল ইহার গর্ভপাৎ করিয়া পশ্চাৎ ইহাকে ও নষ্ট কর, পিরান ওয়াছা এই কথা শুনিয়া বাদসাহের নিকটে আসিয়া কহিল গর্ভবতী স্ত্রিলোককে নষ্ট করা অতি কুকর্ম্ম ফরাঙ্গিছ তোমার তক্ত কিম্বা অধিকার প্রার্থনা করেনাই যদি অনুগ্রহ করিয়া উহাকে আমাকে দেন তবে আমার বাটিতে রাখিয়া প্রতিপালন করিঃ বাদসাহ কহিল আমি ফরাঙ্গিছকে তোমায় দিলাম তোমার আলয়ে লইয়া যাও কিন্তু যখন সন্তান হইবে

তদ্দণ্ডেই আমার নিকটে আনিবা; পিরানওয়াছা সম্মত হইয়া নিজাগারে লইয়া রাখিল। পরে সময়েতে ফরিঙ্গচ একপুত্র প্রসব হইল তাহারনাম কয়খোছরো রাখিল; পিরান ওয়াছা আপন বিশ্বাসি পশ্বাদির রক্ষককে ডাকাইয়া কহিলেন এই বালককে তোমার বাটিতে রাখিয়া প্রতিপালন ও বিদ্যা অভ্যাসকরাও একউত্তম বিশ্বাষীদাই ঐবালককে সর্ব্বদালইয়া থাকিবার নিমিত্তো সমভিব্যাহারে দিল; ঐ রাত্রে আফরাছিয়াব সপ্ন দেখিল যে একজন এক আলোক হস্তে করিয়া আসিতেছে তাহার পশ্চাতে ছিয়াওস এক তলওয়ার হস্তে করিয়া কহিতেছে ও আফরাছিয়াব সুখের নিদ্রা অদ্যাবধি ত্যাগ কর। কয়খোছরো জর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে সে পৃথিবীর নূতন নিয়ম নির্ধারিত করিবেক। আফরাছিয়াব তৎক্ষণাৎ শর্য্যা ত্যাগ করিয়া পিরান ওয়াছাকে ডাকাইয়া কহিল ফরঙ্গিছের অদ্য এক পুত্র হইয়াছে? সে কহিল গতো রাত্রে এক পুত্র হইয়াছিল; বাদসাহ কহিল তাহাকে আন আমি দেখিব পিরান ওয়াছা কহিল আমি তৎক্ষনাত তাহাকে প্রান্তরে ফেলিয়া দিতে কহিয়া ছিলাম দাসীগণ তাহাকে ফেলিয়া আসিয়াছে। বাদসাহ কহিল আমার নিকট কেন আনিলা না পিরান ওয়াছা কহিল আমি শেষ ভাবিয়া আনি নাই যেহেতু ছিয়াওসকে নিরাপরাধে নষ্ট করিয়াছ, আর যদি ইহাকেও নষ্টকর পুন২ এমত কুকর্ম্ম করিলে ঈশ্বর সহিষ্ণুতা করিবেন না কোন আপদ ঘটাইবেন। এই কথা শুনিয়া নিরব হইয়া থাকিল, আর কয়খোছরোর নাম করিলেন। কিছু দিনপরে কয়খোছরোর খলতা ও চাতুর্য্য বাদসাহ জানিতে পারিয়া

তাহাকে আপন নিকটে হইতে দূর করিয়া দিল। পিরান ওয়াছা পণ্ডিত ও বলবান্ পাঠাইয়া কয়খোছরোর বিদ্যা অভ্যাস ও যুদ্ধাদি শিক্ষা করাইতে লাগল, দশবারবৎসরের হইলে পিরান ওয়াছা এক দিবস বাদসাহকে কহিল কয়খোছরোকে মাঠে ফেলিয়া আইলে একজন গোরক্ষক তাহাকে তুলিয়া লইয়া প্রতিপালন করিয়াছে; আমি এই কথা শুনিয়া তাহাকে আমার নিকটে আনাইয়াছি সেবালকঅতি নির্ব্বোধ উন্মত্তের মত কথা কহে এক কথা জিজ্ঞাসা করিলে অন্য এক কথার উত্তর করে; আফারাছিয়াব কহিল তাহাকে আমার নিকটে আন দেখিব পরদিবস পিরানওয়াছা কয়খোছরোকে কহিল তোমাকে আফরাছিয়াববাদসাহর নিকট লইয়া যাইব রাখালের বেশ ধারণ করহ; বাদসাহ কোন কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করিলে তাহার উত্তর যথার্থ রূপে না দিয়া বিপরিত উত্তর করিবা তোমাকে যেন পাগল ও নির্ব্বোধ বোধ করে; যখন কয়খোছরোবাদসাহর নিকটেআসিয়াছেলাম নাকরিয়া দাড়াইয়া রহিল, আফরাছিয়াব তাহাকে দেখিয়া কিছু লজ্জিত হইয়া কোন কথা জিজ্ঞাসা করাতে কয়খোছরো তাহার বিপরিত উত্তর করিল, বাদসাহ কহিলেন ওরে রাখাল দিবা রাত্রের কি সন্ধান রাখিস্ আর তোর ছাগ ও মেষ কিকরিলি আর ক্ষেত্রে কিরোপণ করিস? কয়খোছরো কহিল শীকারো নাই আমারো তীর ধনুক নাই। পুনরায় আফরাছিয়াবকহিল তোর বাপের নাম কি আর ইরান তুরানের কি সংবাদরাখিস আর আহার নিদ্রা কোথায় করিস? কয়খোছরো কহিল পর্ব্বত হইতে এক অশ্বারূঢ় আমার নিকট দিয়া গেল আর

বার বাদসাহ কহিলেন ইরানের বাদসাহের নিকটে যাইবি? করখোছরো উত্তর করিল নগরে তৈল নাই আমার ছাগল মাট হইতে আনিব, এই সকল কথা শুনিয়া আফরাছিয়াব হাস্য করিয়া কহিল এ পাগল আমি মাথার কথা জিজ্ঞাসা করিলে পায়ের কথা কহে, পিরান ওয়াছা কহিল যাহারা রাখালদিগের নিকটে থাকে তাহারাও রাখাল, তখন আফরাছিয়াব কহিল ইহা হইতে ভাল মন্দ কিছুই হইতে পারিবে না অতএব ইহাকেও ইহারমাতাকে ছিয়াওসের বাটিতে পাঠাইয়া দেও আর জিবনোপযুক্ত আহারদিয়া সেইখানে রাখিবা

কাউছ ছিয়াওসের মৃত্যু শুনিয়া রোস্তমকে যুদ্ধে পাঠান ॥

কিছুদিবসপরে কাউসাহ শুনিল যে আফরাছিয়াব ছিয়াওসকে বিনাপরাধে নষ্ট করিয়াছে; বিস্তর খেদ ও রোদন করিয়া রোস্তমকে সমস্ত বিবরণ লিখিয়া ইরানে আসিতে লিখিয়া পাঠাইল; আর সমস্ত প্রধান ও সেনাদিগ্যে ডাকাইয়া ছিয়াওসের মৃত্যু বিবরণ কহিল সকলেই খেদান্বিত হইল রোস্তম কাউছের পত্র পাইয়া কাউছ অপিক্ষা অধিক খেদান্বিত হইয়া তৎখনাত জাবলহইতে ইরানে আসিয়া কাউছের সহিত সাক্ষ্যাত করিয়া কহিল ছিয়াওস কেবল ছুদাবার দুশ্চরিত্রের নিমিত্তে এখান হইতে তুরানে গিয়া মারা পড়িল। কাউছ কহিল সে কথা প্রমান রোস্তম কহিল পুরুষে স্ত্রীলোকের বাধ্য কখন হইবেকনা ইহা সাস্ত্রে নিষেধ, বিশেষত রাজা তবে তুমি এই দুষ্ঠা স্ত্রীর বশীভুত হইয়া কেন রহিয়াছ,

যে পুরুষ স্ত্রীর বশীভূত হয় তাহার জীবনে ধীক তাহা অপেক্ষা মৃত্যু ভাল। কাউছ কহিল আমি ছুদাবার নিমিত্তে অতিশয় বিরক্ত আছি; রোস্তম কহিল ছিয়াওস ছুদাবার দুষ্টতার জন্য নষ্ট হইয়াছে, আমি প্রথমে ছুদাবার মস্তক ছেদন করিয়া পরে আফরাছিয়াবের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তাহার রাজ্য সমভূমি করিব এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছি? কাউছ কহিল এই উচিত হয়, তখন রোস্তম কাউছের নিকট হইতে গাত্রোত্থান করিয়া বাদসাহের অন্তঃপুরে গিয়া ছুদাবার মস্তক ছেদন করিয়া সসৈন্যে আফরাছিয়াবের সহিত যুদ্ধ করিতে তুরানে যাত্রা করিল। তুছ ও গেও প্রভৃতি সকল সেনাপতি স্ব স্ব সেনা লইয়া রোস্তমের সঙ্গে গমন করিল; যখন রোস্তম তুরানের নিকটবর্ত্তি সঞ্জাবনগরে পৌঁছিল তথাকার সুবাদার আজাদ নামে ছিল সে, শুনিয়া সসৈন্যে পথরুদ্ধ করিল, রোস্তম ইহা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তাহাকে শমনসদনে প্রেরণ করিল, তাহার সেনা সকলে দেখিয়া পলাইয়া গেল। আফরাছিয়াব এই কথা শুনিয়া ছোরখা নামক একজন সেনাপতি ত্রিশ সহস্র অশ্বারূঢ় সেনা দিয়া যুদ্ধে পাঠাইল, সে রোস্তমের সৈন্যের নিকট পৌঁছিলে, রোস্তমের পুত্র ফরামোজ যুদ্ধ করিয়া ছোরখাকে বন্ধন পূর্ব্বক রোস্তমের নিকট লইয়া গেল রোস্তম তুছকে কহিল যে প্রকারে ছিয়াওসের মস্তক আফরাছিয়াব কাটিয়াছে সেইমত করিয়া ইহার মস্তক ছেদন কর; সে বিস্তর রোদন করিয়া কহিল আমি ছিয়াওসের মিত্র ছিলাম কখন তাহার মন্দ করিনাই, এই কথা তুছ রোস্তমকে

জানাইলে, রোস্তমকহিল আমিশপথ করিয়াছি তুরানিদিগকে কথন রক্ষা করিবনা; ইহা শুনিয়া তুছ তাহার মস্তক ছেদন করিয়া ঐ ছিন্ন মস্তক কাউছের নিকটে পাঠাইলে কাউছ সেই মস্তক দুর্গের উপর ঝুলাইতে আজ্ঞা করিলেন। আফ-রাছিয়াব ছোরথাকে আপন পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিত এই সংবাদ পাইয়া অনেক রোদন করিয়া সমস্ত সেনা সঙ্গে লইয়া আপনি যুদ্ধে যাত্রা করিল। পিরানওয়াছার কনিষ্ঠভ্রাতা বেলন নামক আকরাছিয়াবকে কহিল আমি রোস্তমের সঙ্গে যুদ্ধ করিব? আকরাছিয়াব কহিল যদি তুমি রোস্তমকে বধ করিতে পার তবে তোমাকে আমার এক কন্যা ও তুরানের অর্দ্ধেক সম্পদ দিব; পিরানওয়ছা শুনিয়া কহিল উহার মৃত্যু উপস্থিত এ নিমিত্তে রোস্তামের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে বাঞ্ছা হই-য়াছে; পরে বেলম অশ্বারূঢ় হইয়া রণস্থলে গিয়া রোস্তমকে আহ্বান করিলে রোস্তম আসিয়া প্রথমতঃ তীরের যুদ্ধ করিল পরে একশূল তাহার কটিবন্ধে বিন্ধিয়া তাহাকে ঘোটকহইতে ভূমে ফেলিয়া তাহার মুণ্ড ছেদন করিল তাহা দেখিয়া আফ-রাছিয়াব যুদ্ধ করিতে রোস্তমের সম্মুখে আইল; প্রথমে আফ-রাছিয়াব রোস্তমকে এক শূলেরআঘাত করে তাহা রোস্তমের সাঁজওয়াতে প্রবেশ হইল না; পরে রোস্তম এক শূল মারিল তাহা আকরাছিয়াবকে না লাগিয়া তাহার ঘোটকের মস্তকে বিন্ধিল ঘোটক তৎক্ষণাত ভূমে পড়িয়া গেল এবং আকরাছি-য়াব ভূমে পড়িল পুনরায় রোস্তম এক বরছি মারিতে গেল এমত সময়ে হোমান সৈন্য সহিত আসিয়া রোস্তমের ঘোট-কের মস্তকেএক গদা প্রহার করিল তাহাতে ঘোটক দাঁড়াইল

এই অবকাশে আফরাছিয়াব অন্য এক ঘোটকে আরোহণ করিয়া পলায়ন করিল; তুরানির পদাতিক সেনারা দেখিল যে আফরাছিয়াব ও হোমান দুইজন পলাইতেছে তাহা দেখিয়া তাহারাও পলাইল। রোস্তম তদ্দৃষ্টে তাহার দিগের পশ্চাতে তিন ক্রোশ পর্য্যন্ত অতিবেগে ধাবমান হইয়া পুনরাগমন করিল। আফরাছিয়াব কয়খোছরো ও ফরঙ্গিছকে ছয়াওস্কের বাটি হইতে চিনের সমুদ্রের পারে পাঠাইতে পিরান ওএছাকে কহিল কি জানি পাছে রোস্তম আসিয়া তাহারদিগকে লইয়া যায়, পিরানওএছা সেইমত করিল পরে রোস্তম তুরানের মধ্যে প্রবেশ করত তুরান অধিকার করিয়া তক্তে বসিয়া আজ্ঞা করিল যে ব্যক্তি আফরাছিয়াবের নাম করিবে কিম্বা তাহার কোন প্রসঙ্গ করিবেক তাহার মস্তক ছেদন করিব; রোস্তম সাতবৎসর তরানে বাদসাহি করিয়া আপন পুত্র ফরামোরজকে তুরানে রাখিয়া আফরাছিয়াবের ভাণ্ডারের সমস্ত ধন ও রত্নাদি লইয়া ইরানে কাউছ সাহর নিকটে আইল আর গেওকে কয়খোছরোর অনুসন্ধান করিয়া আনিতে পাঠাইল ॥

চিন রাজ্য হইতে, খোছরোকে আনয়ন।

গেও তুরান হইতে গমন করিয়া যে দেশে পৌছিল সেই দেশস্থ পথপ্রদর্শি লোক সঙ্গেলইয়া যাইত আপনার দেশীয় ভাষা কহিত না তুরকি ভাষা কহিত এরূপ করিয়া চিন দেশ পৌছিয়া কয়খোছরোর অনেক অনুসন্ধান করিল কোনরূপে তাহার সন্ধান নাপাইয়া; মনে করিল ফিরিয়া দেশেযাই আর

ভাবিল আমি ফিরিয়া গেলে সকলে কহিবে আফরাছিয়াবের ভয়ে পলাইয়া আসিয়াছে এই বিবেচনা করিয়া চির দেশ পরিত্যাগ করিয়া কথক দূর গিয়া দেখিল কয়েকজন লোক আসিতেছে তাহারদিগকে জিজ্ঞাসা করিল যে তোমরা কে কোথা যাইতেছ? তাহারা কহিল আমরা পিরান ওএছার লোক কয়খোছরোর সংবাদ জানিতে জাইতেছি, গেও তাহারদিগের নিকটে কয়খোছরো কোথা গিআছে তাহাজ্ঞাত হইয়া পশ্চাৎ কহিল আমি মৃগয়া করিতে গিয়াছিলাম সঙ্গি ও পথ হারাইয়াছি আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া চল, তাহারা কথক দূর সঙ্গে লইয়া গেল, পরে রজনী যোগে পলাইল, পর দিবস গেও তাহারদিগের কথিত মতে কথক দূর গিয়া এক সরোবরের ধারে এক যুবক পুরুষ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে তদ্দৃষ্টে তাহার নিকটে গিয়া অনুমান করিল এইকয়খোছরো হইবেক, গেও তাহাকে ছেলাম করিয়া কহিল ওহেযুবক তুমি কি ছিয়াওসের পুত্র কয়খোছরো? কয়খোছরো কহিল আমি অনুভব করি গোদরজের পুত্র গেও তুমি; গেও ইহা শুনিয়া চমৎকার মানিয়া কহিল হে বাদসাহ; আমাকে কিপ্রকারে জানিলে ক…াকে কখন দেখ নাই কয়খো-ছরো কহিল ইরানের রোস্তম প্রভৃতি সকল প্রধানকে আমি দেখিলে চিনিতে পারি, গেও কহিল তুমি ইরানে কখন যাও নাই এবং তাহারাও তোমার নিকটে কখন আইসে নাই তবে কি প্রকারে জানিতে পারিলা? কয়খোছরো কহিল আমার পিতা ছিয়াওস সাহ ইরানের বাদসাহদিগের ও রোস্তমাদি সরদারদিগের প্রতিমূর্ত্তি লিখাইয়া ছিলেন আমারমাতা

সেই প্রতিমূর্ত্তিদ্বারা আমাকেজ্ঞাত করিয়াছেন, তখন কয়খোছরো কহিলেন তুমি আমাকে কিপ্রকারে চিনিলে ? গেও কহিল আমি তোমার রূপ লাবণ্য ও তেজ দেখিয়া চিনিলাম পরে গেও কহিল তোমার অঙ্গের বস্ত্র ত্যাগ করিয়া অবয়ব আমাকে দেখাও ? কয়খোছরো জামা খুলিলেন; তখন গেও কয়খোছরের বাহুতে জরুরের চিহ্ন দেখিয়া জানিল কয়খোছরো কহিল আমার গাত্রের বস্ত্র খুলিয়া দেখিবার কারণ কি তাহা বল ? গেও কহিল কয় বংশোদ্ভব সকলেরি বাহুতে জরুরের চিহ্ন আছে তাহাই দেখিলাম। পরে কয়খোছরো গেওকে ফরঙ্গিছের নিকটে লইয়া গেলেন গেও তাঁহাকে ছেলাম করিয়া সমস্ত বিবরণ জানাইয়া ইরানে লইয়া যাইবার প্রস্ন করিল ? ফরঙ্গিছ সম্মত হইয়া কহিলেন এই বাদসাহের অশ্বশালা আছে সেই স্থানে হইতে বেহজাদ নামে যে এক উত্তম ঘোটক আছে তাহা আনয়ন কর গেও সেই স্থানে গিয়া বেহজাদ ঘোটক ও আর এক অশ্ব আনিয়া তিনজন কয়খোছরো ফরঙ্গিছ ও গেও একত্রে ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া অশ্বারোহণে ইরানে যাত্রা করিলেন ॥

কয়খোছরোকে ধরিতে পিরানওএছা সেনা পাঠাইল

পিরান ওএছার লোক যাহারা কয়খোছরোর সংবাদ আনিতে গিয়াছিল তাহারা ফিরিয়া আসিয়া পিরানওয়াছাকে কহিল ইরানি একজন অশ্বারোহি বলবান কয়খোছরোর তত্ত্ব করিতে যাইতে ছিল আমারদিগের সংগে সাক্ষাত হইল পিরান ওএছা এই কথা শুনিয়া ভীত হইয়া তৎক্ষণাত গোল

বা নামক একজন প্রধান ব্যক্তিকে তিনসত অশ্বারুঢ় সেনা সঙ্গেদিয়া কয়খোছরোকে সাবধানে রাখিবার নিমিত্তে পাঠাইল, সে তথায় গিয়া শুনিল যে কয়খোছরো ও ফরঙ্গিছ দুই জন এক ইরানি অশ্বারূঢ়ের সঙ্গে এস্থান হইতে ইরানে যাত্রা করিয়াছে, সে এই কথা শুনিয়া অতিশীঘ্র তাহারদিগের অনুসন্ধানে ইরানের পথে গমন করিল, কয়েক দিবস পরে কয়খোছরো ও ফরঙ্গিছ পথ শ্রান্তে ক্লান্ত হইয়া একস্থানে নিদ্রাগত ছিলেন গেও প্রহরি ছিল; এই সময় কিঞ্চিৎ দূরে কথক গুলীন অশ্বারোহি আসিতেছে তাহা দেখিয়া অনুমান করিল যে পিরান ওএছা আমারদিগকে ধরিতে সেনা পাঠাইয়াছে, এই অনুভব করিয়া অশ্বারূঢ় হইয়া তাঁহাদিগের অগ্রে আসিয়া যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল, গেওয়ের যুদ্ধ দেখিয়া তাহারা ভীত হইল, যেমন ব্যাঘ্র দেখিয়া ছাগ মেষ পালাইয়া যায় সেইমত ঐ তিনশত অশ্বারোহি সেনা পালায়ন করিল গেও তাহারদিগেকে দূরীকরণ করিয়া কয়খোছরোর নিকটে আসিয়া যুদ্ধের সমস্ত বিবরণ জ্ঞাপন করিল; কয়খোছরো তাহার হস্ত ধারণ করত বহুবিধ প্রশংসা করিয়া কহিলেন যে আমাকে কেন জাগৃত করিলে না, গেও কহিল তোমরা পথ শ্রমে ক্লান্ত ছিলে আর ঈশ্বরের অনুগ্রহেতে ও তোমার প্রতাপে একাই তাহারদিগকে পরাভব করিয়াছি। পরে আহারের দ্রব্য যাহা সঙ্গেছিল আহার করিয়া তথাহইতেযাত্রা করিলেন ওখানে খোলবাদ পিরানওয়াছার নিকট পৌঁছিয়া গেওয়ের যুদ্ধের অনেক প্রশংসা করিল, পিরানওএছা তাহাকে বিস্তর ভৎর্সনা ও তিরস্কার করিয়া কহিল যে তুমি তিন শত অশ্বারূঢ়

সেনা লইয়া একজন ইরানিকে পরাজয় করিতে পারিলেনা তোমাকে কি। ইহা কহিয়া কথক গুদান সেনা সঙ্গে লইয়া পিরানওএছা আপনি কয়খোছরোকে ধরিতে চলিল ॥

পিরানওএছা কয়খোছরোকে ধরিতে গিয়া যুদ্ধ পরাজয় হয় ॥

কয়খোছরো ও ফরঙ্গিছ অতি শীঘ্র যাইতে নাপারিয়া পথ মধ্যে বিশ্রাম করিয়া যাইতেছেন; পিরানওএছা দিবারাত্রি চলিয়া তাহারদিগের নিকটে পৌছিল, তখন কয়খোছরো ও গেও দুইজন নিদ্রিত ফরঙ্গিছ প্রহরি ছিল; পিরানওএছার নিসান দুর হইতে দেখিয়া তাহাদিগের নিদ্রা ভঙ্গ করিল; কয়খোছরো কহিল এবার আমি যুদ্ধ করিব গেওকহিল তুমি বাদসাহ আর বালক কখন যুদ্ধ করনাই আমি জীবিত থাকিতে তোমাকে যুদ্ধকরিতে দিবনা, কয়খোছরোকহিল তোমার সাহার্য্যার্থে সঙ্গে যাইব গেও কহিল রোস্তমের সহিত যুদ্ধ করিয়াছি তাহাতে ও কাহার সহায় প্রার্থনা করিনাই রোস্তম প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে আমার সম যোদ্ধা যে হইবেক তাহার সহিতকন্যারবিবহদিব এইকথাশুনিয়াঅনেকে তাহারসঙ্গেযুদ্ধ করিয়া পরাজয় হয় পরিশেষ আমার সহিত যুদ্ধ করিয়া আমাকেকন্যা দানকরিল; পরে কয়খোছরোকে কহিল তোমরা এইস্থানে বসিয়া যুদ্ধের কৌতুক দেখ, ইহা কহিয়া ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া যুদ্ধে যাত্রা করিল; পিরান ওএছা গেওকে দেখিয়া কহিল তুইএকা আমার তিনশত অশ্বারোহি সেনাকে পরাজয় করিয়াছিস এইক্ষণে তোর কি দুর্দশা করি তাহা

দেখিবি, গেও কহিল ওরে নির্ব্বোধ ; সহস্র ২ ছাগে ক্রোধ
করিলে কি ব্যাঘ্র মারিতে পারে আর কহিল ওরেপিরান আমি
তোর সাক্ষাতে এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি তোর সমস্ত সেনাকে
পরাস্ত করিয়া তোকে বান্ধিয়া তোর শোণিতে পৃথিবী কর্দ্দম
করিব, আর কয়খোছরোকে ইরানে লইয়া বাদসাহ করিয়া
ছিয়াওসের পরিবর্ত্তে আফরাছিয়াবকে নষ্ট করিয়া
তুরান দেশ সমভূমি করিব। পিরান ওএছা এই কথা শুনিয়া
মৌনাবলম্বি হইয়া মনো মধ্যে চিন্তা করিয়া গেওকে কহিল
আমি অদ্য যুদ্ধে নিবর্ত্ত হইলাম তুই চলিয়া যা, গেও কহিল
তুই ভয় পাইয়া খ্যান্ত হইলি কিন্তু আমি খ্যান্ত হইবনা পিরান
ওয়ছা কোন উত্তর নাকরিয়া ফিরিল, গেও তাহার পশ্চাৎ
ধাবমান হইয়া কমন্দ ফেলিয়া পিরান ওএছাকে বান্ধিয়া ঘো
টক হইতে ভূমে ফেলিয়া কয়খোছরোর নিকট লইয়া চলিল
পিরানওয়ছার সৈন্য সকলে ইহা দেখিয়া ভয়ে পলাইল কেহ ২
পিরান ওএছাকে মুক্ত করিবার চেষ্টায় আইল গেও এক হস্তে
পিরানকে ধরিয়া আর এক হস্তে তাহারদিগকে গদা প্রহার
করিতে আরম্ভ করিল, তাহারা ভয়ে নিকটে আসিতে পারি
লনা; গেও পিরান ওএছাকে কয়খোছরোর নিকটে রাখিয়া
পুনরায় পিরানও এছার সেনার উপর আক্রমণ করিতে চলিল
তাহারা গেওকে পুনরায় আসিতে দেখিয়া তাবৎ সৈন্য পলা
য়ন করিল। পিরান ওয়ছা কয়খোছরো ও ফরাঙ্গিছের নিকট
অনেক মিনতিপূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিল, গেও জয়ি হইয়া
আসিয়া কয়খোছরোকে কহিল এখন পর্য্যন্ত পিরানওএছাকে
জীবদ্দশায় কেন রহিয়াছ ? ফরাঙ্গিছ কহিল । পিরান ওএছার

নিমিত্ত আমিও কয়খোছরো জীবিত আছি ইহাকে কোন মতে নষ্ট করিতে পারিবানা, আমাকে ইহার প্রাণ দান দিতে হইবেক, তখন গেও কহিল আমি ইহারি সাক্ষাতে সপথকরিয়াছি যে ইহার রক্তে পৃথিবী রাঙ্গা করিব, কয়খোছরো কহিল ইহার দুইকান খঞ্জর দিয়া ছিদ্র করিয়া দেও তবেই তোমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ, হইল পিরানওএছারো প্রাণরক্ষা হইল গেও সেইমত করিয়া পিরানওএছার দুই হস্ত বন্ধন করিয়া ঘোড়া চড়াইয়া ছাড়িয়াদিল। পিরানওএছা তুরানে পৌছিয়া সমস্তবৃত্তান্ত আফরাছিয়াবকে কহিল আফরাছিয়াব শুনিয়া অনেক চিন্তা করিয়া কহিলএ অতি খেদের বিষয় সকলে কহিবে তুরানে পুরুষ নাই একজন ইরানি আসিয়া কয়খোছরোকে লইয়া গেল, পিরানওএছা স্বসৈন্যে গিয়াও কিছু করিতে পারে নাই ইহার পর লজ্জা আর কি সে যাহা হউক এইক্ষণে জয়হুন নামে নদীর খেয়া বন্ধের নিমিত্তে দানিকে অনুজ্ঞা পত্র পাঠাও যে দুইজন পুরুষ একজন স্ত্রীলোক এই তিন অশ্বারূঢ় এদেশ হইতে পলাইয়া যাইতেছে ইহারদিগে কদাচ পার করিবা না আমি পশ্চাৎ যাইতেছি ॥

আফরাছিয়াব কয়খোছরোকে জয়হুন নদী হইতে পার করিতে বারণ ও আপনি যাও নের বিবরণ ॥

আফরাছিয়াব এই অনুজ্ঞা পত্র পাঠাইয়া আপনি অনেক সেনা সঙ্গে লইয়া দিবা রাত্রি আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া

কয়খোছ্রোর অনুসন্ধানে চলিল, কয়খোছরো ও গেও জয় হুন নদীর তীরে পৌছিয়া খেয়াঘাটের দানিকে কহিল আমার দিগকে পার করিয়াদেও, সে কহিল বাদশাহের আজ্ঞাপত্র দেন গেও কহিল তাহা খোয়া গিয়াছে দানি কহিল যদি তোমার দিগের এই ঘোটক দেও তবে পার করিয়া দিব, গেও কহিল এ সাহাজাদার ঘোটক এই ঘোটক তোমাকে দিলে আমরা চলিয়া কি প্রকারে যাইব, পরে দানি কহিল তোমারদিগের এই দাসীকে দেও; গেও কহিল এ দাসী নহে এই সাহজাদার মাতা তোমাকে অনেক টাকা ও নানা রত্ন দিব পার করিয়া দেহ, ঐ দানি কহিল আমি যাহা চাহি তাহা নাদিলে পার করিবনা; সন্তরণ দ্বারা নদী পার হইয়া যাও: গেও কয়খোছ্রোকে কহিল আফরাছিয়াব আমারদিগকে ধরিবারনিমিত্তে অতি শীঘ্র আসিবে ইহার সন্দেহ নাই এখানে বিলম্ব করা অকর্ত্তব্য অতএব শীঘ্র ঈশ্বরকে ধ্যান করিয়া ঘোটক জলে ফেলিয়া সন্তরণ করিয়া চল ঈশ্বর কূলে অবশ্য তুলিবেন; তোমার পূর্ব্ব পুরুষ ফরেদুঁ দজলা নামা সমুদ্র তুল্য নদী; সেই নদীতে পড়িয়া সন্তরণ দ্বারা দজলা পার হইয়া আসিয়া জোহাককে মারিয়া পৃথিবীর বাদশাহ হইয়াছিল। কয়খো ছরো এইকথা শুনিয়া ঈশ্বরকে সমরণ করিয়া ঘোটক সহিত অশ্বারূঢ় হইয়া জয়হুন নদী পারহইয়া চলিল, ঈশ্বর ইচ্ছায় অতিশীঘ্র সেই প্রলয় নদী উত্তীর্ণ হইয়া তিনজন কূলে উথিত হইল তদ্দর্শনে দানি প্রভৃতি সকলে দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল কয়খোছরো ক্ষণেককাল নদীতীরে থাকিয়া বস্ত্রাদি শুষ্ক করিয়া ইরানে যাইবার উপক্রম করিতেছেন ইতোমধ্যে

আফরাছিয়ার খেয়াঘাটে সেনা কথক গুলীন সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইয়া দেখিল যে কয়খোছরো প্রভৃতি তিনজনে নদী পার হইয়া গিয়াছে; খেয়ার দানিকে অনেক গর্জন করিয়া কহিল ইহার দিগ্যে কি নিমিত্তে পার করিলি আমি নিষেধ পত্র পাঠাইয়া ছিলাম, সে কহিল আমরা পার করি নাই এবং নৌকায় পার হয় নাই এই সমুদ্র তুল্য নদীতে অশ্বারোহণ করিয়া অনায়াসে পার হইল, আমরা এরূপ আশ্চর্য্য কখনো দেখি নাই। আফরাছিয়াব শুনিয়া কিয়ৎকাল নিরব থাকিয়া পরে খেয়ার দানিকে কহিল নৌকা প্রস্তুত কর আমি সেনা সহিত পারে যাইব; হোমান কহিল ওপার ইরানের সীমানা তাহার দিগের অনেক সেনা নিকটে আছে আমার দিগের সঙ্গে অল্প সৈন্য আসিয়াছে যাওয়া মত নহে; আফরাছিয়াব শুনিয়া বিমর্শ হইয়া ফিরিয়া তুরানে গেল। গেও আপনার দিগের অধিকারস্থ ভুম্যাধিকারি দিগের দ্বারা কাউচ্ছের নিকট কয়খোছরোর আগত সংবাদ পাঠাইল, কাউছ শুতমাত্র ত্বরিত প্রধান দিগকে সৈন্য সহিত অগ্রসর পাঠাইয়া কয়খোছরোকে বাটীতে আনিয়া ক্রোড়ে করত শিরচুম্বন করিয়া আপন তক্তের পার্শ্বে আর একতক্ত আনাইয়া প্রধান দিগের সম্মতি ক্রমে কয়খোছরোকে তক্তে বসাইলেন কেবল তুছ সম্মত হইল না; সভা হইতে উঠিয়া কাউচ্ছের পুত্র ফরেবোরজের নিকট গিয়া কহিল আপনি কাউচ্ছের পুত্র বর্ত্তমান এবং উপযুক্ত থাকিতে এই বালককে গেও এখনি আনিল ইহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া সেলাম করিব না বাদসাহ শু কহিবনা; ফরেবোরজ তাহার প্রতি তুষ্ট

হইয়া অনেক পারিতোষিক দিলেন। পরদিবস গোদরজ কয়খোছরোর শুভাগমনের আহ্লাদে কাউছের অনুমতি লইয়া আপন বাটীতে সভাস্থাপন করিয়া নৃত্য গীতাদি করিল? ইরানের সমস্ত প্রধান লোককে নিমন্ত্রণ করিবায় সকলেই আইল কেবল তুছ আইল না? তাহা দেখিয়া আপন পুত্র গেওকে কহিল তুমি তুছকে ডাকিয়া আন; গেও তথায় গিয়া তুছকে সভামধ্যে আসিতে কহিলে তুছ কহিল কাউছের পুত্র ফরেবোজ থাকিতে আমি অন্যকে বাদশাহ বলিব না। আর গেওকে কহিল তুমি নিরর্থক ক্লেশ পাইয়া এক নির্বোধ বালককে আনিয়াছ? গেও কয়খোছরোর অনেক প্রশংসা করিল তুছ তাহা না শুনিয়া নিন্দা করিতে লাগিল, গেও রাগত হইয়া বাটীতে আসিয়া আপন পিতা গোদরজকে কহিল সে রাগান্বিত হইয়া বার সহস্র সৈন্য ও আপন পুত্র পৌত্র আটাত্তর জন সেনাপতি লইয়া তুছের সহিত যুদ্ধ করিতে গেল, তুছ ইহা শুনিয়া আপন সৈন্যলইয়া রণভূমিতে আসিয়া গোদরজকে কহিয়া পাঠাইল, তোমার সহিত আমি অমর্থক বিবাদ করিয়া যুদ্ধ করিলে কেবল আমার দিগের শত্রু আফরাছিয়াবের মনবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে? ক্ষণেককাল যুদ্ধ ক্ষান্ত রাখ কাউছকে জ্ঞাত করিলে যেমত কহিবে তাহাই করিব। কাউছকে এইকথা কহিয়া পাঠাইল কাউছ শুনিয়া তৎক্ষণাৎ দুইজনকে ডাকাইয়া পাঠাইল, দুইজন আইলে কাউছ কহিল তোমরা আপনা আপনি কি নিমিত্তে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছ; তুছ কহিল আমি আপনার আজ্ঞাবহ আছি এবং থাকিব যদি আপনকার রাজ্য করিবার মানস পূর্ণ হইয়া

থাকে তবে আপনকার পুত্র ফয়েরোজকে বাদসাহ করুন পুত্র থাকিতে পৌত্রকে বাদসাহ করিলে ধর্ম্ম বিরুদ্ধ কর্ম্ম হয়, গোদরজ কহিল ছিয়াওস জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিল সেই রাজ্যাধি কারি তাহার অবর্ত্তমানে তাহার পুত্র কয়খোছরো বাদসাহ হইবেক, এবং ফদের মত অশ্ব সহিত নদী পার হইয়া আসিয়াছে ফরেরোজর এমত সাহস কই এইমত তুহের সহিত গোদরজের অনেক বচসা হইল, পরে গোদরজ বাদ সাহাকে কহিল আপনকার পুত্র ও পৌত্র দুই সমান আপনি বিবেচনা করিয়া যাহাকে বাদসাহির উপযুক্ত বুঝেন তাহা কেই রাজ্যাভিষিক্ত করুণ কাউছ কহিল আমার উভয়ই সমান কাহারো মনক্ষুন্ন করিতে পারিব না; এই এক উপায় আছে তাহা করিলে কাহারও মনক্ষুন্ন হইবে না। উভয়ের মনের মালিন্যতা যাইবেক ইহা কহিয়া দুইজনকে ডাকাইয়া কহিল যে বহমন নামক দৈত্য দিগের এক দুর্গ আছে সেই দুর্গ গ্রহণ করিয়া যে আসিবেক তাহাকে বাদসাহ করিব. ইহা শুনিয়া সকলে সম্মত হইল।

ফরেরোজ দুর্গ আক্রমণ করিতে না পারিয়া
ফিরিয়া আইলেন।

ফরেরোজ কহিল যদি অনুমতি হয় তবে আমি প্রথমত কথিত দুর্গ অধিকার করিতে যাত্রাকরি; কাউছ অনেক সেনা সঙ্গে দিয়া তুছকে সেনাপতি করিয়া ফরেরোজকে বহমনের দুর্গ গ্রহণ করিতে পাঠাইলেন। যখন ফরেরোজ সেখানে পৌঁছিলেন তখন এমত গ্রীস্ম হইল যে সকলে অস্থির হইল, আর ক্রমে মৃত্তিকা অগ্নিবৎ উত্তপ্ত হইতে লাগিল; সেই গ্রীস্মে

অনেক সেনা ও অশ্ব মারা পড়িল তথাপি সপ্তাহ পর্যন্ত অনেক চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়া দুর্গের নিকটস্থ হওয়াতে ঐ দুর্গ পৃথিবী ছাড়িয়া শূন্যে উঠিতে লাগিল, ফরেবোজ ও প্রধানেরা এই আশ্চর্য্য দেখিয়া নিরাশা হইয়া অনেক সেনা নষ্ট করিয়া এবং আপনারাও ক্লেশ পাইয়া ফিরিয়া আসিয়া কাউছ সাহকে সমস্ত বিবরণ কহিলেন। কাউছ কয়খোছরোকে ঐ বহমনের দুর্গ অধিকার করিতে অনুমতি করিয়া অনেক সেনা সঙ্গেদিয়া গোদরজকে সেনাপতি করিয়া পাঠাইলেন; কয়খোছরো কেবল ঈশ্বরের প্রতি ধ্যান ধারণ করিয়া রোদণ করিতে২ চলিলেন, কয়েক দিবস পরে দুর্গের নিকট পৌছিয়া কয়খোছরো ঈশ্বরের উদ্দেশে অনেকরাত্রি পর্য্যন্ত রোদণ করিয়া নিদ্রিত হইলে স্বপ্নে একবৃদ্ধ কয়খোছ-রোকে কহিল তুমি কোন চিন্তা করিবানা পরমেশ্বরের অমুক পবিত্রনাম লিখিয়া শূলাগ্রে বন্ধন করিয়া দুর্গপ্রতি নিক্ষেপ করিলে দুর্গ তৎক্ষণাৎ ভগ্ন হইবেক এই কহিয়া অদর্শন হইল কয়খোছরো নিদ্রাভঙ্গ হইয়া অতি হৃষ্টচিত্তে সেখান হইতে যাত্রা করিয়া দুর্গের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া স্বপ্ন উপদেশ মত ঈশ্বরের সেই পবিত্র নাম লিখিয়া দুর্গেমারিলে ক্ষণেককাল বিলম্বে মেঘের ন্যায় ঘোর অন্ধকার হইয়া ও বজ্রাঘাতের ন্যায় শব্দ হইয়া তাহার কিয়দংশ ভগ্ন হইয়া ভূমিতে পতিত হইল, পুনরায় আর এক শূলাগ্রে সেই পবিত্রনাম লিখিয়া গেও কি কহিলেন এইশূল অন্যপার্শ্বে নিক্ষেপ কর; সে সেইমত করিল তাহাতে পূর্ব্বমত অন্ধকার ও শব্দ হইয়া আর এক অংশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, পরে কয়খোছরো আপন সৈন্য দিগকে

আজ্ঞা করিলেন দুর্গমধ্যে যে সকল দৈত্য আছে তাহাদিগের উপরে তীর বরীসন করিতে, তখন অনেক সেনা দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া দৈত্যদিগের প্রতি তীর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল? তাহা দৈত্যেরা সহ্য করিতে না পারিয়া পলায়ন করিল? তখন কয়খোছরো দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া সমস্ত ধন রত্নাদি ভাণ্ডার ভাঙ্গিয়া বাহির করিয়া সেনা দিগকে অনেক দিলেন আর ঐ দুর্গমধ্যে বৃহৎ এক মসজিদ নির্মাণ করিয়া তাহাতে আপনার নাম ও যেরূপে দুর্গ অধিকৃত করিলেন তাহার সমস্ত বিবরণ লিখিয়া রাখিলেন; আর ঐদুর্গের অধিন যে সকল দেশ ছিল তাহাও অধিকার করিয়া এক বৎসর ঐস্থানে থাকিয়া সুশাসিত করিয়া কাউছের নিকটে আইলেন বাদসাহ অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া কয়খোছরোকে ক্রোড়ে লইয়া চুম্বন করিয়া আপন তক্তে দুইজনে একত্রিত হইয়া উপবেশন করিলেন।

কয়খোছরোর তক্তে বসিবার বিবরণ।

কয়কাউছ কয়খোছরোকে উপযুক্ত বুঝিয়া করেবোজ, তুছ, গোদরজ, গেও প্রভৃতি সকল প্রধান দিগকে সম্মত করিয়া কয়খোছরোকে তক্তে বসাইয়া আপন হস্তে তাজ লইয়া কয়খোছরোর মস্তকে রাখিয়া আজ্ঞা করিলেন যে তোমরা যেরূপ আমার আজ্ঞাবহ থাকিতে ও মান্য করিতে সেইরূপ কয়খোছরোর নিকটে আজ্ঞাবহ থাকিয়া কার্য্য করিবা ও মান্যমান সেইরূপ করিবা সকলেই সম্মত হইয়া স্বীকার করিলেন; কয়খোছরো তক্তেবসিয়া দান ও শীলতা ও সৌজন্যতা

ও সুবিচারের দ্বারা তাবৎরাজ্যস্থ মনুষ্যকে বশিভূত করিলেন আর সর্ব্বদা ঈশ্বরের ভজনা ও আরাধনা অনুগ্রহ করিতেন, এবং তাবৎ লোককে ঈশ্বরারাধনা করিতে উপদেশ প্রদান করিতেন এবং প্রত্যহ একবার কয়কাউছের নিকট গিয়া প্রণাম করিয়া সকল কথা বার্ত্তা জ্ঞাত করিয়া তাহার অনুমত্যানুসারে কর্ম্ম করিতেন, আর যেখানে বন ও পতিত ভুমি আছে শুনিবা মাত্র সেইস্থানে লোক পাঠাইয়া অর্থব্যয় দ্বারা নগর ও গ্রাম ও সরাই প্রস্তুত করিত। জাল ও রোস্তম কয়খোছরোর আগমনের ও দুর্গজয় করিয়া ইরানের বাদশাহ হওনের সংবাদ শুনিয়া অতি হৃষ্টচিত্ত হইয়া অনেক উপঢৌকন লইয়া কয়খোছরোর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইলেন কয়খোছরো তাহারদিগের আসিবার সংবাদ পাইয়া প্রধান দিগকে অগ্রসর পাঠাইলেন। জাল ও রোস্তম বাদশাহের নিকট আসিয়া সাক্ষাত করিলে কয়খোছরো উঠিয়া তাহারদিগের সহিত আলিঙ্গন করিলেন, পরে জাল ও রোস্তমকে বসাইয়া কহিলেন আমি ছিয়াওসের বধের পরিবর্ত্তে আফরাছিয়াবের প্রাণবধ করিব তোমরা আমার সহকারি হও, রোস্তম কহিল আমি ঈশ্বরের নিকট এই প্রার্থিত ছিলামযে আপনার সঙ্গে অবশ্য যাইব। পরে রোস্তম যে সকল উপঢৌকনীয় দ্রব্য আনিয়াছিল তাহা কয়খোছরোর সম্মুখে আনাইয়া রাখিল তদ্দর্শনে বাদসাহ সন্তুষ্ট হইলেন। পরে খাদ্য দ্রব্য আনাইয়া রোস্তম ও জাল ও আর ২ প্রধান দিগকে লইয়া একত্রে আহারাদি করিলেন। পরদিবস জাল ও রোস্তমকে সঙ্গে লইয়া কয়কাউছের নিকট গেলেন, কাউছ রোস্তম

প্রভৃতিকে কয়খোছরোর সঙ্গে দেখিয়া তুষ্ট হইয়া কয়খোছরোকে কহিলেন আপনার পিতা ছিয়াওশের বধের পরিবর্ত্তে আফরাছিয়াবকে নষ্ট করিবা কি না? কয়খোছরো কহিল যেপর্য্যন্ত পিতৃশত্রু নিপাত না করিব সে পর্য্যন্ত আমার আহার নিদ্রা বিশ তুল্য জানিবেন ॥

কয়খোছরো আফরাছিয়াবের যুদ্ধে গমনের বিবরণ

ইহা শুনিয়া কাউছ জাল ও রোস্তমের প্রতি নিরক্ষণ করাতে জাল কহিল আমি বৃদ্ধ হইয়াছি রোস্তম কহিল আমি সঙ্গে জাইতে প্রস্তুত আছি আমি একা আফরাছিয়াবকে দূর করিয়া আসিয়াছি এখন বাদশাহর সঙ্গে অবশ্য জাইব, পরে গোদরয তুছ প্রভৃতি প্রধান সেনাপতিদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন তাহারা কহিল আমারদিগের প্রাণপর্য্যন্ত সংখ্যা। তখন ফরেবোর্জ ও তাহার বন্ধু বান্ধব একশত দশ বলবান্ ব্যক্তিকে প্রধান সেনাপতি করিলেন, তছ ফরেবোর্জের সঙ্গে থাকিলেন, গোদরোজ তাহার পুত্র পৌত্র আটাত্তর জন প্রধানের সহিত দক্ষিণ পাশের সেনাপতি হইলেন। কেস্তহম আপন দলবল সহিত বামপার্শ্বের সেনাপতি হইলেন। পসঙ্গর বংশের তেত্রিশ জন আমির ও বেজন তাহার দলবল সহিত সর্ব্বদা কয়খোছরোর নিকট থাকিবেন, এই সকল প্রধান ও সেনা ও রোস্তমকে সঙ্গে করিয়া আফরাছিয়াবের সহিত যুদ্ধে যাত্রা করিলেন। ফরেবোরজ ও তুছকে কহিলেন যে ফরুদছিয়াওস আমার জেষ্ট ভ্রাতা কলাত খে ররমের দুর্গমধ্যে আছে

তোমরা সেই পথে নাগিয়া অন্যপথে গমন কর, ফরেবোর্জ
অন্যপথে চলিল তুছ কিঞ্চদুর গিয়া কহিল এই পথে বন এবং
খাদ্য দ্রব্য অপ্রাপ্ত এজন্য আমার ও সেনাগণের ক্লেশ হইবে
আমি কলাত খোররমের পথে গমন করি ইহা কহিয়া সেই
দিগে গেল, যখন কলাত খোররমের দুর্গের নিকটে পৌছিল
তখন ফরুদ শুনিল তুছ যুদ্ধার্থে আসিতেছে, আপনারা সেনা
লইয়া মাঠে আইল তুছ ইহাশুনিয়া আপন জামতা রেওকে ফরু
দের নিকটে কহিয়া পাঠাইল আমরা তোমারসঙ্গে যুদ্ধ করিতে
আসিনাই আপনি পথছাড়িয়াদেন আমরা এস্থানহইতে গমন
করি ফরুদ তাহার কথায় বিশ্বাস না করিয়া অনুমান করিল
যে ইহারা চাতুরি করিয়া আমার দুর্গ লইবেক শেষে উভয়ে
যুদ্ধ হইবায় ফরুদ রেওকে বিনাশ করিল, ইহা শুনিয়া তুছ
আপন পুত্রকে যুদ্ধে প্রেরণ করিল ফরুদ তাহাকেও নষ্টকরিল
তখন তুছ আপনি যুদ্ধে আইল ফরুদ অনেক সেনা দেখিয়া
দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিল, তখন তুছ দুর্গ বেষ্টন করিল তাহা
দেখিয়া ফরুদের মেসুয়া তমওয়ার নামক সেনাপতি কথক
গুলীন সেনা লইয়া যুদ্ধে আসিবা মাত্রই তাহার অনেক সৈন্য
হত হইলে পলায়ন করিয়া দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিল, তুছ
তাহার পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া দুর্গ দ্বার পর্য্যন্ত গেল, ফরুদ
তাহা দেখিয়া দুর্গ হইতে একতির নিক্ষেপ করে সেতির তুছকে
না লাগিয়া ঘোটককে লাগিয়া ঘোটক পতিত হইল তুছ পদ
ব্রজ হইল তাহাদেখিয়া গেও ফরুদকে আক্রমন করিলে ফরুদ
তাহার ঘোটককে একতির আঘাতকরিল গেও অশ্ব শুন্যহইল
তখন বেজন ফরুদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে চলিবায় গেও নিষেধ

করিল বেজনকহিল উহাকে মারিব বলিয়া দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিল, ফরূদ তাহাকে হতাশ্ব করিল, ফরূদ অনবরতো তির ত্যাগ করিতে আরম্ব করিলে বেজন অতি শীঘ্র গিয়া এক বর্ছি তাহার কটি বন্ধে মারিল তখন ফরূদ সেস্থান হইতে দুর্গোপরি উঠিয়া এমত তিরবৃষ্টী করিতে লাগিল যে বেজন আঘাতি হইয়া পলাইয়া আইল আর কহিল যে অদ্য সায়ংকালউপস্থিত কল্যআনিয়া তোমার দিগকে যমালয়ে পাঠাইব, পিরানও এছার কন্যা গোলচেহরা ফরূদের মাতা সে কহিল তুমি আর যুদ্ধ করিওনা ক্ষেন্ত হও আমি গতো রাত্রে সপ্ন দেখিয়াছি দুর্গমধ্যে অগ্নি লাগিয়াছে আর সকল লোক মরিয়াছে, ফরূদ কহিল জন্ম গ্রহণ করিলে অবস্য মৃত্যু হইবে তাহার অন্যথা কখন হইবেকনা আমি কি কাপুরুষের ন্যায় প্রাণ লইয়া পলাইব, আমার পিতাও যৌবনাবস্থায় মরিয়াছেন। পর দিবস তুছ অনেক সেনা সহকারে দুর্গদ্বার ভগ্ন করিয়া প্রবেস করিল, ফরূদ তাহা শুনিয়া শূল হস্তে লইয়া বেজনের সম্মুখে আসিয়া তাহাকে আঘাত করিল রহাম নামক একজন বলবান ফরূদকে এক তলওয়ার মারিয়া শমনসদনে গমন করাইল; ফরূদেরমাতা ইহাশুনিয়াতৎক্ষণাৎ সেইস্থানে আসিয়া মৃতফরূদকেক্রোড়ে লইয়া আপনার উদরে এক কাটার মারিয়া প্রাণ ত্যাগ করিবায় আর ২ প্রধানেরা তুছকে অনেক ভৎসনা করিল, কয়খোছরো এপথে আসিতে বারণ করিয়াছিল কেবল তাহার ভ্রাতা ফরূদের নিমিত্ত্যতুমি তাহাকে মারিলে বাদসাহকে কি কহিবে তুছ পুত্র লোকে ও জামতার সোকে ও বাদসাহের ভয়ে নিরব থাকিয়া তথাহইতে গমনকরিয়া অন্যএকদুর্গেরনিকট পৌছিলে এদুর্গস্থ মসাহান

নামক একজন প্রধানসেনাপতি বাহির হইয়া যুদ্ধ করিয়া মারা পড়িল। তদনন্তর তুছ তথা হইতে কুচ করিয়া যখন আফরা ছিয়াবের রাজধানির নিকটস্থ হইল আকরাছিয়াব তাহা শুনিয়া নজাদা নামক এক ব্যক্তি সেনাপতিকে ত্রিস সহস্র সেনা সঙ্গে দিয়া পাঠাইল, যখন দুইদল একত্র হইল নজাদা রণভূমে আসিয়া যোদ্ধাকে যুদ্ধে অহ্বান করিলে বেজন নীচে গিয়া এক গদা প্রহার করিল তাহাতে সে অশ্ব হইতে ভূমে পতিত হইল তাহা দেখিয়া তাহার সেনাগণ তাহাকে লইয়া পলায়ন করিল; পরে আফরাছিয়াব চল্লিশ সহস্র সেনা সঙ্গে দিয়া পিরানওেছাকে পাঠাইল পিরান ঐ রণস্থলে আসিয়া মনে মনে চিন্তা করিল যে ইরানিদিগের সঙ্গে আমরা সম্মুখ যুদ্ধেপারিবনা, যখন রাত্রিকালে উহারা নিদ্রিত হইবে আমরা আসিয়া তাহারদিগকে নষ্ট করিব। ইরানিরা ইহারদিগের পরামর্শ জানিতে নাপারিয়া নিশ্চিন্ত ছিল, কথক রাত্র গতো হইলে তরকীসেনা আসিয়া ইরানিদিগেরমধ্যে পড়িয়া অনেক সেনা কাটিল, ওখানে ফরুদের মৃত্যু সংবাদ কয়খোছরো পাইয়া ফরেবোজকে লিখিল যে তুছ আমার আজ্ঞা হেলন করিয়া কলাত খোর রমের পথে গিয়া আমার ভাতাকে নষ্ট করিয়াছে, অতএব তুছকে আপনি কারাগারে রাখিবেন। ফারেবোর্জ এইপত্রপাইয়া তুছকে কারাবদ্ধ করিল, আর পিরানওএছাকে পত্র লিখিল যে রাত্রযোগে ডাকাইতের ন্যায় সৈন্য মধ্যে পড়িয়াছিলা সে যোদ্ধাব্যক্তির কর্ম্মনহে, সম্মুখে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিতে পার তবে তোমার পুরুসত্ব। পিরান ওএছা এই পত্র পাইয়া তাহার উত্তর লিখিল যে একমাসপরে

তোমার সঙ্গে সম্মুখে যুদ্ধ করিব, পতো রাত্রে অর্থাৎ পদাতি-কেরা যুদ্ধ করিয়াছিল আমি তাহা জ্ঞাত নহি; পরন্তু ঐ স্থানে উভয়ে থাকিল। একমাস গত হইলে উভয় সেনায় সম্মুখ যুদ্ধে প্রবর্ত্ত হইলে প্রথমত গেও, রণস্থলেগিয়া অনেক তুরানিসেনা নষ্ট করিয়া আপন শিবিরে আইল তৎপরে বেজন রণস্থলে প্রবিষ্ট হইয়া বহু সেনা বিনাশ করিল, তদ্দৃষ্টে তুরানি সকল সৈন্য ঐক্য হইয়া ইরানের সৈন্যে পড়িয়া অনেক পদাতির প্রাণ নষ্ট করিল, ফরেবোর্জ ইহা দেখিয়া ভীত হইয়া পর্ব্বতো-পরি গেল তাহা দেখিয়া গোদরজ ও কেস্তহম উভয়ে ঐক্য হইয়া যুদ্ধ করিবার মনস্থকরিয়া বেজনকে কহিলেন যে ফরে-বোজের নিকট হইতে কাবিয়ানি নিশান আনায়ন কর?
বেজন নিশান আনিতে গেলে ফরেবোর্জ বেজনকে কহিল তুরানিসৈন্য অত্যন্ত প্রবলহইয়াছে এখন আমিযুদ্ধে জাইবনা এবং নিশানও দিবনা, বেজন তাহা নাশুনিয়া নিশান লইয়া গোদরজের নিকটে আইলে গোদরজ ও কেস্তহম ঐ নিশান সঙ্গেলইয়া যুদ্ধ করিলেন, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত দুইসৈন্যে যুদ্ধ করিয়া উভয়েরি অনেক সেনাবিনষ্ট হইল তন্মধ্যে ইরানের অধিক সেনা মরল। গোদরজ নিজ পরিবার পুত্র পৌত্রে আটাত্তর জনেরমধ্যে সত্তরজন মারা পড়িল; আর আফরাছি য়াবের ও পিরানওএছার আত্মিয় বন্ধু কুটুম্ব ন। সত পুত্র আর তিনশত মল্ল মরে এতদ্ভিন্ন উভয় দলের কত সেনা মারা গেল তাহার সংখ্যা হইলনা; পিরানওএছা আফরাছিয়াবকে লিখিল যে অদ্য আমারদিগের জয়হইয়াছে। আফরাছিয়াব ইহাশুনিয়া তাবত্ সৈন্যকে পারিতোষিক দিয়া পিরানকে-

ছাকে পত্রের উত্তর লিখিল যে আপনি অদ্য যুদ্ধে জয়ি হই-
য়াছেন ইহাতে আনন্দিত হইবেন না সাবধান থাকিবেন
কারণ আমি সম্বাদ পাইয়াছি কয়খোছরো রোস্তমকে সঙ্গে
লইয়া যুদ্ধে আসিতেছে, পিরানওএছা এইপত্রপাইয়া তাহার
উত্তর লিখিল আপনি এবিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকিবেন সে যুদ্ধে
অক্লেশে জয়ি হইব জানিবেন; ইরানি দিগের মন ভঙ্গবুঝিয়া
ফরেবোর্জ কয়খোছরোর নিকটেগেলেন, কয়খোছরো আপন
ভ্রাতা ফব্বদ ছিয়াওসের মৃত্যু শুনিয়া অবধি শোকাকুলছিল
এবং যুদ্ধে পরাজয় হইয়াছে শুনিয়া অত্যন্ত ভাবিত হইয়া
দিবা রাত্র শোক সাগরে মগ্ন হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন
তাহা দেখিয়া সেনাপতিরা রোস্তমকেকহিল তুমি বাদসাহকে
প্রবধ বাক্য দ্বারা তাঁহার শান্তনা কর, আর তুছকে কয়েদ
হইতে মুক্ত কর, রোস্তম কয়খোছরোর নিকটে গিয়া অনেক
বুঝাইয়া তুছকে মুক্ত করিলেন। পরে কয়খোছরো রোস্তমকে
কহিলেন পিরানওএছার যুদ্ধে তোমাকে জাইতে হইবে; রো-
স্তম কহিল তুছ পিরানওএছার সঙ্গেযুদ্ধে জাউক আফরাছি-
য়াব আইলে আমি যুদ্ধে জাইব, পরে তুছকে অনেক সেনা
সঙ্গে দিয়া যুদ্ধে পাঠাইলেন তুছ তথায়গিয়া সপ্তাহ দিবারাত্রি
যুদ্ধ করিল অষ্টাহে হোমান আসিয়া অনেক সেনা বিনাশ
করিল তাহা দেখিয়া আর কেহ তাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে
আইল না, তখন হোমান তুছকে যুদ্ধে অহ্বান করিবায় তুছ
যাইতে উদ্যতহইলে গোদরজ তাহাকে যাইতে নাদিয়া আপন
পুত্র গেওকে পাঠাইল, গেও তথায় গিয়া হোমানের সহিত
অনেক যুদ্ধ করিয়া উভয়ে ক্লান্ত হইয়া আপন ২ সৈন্য মধ্যে

প্রবেশ করিল তখন উভয় পক্ষে সেনা সমূহে ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া অনেক সেনা মারা পড়িল দিবা অবসান হওয়াতে যুদ্ধ স্থগিত করিয়া সকলে আপন ২ শিবিরে গেল। পিরান ওএছার নিকটে বাজদনামক একজন জাদুকর অর্থাৎ কুজ্ঞানি ছিল তাহাকে কহিল যে তুমি এমত কোন কুহক প্রকাশ কর যদ্দারায় ইরানি সেনার উপর ঝড়বৃষ্টি বরফ ইত্যাদি উৎপাত হয়, ইরানিদিগ্যে এরূপ প্রকার বিব্রত করিতে পারিলে আমরা অনায়াসে জয়ী হইতে পারিব। বাজদ ইহা শুনিয়া পর্ব্বতের উপর উত্থিত হইয়া অনেক প্রকার কুহক আরম্ভ করিল, ক্ষণকাল পরে ঝড়; বৃষ্টি, বরফ আরম্ভ হইয়া ইরানি সৈন্যের দিগে চলিল তাহাতে ইরানিসৈন্যেরা অত্যন্ত কাতর হইয়া অচলের ন্যায় হইল। পিরানওএছা ইরানিদিগকে অত্যন্ত কাবু দেখিয়া আপনি ও হোমান সেনা লইয়া উভয় পার্শ্বে গিয়া অনেক সেনা নষ্ট করিল, তাহা দেখিয়া গোদরজ ও তুছ ঈশ্বরের নিকট অনেক রোদন পূর্ব্বক প্রার্থনা করিতে লাগিলেন কিছুকাল পরে একজন তপস্বির ন্যায় উপস্থিত হইয়া অঙ্গুলী দ্বারায় পর্ব্বত চিহ্ন করিয়া অদর্শন হইল, তাহা দেখিয়া গোদরজ রহাম নামক একজন সেনাপতিকে কহিল তুমি একবার পর্ব্বতোপরি উঠিয়া অনুসন্ধান কর রহাম তত্রাক্যে শিখরে গিয়া দেখে একজন তথায় বসিয়া নানা প্রকার দ্রব্য লইয়া মন্ত্র করিতেছে। রহাম তাহাকে দেখিয়া বুঝিল যে এই ব্যক্তি জাদুকরিতেছে এতন্নিমিত্তে আমারদিগের প্রতি এতদ্রূপ উৎপাত হইতেছে। তখন রহাম তাহার হস্তদ্বয় বন্ধন করিয়া কহিল যদি ঝড় বৃষ্টি বরফ শীঘ্র

নিবারণ নাকর তবে এখনি তোমার প্রাণ বিনাশ করিব? সে ইরানি লোক দেখিয়া ভীতহইয়া কহিল যদি আমার প্রাণদান দেন তবে এখনি ঝড় বৃষ্টি নিবারণ করি। রহাম তাহা স্বীকার করিল, তখন ঐ কুহকী ব্যক্তি অন্য কোন প্রকরণ করিয়া ঝড় বৃষ্টী দূর করিল। পরে তাহাকে আনিয়া আপন সৈন্য মধ্যে রাখিল, পরদিন তুরানি সৈন্য আসিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিল। ইরানি সেনা ঝড়বৃষ্টির দ্বারা অতি কাতরাছিল তৎপ্রযুক্ত যুদ্ধে অক্ষম হইয়া পর্ব্বতের উপর এক ক্ষুদ্র দুর্গ ছিল সকলে সেই দুর্গে রহিল আর তাহার চতুর্দ্দিগে রক্ষক রাখিল, পিরানওএছা তাহা দেখিয়া সসৈন্যে তন্নিকটে অবস্থিত করিল, তাহা শুনিয়া তুছ কয়খোছরোকে এই সমাচার লিখিল, আর পিরানওএছা আফরাছিয়াবকে লিখিল যে ইরানিরা পরাজয় হইয়া এক দুর্গমধ্যে রহিয়াছে, আপনি কিছু সেনা শীঘ্র পাঠাইলে সকলকে ধৃত করিয়া লইয়া যাই, ওখানে কয়খোছরো তুছের পত্র পাইবা মাত্র তৎক্ষণাৎ রোস্তমকে তুছের নিকটে প্রেরণ করিলেন; তুছ রোস্তমের আগমন সংবাদ শুনিয়া গোদরজকে অগ্রসর পাঠাইয়া দুর্গমধ্যে লইয়া সকল সমাচার কহিল। আফরাছিয়াব পিরানের পত্রপ্রাপ্তে কামছ ও আস্কবুছ ও সঙ্গল এই তিনজন বলবান্ ও খাকানচিন চিনদেশীয় বাদশাহ তাহার সৈন্যসহিত পিরানওএছার নিকটে পাঠাইল পিরানওএছা রোস্তমের আগমনের সংবাদ শুনিয়া কামুছের নিকট গিয়া রোস্তমের অনেক প্রশংসা করিবায় সে কহিল তাহার গুণানুবাদ শ্রবণে কি ফল যুদ্ধ হইলেই জানাজইবেক পরে খাকান চিনের সহিত পরামর্শ করিয়া সেদিবসযুদ্ধ

স্থগিত রাখিয়া পরদিবস প্রাতে পিরানওএছা আপন সৈন্য এবং খাকান চিনের সৈন্য ও কানূছের সৈন্য এই তিন একত্র করিয়া রণস্থলে উপস্থিত হইল। এখানে সসৈন্যে রণস্থলে রোস্তম আসিয়া তূরানীয় অনেক সৈন্য দেখিয়া ঈশ্বরকে স্মরণ মনন করিয়া দণ্ডায়মান হইল, তখন তুরানের সৈন্য হইতে আস্কবুছ নামক একজন প্রধান যোদ্ধা আসিয়া প্রতি যোদ্ধাকে আহ্বান করিল, ইরানীয় সৈন্য হইতে রহাম অগ্রসর হইয়া তাহার সহিত প্রথমতঃ বাণ যুদ্ধ করিল পরে রহাম আস্কবুছকে এক গদা প্রহার করিল তাহাতে কিছুই হইলনা তৎপরে আস্কবুছ রহামকে এক গদা প্রহার করিল রহাম ঢাল দ্বারা নিবারণ করে কিন্তু ঐ ঢাল ভাঙ্গিয়া খণ্ড ২ হইয়া তাহার মস্তকে লাগিল, রহাম তাহা সহ্য করিতে নাপারিয়া পলায়ন করিল তাহা দেখিয়া আস্কবুছ আপন সৈন্য মধ্যে চলিল এমত সময়ে রোস্তম চিৎকার করিয়া কহিল এখনি কোথা যাও আস্কবুছ ঐচিৎকারে ভীতহইয়া পুনরাগমন করত রোস্তমের প্রতি তির নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল; রোস্তম বক্ষ লক্ষ করিয়া আস্কবুছের বক্ষস্থলে এমত এক তীর মারিল সেই তীর আস্কবুছের পৃষ্টদেশ ভেদ করিয়া বাহির হইল তাহাতে কাতর হইয়া ভূমে পড়িয়া প্রাণ ত্যাগ করিল। রোস্তম আস্কবুছকে একতীরে বধ করিল এজন্য আকাশ মার্গেজয়ধ্বনি হইল এবং চতুর্দিগে ধন্য ২ সব্দ হইতে লাগিল। রোস্তম অচল স্বরূপ দাঁড়াইয়া তুরানিদিগকেপুনঃ২ যুদ্ধার্থে আহ্বান করিতেছে কিন্তু রোস্তমের নিকটে আসিতে

কাহারও সাধ্য হইলনা। রণস্থল হইতে আস্কবুছকে লইয়া খাকান চিন তাহার বক্ষ হইতে তীর বাহির করিতে কহিলেন পরে তীরবাহির করিলে তাহা দেখিয়া আশ্চার্য্য বোধ করত পিরানওএছাকে কহিল রোস্তমের যুদ্ধের প্রশংসা যে করিয়াছে সে যথার্থ এপ্রকার তীর নিক্ষেপ করিতে কোন যোদ্ধাকে কখন দেখিনাই, রোস্তমেরভয় তাহারদিগের মনেপ্রবেশ করিল সে দিবস যুদ্ধ স্থকিত করিয়া পর দিবস প্রাতে খাকান চিন আপন সেনাপতিদিগকে কহিলেন যে আস্কবুছের বধের পরিবর্ত্তে রোস্তমকে কে বধ করিবে? কামুছ কহিল আমি তাহাকে বধ করিব; ইহা কহিয়া অশ্বারোহন পূর্ব্বক রণস্থলে আসিয়া রোস্তমকে ডাকিল তখনরোস্তমের কাবলি একশিষ্য আলওয়ায় নামক সে কহিল আমি কামুছের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইব ইহা শুনিয়া রোস্তম অনুমতি করিলেন তখন আলওযায় কামুছের নিকটে আসিবা মাত্র কামুছ তাহাকে শূলাঘাতে অশ্ব হইতে ভূমে ফেলিয়া তাহার মস্তক ছেদন করিল। রোস্তম তাহা দেখিয়া ক্রোধান্বিত হওত কামুছের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া মেঘের ন্যায় গর্জন করিল, কামুছ কহিল আমি আস্কবুছ নহি যে তোমার গর্জনে ভীত হইব তোমার এরূপ চিৎকারের আবিশ্যক কি? রোস্তম কহিল ব্যাঘ্র শীকার করিবার সময়ে চিৎকার করিয়া থাকে, ইহা শুনিয়া কামুছ অতি শীঘ্র পাশাস্ত্র বাহির করিয়া রোস্তমের প্রতি নিক্ষেপ করিবায় রোস্তম আপনাকে রক্ষা করিল। কিন্তু তাহার ঘোটকের মাথায় বদ্ধ হইল; পরে রোস্তম সেই কমন্দ ধরিয়াআকর্ষণ করিতেলাগিল আর একদিগে কামুছ টানিতে

লাগিল দুইজনের আকর্ষণে ঐকমন্দছিন্ন হইয়া গেল, কামুছ সেই বেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া অশ্ব হইতে ভূমে পতিত হইল তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়া অশ্বারোহণ যেমত করিবে সেইসময়ে রোস্তম তাহার গলদেশে পাশাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে বদ্ধকরত আপন সৈন্য মধ্যে আনিয়া মস্তক ছেদন করিল। পিরানওএছা তাহা দেখিয়া খাকান চিনকে কহিল আমার সৈন্য গণ ভীত হইয়াছে রোস্তমের সঙ্গেযুদ্ধ করিতে কেহ সম্মত নহে; খাকানকহিল আপনি ভীত হইবেন। কল্য আমিতাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিব। পরদিবস খাকানের একজন প্রধান সেনাপতি চঙ্গস সে রণস্থলে উপস্থিত হইলে রোস্তম তাহাকে দেখিয়া হাস্য করিল, তাহা দেখিয়া সে রোস্তমের প্রতি এক তীর নিক্ষেপ করে রোস্তম ঢাল দ্বারা নিবারণ করিল কিন্তু ঐঢাল ভেদকরিয়া রোস্তমের সাজাওয়া বিদ্ধিবায় রোস্তম তলওয়ার হস্তে লইয়া তাহাকে বধার্থে ধাবমান হইলতাহা দেখিয়া চঙ্গস পলায়ন করিবার সময়ে রোস্তমঅতি বেগে ধাবমান হইয়া তাহার ঘোটকের পুচ্ছ ধরিয়া আকর্ষণ করিল তাহাতে চঙ্গস ঘোটক হইতে ভূমে পড়িল; রোস্তম তৎক্ষণাত তাহার মস্তক ছেদন করিয়া পুনর্ব্বার তুরানিদিগকে যুদ্ধে আহ্বান করিতে লাগিল কিন্তুরোস্তমের সম্মুখে আসিতে কাহারও সাধ্য হইল না, কিয়ৎ কাল পরে হোমান রোস্তমের নিকটে আসিয়া কহিল তুমি তুরানের অনেক সরদারদিগকে বধ করিলে আর ক্লেশ দিতেছ তোমার পুত্র ছোহরাব মৃত্যুকালে তুরানিদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিয়াছিল তুমি তাহা বিস্মৃত হইলে? রোস্তম কহিল সে কথা সত্য

কিন্তু তোমরা ছিয়াওসকে অতি অন্যায় করিয়া নষ্ট করিয়াছ আমি ছিয়াওসকে ছোহরাব অপেক্ষা স্নেহ করিতাম তোমরা যদি এ কুকর্ম্ম নাকরিতে তবে আমি আর তোমারদিগের সহিত যুদ্ধ করিতাম না। পিরানের সহিত সাক্ষাৎ হইলে সকল কথাই কহিতাম তোমার যদি আমার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে বাঞ্ছা থাকে তবে যুদ্ধ কর নতুবা স্বস্থানে প্রস্থান কর। হোমান তথা হইতে গিয়াপিরানকে সমুদয় বৃত্তান্ত আনপূর্ব্বক কহিয়া কহিল তুমি রোস্তমেরনিকটে'গমনকর; পিরানওএছা ইহা শুনিয়া আসিবার মনস্ত করিয়া খাকান চিনের নিকটে গিয়া সমস্ত বিবরণ জ্ঞাত করিলে সে কহিল তোমার যাওয়া অনোচিত ইহা কহিয়া হোমানকে তিরস্কার করিল যে তুমি ভীত হইয়া রোস্তমের শরণাগত হইতে গিয়াছিলা? হোমান রাগত হইয়া কহিল এই তুরানি কিম্বা ইরানি সৈন্যের মধ্যে এমত বলবান্ কেহ নাই যে রোস্তমের সহিত সম্মুখ যুদ্ধকরে অতএব সন্ধি করাই কর্ত্তব্য জানিবেন।

॥ পয়ার ॥

সিংহের স্বরূপ এই রোস্তম জাবলি। ইহার নিকটে তুমি আমি হে ছাগলি ॥ দৈত্যআদি তাহার নিকটে নাহি যায়। সিংহ হস্তি কুম্ভিরাদি দেখিয়া পলায় ॥ আফরাছিয়াব হেন যোদ্ধা সেহ করে ভয়। রোস্তমের ভয়ে ব্যাঘ্র ছাগল চরায় ॥ সন্ধি যদি করে তবে প্রাণ লৈয়া যাবে। নতুবা মাঠেতে দেহ শৃগালেতে খাবে ॥

খাকানচিন ইহাশুনিয়া রাগতহইয়া পিরানকে কহিল ইহাকে আমার সম্মুখ হইতে দূর কর এ কাপুরুষ ইহার মুখ দেখা

উচিত নহে? পিরান খাকানকে অনেক প্রকার প্রবোধ বাক্যে শান্তনা করিয়া কহিল একবার রোস্তমের সহিত সাক্ষাৎকরা কর্ত্তব্য ইহাকহিয়া রোস্তমের নিকটে গিয়া অনেক প্রশংসা ও শিষ্টাচারি করিয়া কহিল যে আফরাছিয়াব কয়খোছরোকে নষ্ট করিতে উদ্যত ছিল আমি তাহাকে অনেক হিতোউপদেশ দ্বারা ক্ষান্ত করিয়া আপন বাটিতে কয়খোছরোকে রাখিয়াছিলাম, রোস্তম কহিল সে বাক্য সত্য বটে কিন্তু আফরাছিয়াব অতি অন্যায় করিয়া ছিয়াওসকে নষ্ট করিয়া পুনরায় তুরাণে উৎপাৎ ঘটাইয়াছে। পিরান কহিল যদি তুমি গতো বিবাদ স্মরণনাকরিয়া পুনর্ব্বার সন্ধিকর তবে চিরকাল তোমার বাধ্য থাকিব এই ধর্ম্মতঃ সত্য করিতেছি রোস্তম কহিল তুমি ও আফরাছিয়াব বিশেষরূপে জ্ঞাতআছ যে আমি সন্ধি করিতে কখন সম্মত নহি তবে তোমার অনুরোধে সন্ধি করি যদি আমার বাক্য রাখ। পিরান কহিল সে কথা কি! তাহা শুনিলে বিবচনা করিব? রোস্তম কহিল কল্লছেওজ শত্রুতাকরিয়া ছিয়াওসকে নষ্টকরে আর গরদোষ ছিয়াওসের মস্তক ছেদন করে সেই দুইজনকে প্রদান কর তাহারদিগের মস্তক আমি স্বহস্তে কাটিব আর, গোদরজের পুত্র পৌত্রাদিকে যাহারা নষ্ট করিয়াছে তাহারদিগকে দেও কয়খোছরোর নিকটে লইয়া যাই ইহাহইলে যুদ্ধেক্ষেন্ত হইতে পারি; একথা কেবল তোমার অনুরোধে কহিলাম। পিরান তথা হইতে আসিয়া খাকানচিনকে সমস্ত বৃত্তান্ত কহিল সে সকল সরদারদিগকে ডাকাইয়া ইহার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা করিল? সকলে শুনিয়া নিরব রহিবায় মঙ্গল নামক

খাকানচিনের একজনপ্রধান সেনাপতি সে কহিল আমিসন্ধি করিতে সম্মত নহি, রোস্তম আমারদিগের দুইজন প্রধান বলবানকে মারিয়াছে তাহাতে কিছু ক্ষতি নাই তাহারদিগের অপেক্ষা অধিক বলবান আমারদিগের বহুসংখ্যক সেনা আছে ইহার এক জনেওকি রোস্তমকে পরাজয় করিতে পারিবেকনা খাকান ইহা শুনিয়া তুষ্ট হইল কিন্তু পিরানওএছা ভাবিত হইয়া নিরব রহিল। পর দিবস সঙ্গল রণক্ষেত্রে আসিয়া রোস্তমকে যুদ্ধে আহ্বান করাতে রোস্তম আসিয়া তৎক্ষণাৎ একশূলাঘাতে তাহাকে ঘোটক হইতে ভূমে ফেলাইয়া দিলে সে অতি শীঘ্র গাত্রোত্থান করিয়া আপন সৈন্য মধ্যে পালাইয়া গেল, তাহা দেখিয়া রোস্তম তাহার পশ্চাৎ ধাবমান হইল খাকানচিনের সেনাগণেরা পথ রুদ্ধ করিল, সঙ্গল খাকানের নিকটে গিয়া কহিল যে রোস্তমের সহিত যুদ্ধকরা মনুষ্যের সাধ্যকি দৈত্য ও সিংহ হস্তি প্রভৃতির সাধ্য নাই, আর যদি কেহ জায় সে আর ফেরেনা। খাকান কহিল তুমি কল্য কহিয়াছিলা রোস্তমকে পরাজয় করিব। অদ্য একূপ কহিতেছ, সঙ্গল কহিল আমি একা তাহার নিকটে যাইতে পারিবনা, খাকান পাঁচসহস্র সেনা তাহারসঙ্গেদিয়া পুনর্ব্বার যুদ্ধ করিতে পাঠাইল, তাহা দেখিয়া ইরানের অনেক সেনা রোস্তমের নিকটে আইল উভয় সৈন্যে ঘোরতর যুদ্ধ হইল তৎপরে ছাওয়া নামক কায়ুছের আত্মীয় এক সরদার রোস্তমের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আইলে রোস্তম তাহাকে আসিবা মাত্র এক গদাঘাতে যমালয়ে পাঠাইল। পরে কাহারকসানি নামক আর একজন বলবান যোদ্ধা আইল তাহাকেও তৎক্ষ

পাৎ নিপাত করিয়া রণমত্ত হইয়া আপন সৈন্য গণকে কহিল তোমরা আমার পৃষ্ঠ দেশ রক্ষার নিমিত্তে আমার পশ্চাৎ আইস আমি খাকান চিনকে ধরি ইহা কহিয়া তুরানের সেনার মধ্যে প্রবেশ করিয়া অনেক সেনা সংহার করিল, তাহা দেখিয়া খাকান রোস্তমকে কহিয়া পাঠাইল যে আপনি কি নিমিত্তে এত লোক নষ্ট করিতেছ আমার সঙ্গে সন্ধিকর। রোস্তম কহিল খাকান যদি আপন তাজও তক্ত দেয় তবে তাহার প্রাণ দান দিব নতুবা এইক্ষণে তাহাকে রণভূমে শয়ন করাইব, খাকান ইহা শুনিয়া রাগান্বিত হইয়া উত্তম এক শ্বেত হস্তিতে আরূঢ় হইয়া যুদ্ধে আইল এবং আপনার সেনা সমূহকে কহিল রোস্তমের প্রতি তীর বর্ষণ কর, রোস্তম সেই সকল তীরের আঘাত সহ্য করিয়া অতি শীঘ্র খাকানের নিকটে গিয়া পাশাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া খাকানকে বান্ধিয়া হস্তি হইতে ভূমে ফেলিল। রোস্তমের সঙ্গে যাহারা ছিল তাহারা খাকানের দুই হস্ত বন্ধন করিয়া টানিয়া তুছের নিকটে আনিল, খাকান চিনের লস্কর ও তুরানের সৈন্য তাহা দেখিয়া পলায়ন করিল বেলা অবসান হইয়াছিল এ জন্য সকলে আপন ২ শিবিরে প্রবেশ করিল যখন রাত্রী ঘোর অন্ধকার হইল তখন তুরানের সৈন্যরা শিবির ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। পর দিবস প্রাতে ইরানিরা দেখিল যে তুরানিরা পালাইয়াগিয়াছে তাহারাদিগের শিবির অন্বেষণ করিয়া অনেক ধন সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া কয়খোছরোর নিকটে পাঠাইল; কয়খোছরো তাহা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া ধন সকল সরদার ও সেফাহিদিগকে অংস করিয়া দিলেন। রোস্তম আফ্রাছিয়াবের সঙ্গে

যুদ্ধ করিতে তুরানে যাত্রা করিল। পিরানওএছা আফরাছি-
য়াবকে যুদ্ধের সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলে সে অতি ভাবিত ও
তাপিত হইয়া সকল সরদারদিগকে ডাকাইয়া কহিল এখন
কি কর্ত্তব্য? তাঁহারা কহিল আমারদিগকে মাকহিয়া আপনি
চিনের বাদসাহকে সহায় করিয়াছিলেন কিন্তু তাহারা অনেক
মারা পড়িয়াছে বাকি যাহাছিল তাহারাও পালাইয়াছে, ইহা
তেই, আমরা সকলে পালাইয়া আসিয়াছি? পুনর্ব্বার আমা
দিগকে পাঠাও আমরা রোস্তমকে মারিব? বাদসাহ কহিল
রোস্তমকে মারা সামান্য কথা নহে সে অতি কঠিন। আফরা-
ছিয়াবের এক মিত্র পুলাদওন্দ নামক ছিল আফরাছিয়াব
এই যুদ্ধের সহায় জন্য তাহাকে লিখিয়াছিলেন সে আসিয়া
তাবৎ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া কহিল আমি রোস্তমকে বধ করিব
ইহা কহিয়া তৎক্ষণাৎ রণস্থলে গিয়া যোদ্ধাগণকে যুদ্ধার্থে
আহ্বান করিল তখন গেও যুদ্ধ করিতে গেল পুলাদওন্দ অতি
শীঘ্র কমন্দফেলিয়া গেওকেবান্ধিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিল
তাহা দেখিয়া রহাম ও বেজন গেওকে বন্ধন মুক্ত করিতে
গিয়া দুইজনে পুলাদওন্দের উপর দুই কমন্দনিক্ষেপ করিল
তাহাতে তাহার এক হস্ত এবং গলদেশ বদ্ধ হইল ইহারা দুই
জনে আকর্ষণ করিতে লাগিল তখন সেই যোদ্ধা বলপ্রকাশ
করিয়া ইহারদিগের দুই কমন্দছিঁড়িয়া গদাপ্রহারে দুইজনকে
গুরুতর রূপে আঘাত করিল; তাহা দেখিয়া গোদরেজ রোস্তম
কে জানাইল, রোস্তম আসিয়া তাহার প্রতি কমন্দ নিক্ষেপ
করিল কিন্তু তাহার উপর পড়িলনা সে শীঘ্র আসিয়া রোস্তম
কে এক গদা প্রহার করিল তাহাতে রোস্তমের কস্তকে লাগিল

এবং রক্তপাত হইল রোস্তম তাহাতে কিছু অবসন্ন হইল। পুলাদওন্দ পুনরায় এক তলওয়ার আঘাত করে তাহা রোস্তমের সাঁজওয়ায় প্রবিষ্ট হইল না, তাহা দেখিয়া পুলাদওন্দ ভাবিত হইয়া মনেমধ্যে বিবেচনা করিল যে আমি গদাঘাতে পর্ব্বত চূর্ণ করিয়াছি এবং তলওয়ারে পাষাণাদি খণ্ড২ করিয়াছি কিন্তু রোস্তমের কিছুই হইলনা, এখন মল্লযুদ্ধ করিয়া দেখি ইহাই ধার্য্য করিয়া রোস্তমকে কহিল তোমাতে আমাতে মল্ল যুদ্ধ করি ? রোস্তম কহিল তোমায় আমায় বাহুযুদ্ধ করিব অন্য কেহ কাহার সাহয্য করিতে পারিবেক না আর উভয়ের সেনাস্কন্ধ ক্রোশ অন্তরে থাকিবে, আফরাছিয়াব এই সত্য করে তবে যুদ্ধ করিব। পুলাদওন্দ শুনিয়া আফরাছিয়াবকে ডাকাইল এই অবকাশে রোস্তম আপনার শরীর সহ্য করিল। পরে আফরাছিয়াব আসিয়া পূর্ব্বো নিয়ম ধার্য্য করিয়া দুইজনে বাহু স্ফোটন পূর্ব্বক মল্ল যুদ্ধে প্রবর্ত্ত হইল; কিঞ্চিদ্বিলম্বে রোস্তম পুলাদওন্দর কটি বন্দধরিয়া শূন্যে তুলিয়া ভূমে নিক্ষেপ করিবায় পুলাদওন্দ ক্ষণেক কাল মৃত্যু কায়ার ন্যায় নিশ্বাসরুদ্ধ করিয়া রহিল, রোস্তম বোধ করিল মরিয়াছে আপন অশ্ব আনিতে গমন করিল; পুলাদওন্দ দেখিল যে রোস্তম কিছু দুরে গিয়াছে, তখনঅতিশীঘ্র উঠিয়া আফরাছিয়াবের নিকটে গিয়া কহিল রোস্তমের সহিত যুদ্ধ করা শ্রেয় নহে আমি চাতুর্য্য করিয়া প্রাণ লইয়া আসিয়াছি। রোস্তম দুর হইতে তাহা দেখিয়া পুনরায় তাহাকে ধরিতে চলিল, অনেক তুরানি সেনা রোস্তমের সম্মুখে আসিয়া পথ

রুদ্ধ করিল তাহা দেখিয়া রোস্তম দাঁড়াইল পুলাসওন্দ ভয়ে ভীত হইয়া আফরাছিয়াবকে না কহিয়া স্বদেশে প্রস্থান করিল ইহা শুনিয়া পিরানওএছ, আফরাছিয়াবকে কহিল পুলাদওন্দের পলায়ন করাতে আমার সকল সেনা ভীত হইয়াছে এইক্ষণে আপনকার এস্থানে অবস্থান করা কর্ত্তব্য নহে, ইহা শুনিয়া আফরাছিয়াব সেস্থান হইতে প্রস্থান করিল। রোস্তম আপন সেনা লইয়া কথক দূর তাহারদিগের পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া ফিরিয়া আসিয়া তুরানিরা যে সকল দ্রব্য ত্যাগ করিয়া গিয়াছিল তাহা আপন সৈন্যকে বণ্টন করিয়া দিয়া গেও রহাম ও বেজন এই তিনজন আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিল এজ নিমিত্তে তাহারদিগেকে তুরানেশুশ্রুসার জন্য রাখিয়া আপনি কয়খোছরোর নিকটে গেল। কিছুদিন পরে ঐ তিনজন আরোগ্য হইয়া সেনা সকলকে সঙ্গে লইয়া ইরানে আইল কয়খোছরো তাহার দিগকে দেখিয়া অতিশয় হৃষ্ট হইয়া নগরস্থ সমস্ত লোককে নৃত্য গীত ও আনন্দ করিতে আজ্ঞা করিলেন ॥

আকওয়ান দৈত্যর সঙ্গেরোস্তমের যুদ্ধ

এক দিবস কয়খোছরো রোস্তম প্রভৃতি সরদার ও পণ্ডিত দিগকে লইয়া নানাপ্রকার কথোপকথন করিতেছেন, এমত সময়ে অশ্বাধক্ষ আসিয়া কহিল যে একটা গোরখর (হরিন বিশেষ) আসিয়া কয়েকটা অশ্ব নষ্ট করিয়াছে? বাদশাহ শুনিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিয়া কহিলেন যে গোরখর অশ্বাপেক্ষা বলবান্ নহে কি প্রকার মারিবেক প্রাচিন ও বিজ্ঞ

সকলে কহিল যে সেই স্থানে এক পুষ্করিণী আছে তাহার নিকটস্থ একবন আছে সেই বনে আকওয়ান নামক একদৈত্য থাকে সে মায়াপী নানাপ্রকার রূপ ধারণ করিয়া ভ্রমণ করে সেই ঘোটক মারিয়াছে, ইহা শুনিয়া কয়খোছরো রোস্তমকে কহিলেন তোমাকে এই ক্লেশ লইতে হইবেক দৈত্যর সঙ্গে যুদ্ধ করা কিম্বা দৈত্যকে নষ্ট করা অন্যের সাধ্য নহে। রোস্তম ঐ আখাস্যক্ষেত্র সমভিব্যাহারে সেস্থানে উপস্থিত হইয়ারাত্রি কালে গোরখরকে দেখিয়া তাহার উপর কমন্দ নিক্ষেপ করিলে গোরখর তৎক্ষণাৎ অদর্শণ হইল অনেক কাল পরে কিছুদূরে দেখাদিল, রোস্তম তলওয়ার লইয়া তাহার নিকটে গেলে সেই দৈত্য পুনরায় অদর্শন হইল, এইপ্রকার তিন দিবা ওরাত্রি তাহার পশ্চাত ২ আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া অতিশয় ক্লান্ত হইয়া চতুর্থ দিবস যৎকিঞ্চিৎ আহার করিয়া ঘোটককে সেই স্থানে চরিতে দিয়া আপনি নিদ্রা গেল; সেই সময়ে আকওয়ান দৈত্য আসিয়া রোস্তমকে লইয়া শূন্যে উঠীল তখন রোস্তমের নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া দেখিল যে শূন্যে আনিয়াছে, আকওয়ান কহিল তুমি কি প্রকারে মরিবে তাহা বল তোমাকে পর্ব্বতে কি বনে কি জলে কোথায় নিক্ষেপ করিব? রোস্তম জানিত দৈত্য দিগকে যাহা কহা যায় তাহার বিপরিত করে, এই নিমিত্তে কহিল আমাকে পর্ব্বতে নিক্ষেপ কর, সে একবৃহদ নদীতে ফেলিল তখন জলচর কুম্ভীর প্রভৃতি রোস্তমকে গ্রাস করিতে আইল রোস্তম ঈশ্বর স্মরণ পূর্ব্বক তলওয়ার বাহির করিয়া অনেক জল জন্তু বিনাস করিয়া সন্তরণ দ্বারা তটে আসিয়া বস্ত্রাদি শুষ্ক করিয়া অশ্ব অন্যাসন করিতে